সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া

রুহি ইন্স্টিটিউট্

বই ২

সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌

এই ক্রমের বইসমূহঃ

নীচে বর্তমান ক্রমের বইগুলির নামপত্র দেওয়া হলো, যা রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌ মনোনীত করেছে। বইগুলি কোর্সের প্রধান ক্রম হিসেবে ইয়ুথ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের তাদের সমাজগুলিতে কাজ করার সামর্থ্য বাড়াতে একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় ব্যবহার করার জন্য উদ্দীষ্ট হয়েছে। রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌ কোর্সগুলির একটি গুচ্ছও তৈরি করছে, যা বাহাই শিশুদের ক্লাস শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সিরিজের তৃতীয় বই থেকে শাখার দিকে প্রসার লাভ করেছে, এবং বই-৫ থেকে আর একটি গুচ্ছ জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের অ্যানিমেটরদের গড়ে তোলার জন্য করা হয়েছে। এইগুলিও, নীচের তালিকায় সূচীত হয়েছে। এটি অনুধাবন করতে হবে যে, যখন বিস্তৃত ক্ষেত্র এগিয়ে চলবে তখন তালিকাটিতে কিছু পরিবর্তন হতে পারে, এবং বইগুলির অতিরিক্ত প্রকাশন এর সঙ্গে যুক্ত হবে, যখন পাঠক্রম উপাদানের নির্মীয়মান সংখ্যা উন্নয়নের একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে যেখানে এইসব উপাদান ব্যাপকভাবে লভ্য হবে।

বই ১ *আত্মার উপর প্রতিফলন*
বই ২ *সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া*
বই ৩ *শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ১*
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ২ (শাখায়িত কোর্স)
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৩ (শাখায়িত কোর্স)
শিশুদের ক্লাসে শিক্ষাদান, গ্রেড ৪ (শাখায়িত কোর্স)
বই ৪ *যুগ্ম ঈশ্বরীয় অবতার*
বই ৫ *কিশোর শক্তির উন্মোচন*
প্রারম্ভিক প্রেরণাঃ বই-৫ এর প্রথম শাখায়িত কোর্স
প্রশস্ত বৃত্তঃ বই-৫ এর দ্বিতীয় শাখায়িত কোর্স
বই ৬ *ধর্ম শিক্ষাদান*
বই ৭ *সেবার পথে একসাথে চলি*
বই ৮ *বাহাউল্লাহর নিয়মপত্র*
বই ৯ *একটি ঐতিহাসিক অবস্থান লাভ করা*
বই ১০ *স্পন্দনশীল সমাজসমূহ নির্মাণ*
বই ১১ *জাগতিক অভিপ্রায়সমূহ*
বই ১২ (আসন্ন)
বই ১৩ *সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া*
বই ১৪ (আসন্ন)

রুহি ফাউন্ডেশন, কলম্বিয়া-এর গ্রন্থস্বত্ব ©১৯৮৭, ১৯৯৫, ২০২০।
সকল অধিকারসমূহ সংরক্ষিত, সংস্করণ- ১.১.১. পি.ই. প্রকাশিত অক্টোবর ১৯৯৫
সংস্করণ ২.১.১ পি.ই. আগষ্ট ২০২১
আইএসবিএন ৯৭৮-৯৫৮-৫৯৮৮০-৯-৫

রুহি ইন্‌স্টিটিউট্‌
ক্যালি, কলম্বিয়া
ই-মেলঃ ইন্‌স্টিটিউটো@রুহি.ওআরজি
ওয়েবসাইটঃ ডব্লুডব্লুডব্লু.রুহি.ওআরজি

সূচীপত্র

শিক্ষকদের জন্য কয়েকটি ভাবনাসমূহ v

শিক্ষাদানের আনন্দ... ১

অনুপ্রেরণা জাগানো কথোপকথনসমূহ ১৫

প্রগাঢ় ভাবনাসমূহ.. ৩৫

শিক্ষকদের জন্য কিছু চিন্তাভাবনাসমূহ

রুহি ইনস্টিটিউট দ্বারা নিবেদন করা কোর্সগুলির প্রধান বিন্যাসে এই বইটি দ্বিতীয়। বইটি সামর্থ্যগুলির বিষয় সম্পর্কিত, যা আমাদের অর্থপূর্ণ এবং অনুপ্রেরক কথাবার্তায় সমর্থ করে। নির্দিষ্ট কাজের যে ক্রিয়া যার উপরে বইটি গুরুত্ব দেয়, সেটি তৃতীয় ইউনিটে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিশ্বে, যেখানে ক্ষমতাশালী শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক বন্ধনগুলিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে, সমাজের জীবনে কেন্দ্রস্থিত ভাবনাগুলি খুঁজে পেতে বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়ার অভ্যাস, যদি সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়, সেটি বাড়তে থাকা বিচ্ছিন্নতা দ্বারা উদ্ভূত অশুভগুলির নিরাময় করতে পারে। ইউনিটটি মনে করে যে, এইভাবে তৈরি হওয়া সৌহার্দ্যতা, সুসমন্বিত এবং প্রাণোচ্ছল সমাজসমূহের প্রক্রিয়া মজবুত করতে সাহায্য করে।

এজেন্সীসমূহ এবং অপরিহার্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমর্থিত উৎসর্গীকৃত বিজড়িত বন্ধুবর্গের সমষ্টির প্রতিবেশীকূলে অথবা গ্রামে গৃহ পরিদর্শনগুলির একটি নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচীর সামাজিক মর্যাদা দাবী করে। বই-এর মাধ্যমে একটি গ্রুপকে পরিচালনায়, শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, এইরকম একটি চলতে থাকা প্রচেষ্টায় যোগদান করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। তাদের অধ্যয়নের জন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবস্থা করা পরিদর্শনগুলি এই প্রচেষ্টাতে বছরের পর বছর অংশ নেওয়া একটি অঙ্গীকারে পরিচালিত হওয়া উচিত, যা সেবার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি।

সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ভাবনাগুলি পরীক্ষা করার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য গৃহপরিদর্শনের অনুশীলন স্পষ্টভাবে একটি সমাজের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে।

বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বাক্যালাপসমূহ যদি উদ্দীপক করতে হয়, আমাদের অবশ্যই আন্তঃক্রিয়াসমূহে আনন্দময় করার সামর্থ্য থাকতে হবে। এই বিষয়টিই প্রথম ইউনিটে বলা হয়েছে। ''শিক্ষাদানের আনন্দ''। রুহি ইনস্টিটিউট দ্বারা সুপারিশ করা সেবার সব কাজগুলির মূল যুক্ত হওয়া অন্তঃসার অন্যের সঙ্গে দিব্য প্রজ্ঞার মণিমুক্তাসমূহ ভাগ করে নেওয়া যা আমরা বাহউল্লাহ'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরে আবিষ্কার করি। এই অন্বেষণে সুপ্ত আনন্দের সচেতনতা বাড়াতে প্রথম ইউনিটের অধ্যয়ন উদ্দীষ্ট হয়েছে। ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং একটি কি ধরনের আশীর্বাদ বিষয়টি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করা, অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন পরিচ্ছেদসমূহে বলা হয়েছে। এই কাজ থেকে, আনন্দ সঞ্চারিত হয়, ইউনিট বিষয়টি উত্থাপন করে বলে, যা আমাদের সেবার পথে চলতে আমাদের পদক্ষেপগুলি তরান্বিত করে। উপরন্তু, এমনকি যখন এই প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হই, আমরা শিক্ষাদানের আনন্দ হারিয়ে ফেলতে পারি, যদি আমরা এর গুণাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গীসমূহের মননে ব্যর্থ হই, যা সেবাকাজকে গৌরবান্বিত করে। সিরিজে পরবর্তী অনেক বইগুলিতে এই আলোচনার বিষয়গুলিই রয়েছে, এবং এর মধ্যে অল্প কিছু এখানে পরীক্ষিত হয়েছে, পরিচ্ছেদ ৭-এ নির্লিপ্ততা দিয়ে এটা শুরু করা হয়েছে। এই গুণের উপর বাহাই উপদেশাবলী থেকে উদ্ধৃতিগুলি নির্বাচনের ভিত তৈরি করে প্রতিফলনের জন্য, একটি গুণ যা অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যদি বহিরাগত বিষয়গুলি সেবার আনন্দকে কমিয়ে না আনতে হয়। যা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অধ্যয়ন থেকে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সরে আসে যে, নির্লিপ্ততা দূরে সরে যাওয়া অথবা যত্নের অভাব সূচীত করে। আমাদের অবশ্যই অনবরত আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে তীব্রতর করতে, আমাদের সেবার সক্ষমতা বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, যখন আমরা আরও ভালো ফলাফল অর্জন করতে উদ্যোগী হবো। এর জন্য প্রয়োজন প্রচেষ্টার চরিত্রের একটি পর্যাপ্ত উপলব্ধি, যে বিষয়টি পরিচ্ছেদ-৮-এ বিবেচনা করা হয়েছে। আশাবাদ এবং কৃতজ্ঞতা, সেবার পথে প্রাথমিক এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ, পরবর্তী এবং সর্বশেষ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

''অনুপ্রেরক কথোপকথনসমূহ", বই-এর দ্বিতীয় ইউনিটটি আধ্যাত্মিক মূলনীতিগুলিকে উল্লেখ করে নিয়মমাফিক কথাবার্তার স্তর তুলে ধরতে সামর্থ্যের উপর গুরুত্ব দেয়, যখন পরিস্থিতি অনুকূল থাকে। এর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত উক্তিসমূহ আছে। যা, যদিও সঠিক উদ্ধৃতিসমূহ নয়, কিন্তু এরমধ্যে আবদু'ল-বাহা'র উক্তিগুলি আছে এবং তাঁর ব্যবহৃত সেইসব শব্দগুলি এবং শব্দগুচ্ছগুলি রয়েছে। সর্বজনীন প্রার্থনা সম্পর্কে, তারা সকল প্রেক্ষাপটের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্বেগগুলি নিয়ে কথা বলে। আশা করা যায় যে, উক্তিগুলি অধ্যয়ন করে অংশগ্রহণকারীগণ, আবদু'ল-বাহা কর্তৃক আধ্যাত্মিক মূলনীতিগুলির ব্যাখ্যায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করবে এবং তাঁর দিকে মুখ ফেরাবার অভ্যাস অর্জন করবে, মণিমুক্তিগুলির খোঁজে তাদের প্রচেষ্টার সময়, যা বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরে অবস্থান করছে, তাঁর পিতার শিক্ষাগুলির অর্থ এবং তাৎপর্যগুলি উপলব্ধি করবে, এবং অন্যদের সঙ্গে উদারভাবে তা ভাগ করে নেবে।

ইউনিটের লক্ষ্য অর্জন করতে, অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি উক্তি কয়েকবার পড়ার সুযোগ দেওয়া, তাদের ভাবনার বিন্যাস চিহ্নিত করতে দিতে হবে এবং সেটি বলার অভ্যাস করাতে হবে যতক্ষণ না ভাবনার আত্মিকতা আসে, যাতে তারা স্বাভাবিকভাবে তা প্রকাশ করতে পারে। প্রথমে কেউ কেউ মূলগতভাবে উক্তিগুলি মুখস্থ করতে পারবে এবং কম ইউনিটে প্রকাশ হওয়ার মতো বলতে পারবে। এটা আশা করা যেতে পারে, যখন তাদের ধারণা গভীর হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে, তাদের বিষয়ের আরও বিস্তৃত সীমায় এবং আরও সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারে অধিগম্যতা আসবে, যা অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রতিফলিত হবে। শিক্ষকদের চিহ্নিত করতে হবে যে, এই পর্যায়ে, যেটা খোঁজা হচ্ছে, তা যেন দ্বিস্তরের হয়ঃ শিক্ষাগুলি বর্ণনা করার অনায়াস ভঙ্গিমা এবং আবদু'ল-বাহা'র চিন্তানুসারী হওয়া।

গ্রুপের সদস্যদের প্রতিটি উক্তির বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা শেখার পর, তারা পরবর্তী ক্রিয়াকলাপে এগিয়ে যাবে, যেখানে তাদের পড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাবনাগুলি পারস্পরিকভাবে তাদের পরিবারবর্গ, বন্ধুবর্গ এবং সহযোগী কর্মীদের বিবৃত করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অবশেষে, তাদের বিষয়গুলির কিছু অংশ নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয় এবং আলোচনায় প্রশ্নসমূহ সামনে আনা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কোনগুলি ভাবনাসমূহ একটি আলোচনায় পেশ করার সম্ভাবনার ইচ্ছা প্রকাশ করবে। কিছু উক্তিসমূহের জন্য, একটি বা দুটি উদাহরণসমূহ বর্ণনা করা যে, কিভাবে আবদু'ল-বাহা কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা আধ্যাত্মিক মূলনীতিসমূহ বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করে, যা সর্বত্র জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই ইউনিটটি আরও কার্যকরী হবে যখন বইটির অধ্যয়ন চলতে থাকবে, শিক্ষক তখন প্রতিটি সদস্যকে যে কোনও একটি উক্তি এবং কয়েকজন ব্যক্তিদের বেছে নিতে সাহায্য করবে, যাদের সঙ্গে তারা ভাবনার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এইভাবে, একসঙ্গে দেখা হওয়ার পর অংশগ্রহণকারীদের জন্য সময় সংরক্ষিত রাখা যায়, যাতে একে অপরকে আলোচনাসমূহের সক্রিয়তা বর্ণনা করা যায়, যাতে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

ইউনিটের সকল উক্তির জন্য, বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী থেকে কিছু অনুচ্ছেদসমূহ মুখস্থ করার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রুহি ইনস্টিটিউট মুখস্থ করার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, সেটি ইতিমধ্যেই সিরিজের প্রথম বই-এ স্পষ্ট হয়েছে, সেটি বই-২ এ আরও বেশী দেখা গেছে। এটি নিশ্চিত করা যায় যে, ইতিমধ্যে, অংশগ্রহণকারীগণ বারবার বিভিন্ন সময়ে উপদেশাবলীর অনুচ্ছেদগুলি মনে এনে তার থেকে পাওয়া আধ্যাত্মিক পুষ্টি বিষয়ে সচেতন। এই বই-এ, এরপর, তারা মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণীর প্রভাবগুলি সম্পর্কে আরও বিবেচনা করবে, এবং তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ইউনিটে তারা তাদের কথাবার্তায় উপদেশাবলী থেকে পাওয়া ভাবনাগুলি এবং মূলনীতিগুলি উপস্থাপন করতে শিখবে, এবং উপযুক্ত সময়ে অনুচ্ছেদগুলি সরাসরি উল্লেখ করতে পারবে। শিক্ষাগুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে, অন্যদের সঠিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করা, সামর্থ্যগুলির মধ্যে অন্যতম, যা আমরা সেবার পথে যেতে তৈরি করার চেষ্টা করি। শুরু করার সর্বোত্তম উপায় হলো আবুদ'ল-বাহা'র ব্যাখ্যাগুলি পড়া এবং তার মতো করে প্রকাশ করার চেষ্টা হলো দ্বিতীয় ইউনিটের কাঠামোতে থাকা মূল আশ্রয়বাক্য।

যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তৃতীয় ইউনিটটি ''প্রগাঢ় হওয়া ভাবনাসমূহ" এই বই-এ সেবার প্রক্রিয়াটি সম্বোধিত হয়েছে—অর্থাৎ, আলোচনাসমূহে ব্যাপৃত হওয়ার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের কাছে যাওয়া, যা সমাজজীবনের প্রতি অনিবার্য বিষয়। তিন ধরনের কথাবার্তা এই ইউনিটে ভাবা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটির জন্য, সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু পরিকল্পনা থাকছে। প্রথম প্রকারটি নিয়মবদ্ধ পরিদর্শনসমূহের একটি কর্মসূচীতে একটি গ্রামের

অথবা প্রতিবেশীকুলের বাসিন্দাদের সঙ্গে ভাবনাগুলির একটি সিরিজের চারপাশে আবর্তন করে। যদিও উল্লিখিত বিষয়বস্তুটি বিভিন্নভাবে আগ্রহী শ্রোতাদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে, এই ভাবনাগুলির আসল উদ্দেশ্য হলো—একটি পরিবারের সব সদস্যকে ধর্মের জ্ঞান গভীরতর করার সুযোগ করে দেওয়া—যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ইউনিটের বেশীরভাগ অংশ এই ধরনের কথাবার্তার উপর রাখা হয়েছে।

উপরন্তু, বর্তমান বছরগুলিতে গৃহ পরিদর্শনের অভ্যাসটি নতুন মাত্রাগুলির আকার নিয়েছে, বিশেষত ছোটো থেকে আরও ছোটো ভৌগোলিক ইউনিটসমূহ হিসেবে, গ্রামের এবং শহুরে প্রতিবেশীকুলের সম্পূর্ণ পথ ধরে নীচুস্তর পর্যন্ত, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের বর্ধিত সংখ্যা, যারা শিক্ষক, জুনিয়র ইউথ গ্রুপের অ্যানিমেটর এবং শিশুদের ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অভ্যাস নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে শুধুমাত্র ধর্মের জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে নয়, এটি কর্মসূচীগুলির সফল প্রকাশের প্রতি অত্যাবশ্যক হয়েছে জুনিয়র ইউথদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য দান করার এবং শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের জন্য। এর মধ্যে, যা স্পষ্ট হয়েছে, সেটি হলো দুটো কর্মসূচীতে কম বয়সীদের বাবা-মা-এর কাছে অ্যানিমেটর এবং শিক্ষকদের নিয়মিত যাওয়ার অভ্যাস গ্রহণ করতে হবে, ভাবনাগুলি এবং অভিগমনসমূহ আলোচনা করার জন্য, যা তাদের উদ্ভাবনে সাহায্য করে। এইরকম আলোচনাগুলি একটি দ্বিতীয় ধরনের কথাবার্তা তৈরি করে, যা পরিচ্ছেদ ১৪ এবং ১৫তে পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদগুলিতে যে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেটি পরিসৃত করা হয়নি, কারণ এতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ভবিষ্যতের কোর্সগুলির দুটি শিক্ষাগত কর্মসূচীগুলির সঙ্গে আরও বেশীভাবে পরিচিত হতে পারবে। কিন্তু তাদের জন্য এই ধরনের কথাবার্তার তাৎপর্যের বিষয়ে সজাগ হতে হবে জুনিয়র ইউথ এবং গ্রুপের পিতামাতাদের সঙ্গে দেখা করার সময় শিক্ষকদের এবং অ্যানিমেটরদের সহযোগী হওয়া এই আরম্ভের কালে অত্যন্ত ফলদায়ী প্রমাণিত হতে পারে।

ইউনিটে কল্পনা করা তৃতীয় ধরনের একটি কথাবার্তা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রদান করে। এতো সংখ্যায় কমবয়সী ছেলে এবং মেয়েরা বিভিন্ন উপায়গুলি প্রত্যাশা করছে, যার মাধ্যমে বিশ্বের মঙ্গলের প্রতি অবদান রাখতে তাদের ঐকান্তিক আগ্রহ অভিব্যক্তি খুঁজে পেতে পারে। এরা সমাজ পরিবর্তনে সামর্থ্যের একটি প্রকান্ড বড় ভাণ্ডার প্রতিনিধিত্ব করে, যা অপেক্ষারত, শুধু তাই নয়, শুরু করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। সমকক্ষদের মধ্যে একটি কথোপকথন, যাতে ইয়ুথ বয়সে সুযোগসমূহের এবং দায়িত্বসমূহের উপর তারা বিবেচনা করে সমগ্র প্রাণশক্তি এবং অসাধারণ সম্ভাবনা সহযোগে, না এর তুলনায় প্রায়ই আরও বেশি, সেবা কাজকে ঘিরে আলোচনাতে এবং বিশ্বব্যাপী গ্রামসমূহে এবং প্রতিবেশীকুলে হাতে নেওয়া কাজে উৎসুক্য জাগাতে পারে। এর বদলে অসংখ্য প্রত্যাশীরা ইনস্টিটিউট কোর্সগুলিতে যোগদান করার আমন্ত্রণকে স্বাগত জানাবে বর্ধিত প্রজন্মসমূহকে জুনিয়র ইউথ গ্রুপগুলির শিশুদের ক্লাস শিক্ষক এবং অ্যানিমেটরসমূহ হিসেবে আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রদান করার জন্য এবং সামর্থ্য লাভের উপায় হিসেবে। পরিচ্ছেদ ৯ এবং ১০ কিছু ভাবনাসমূহ শুরু করে, যা এই ধরণের কথোপকথনে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সামর্থ্যগুলি বাড়াতে, যা ব্যক্তিবিশেষদের অর্থপূর্ণ এবং কথোপকথনগুলি আরম্ভ এবং মোকাবিলা করতে সমর্থ করে, অবশ্যই, ইউনিটকে বিস্তৃত ভাবনাসমূহ এবং অনুরূপ বিষয়বস্তুর বাইরে যেতে হবে। স্পষ্টতার সঙ্গে ধারণাগুলি সাবলীল করার সামর্থ্য ছাড়া, অংশগ্রহণকারীদের আবশ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এইগুলি বিবরণের ভিত্তিস্বরূপ, যা ইউনিট উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু এদের প্রশ্নগুলির বিবেচ্য সামর্থ্যগুলির প্রতি গুরুত্ব সবিস্তারে পরিচ্ছেদে রাখা হয়েছে যেখানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কি ধরনের মানসিকতা এবং চিন্তাভাবনাগুলি একটি পরিদর্শনের জন্য তৈরি হতে আমাদের হৃদয় এবং মনগুলিতে ভরপুর থাকবে এই বিষয়ে চিন্তা করবে, এবং পরিচ্ছেদ ৫এ, যেখানে তারা বিনম্রতার গুণ বিবেচনা করবে। শিক্ষক নিশ্চিত করতে চাইবে যে, অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা এই পরিচ্ছেদগুলি যাতে পর্যাপ্ত মনোযোগ লাভ করে, কারণ, কিছু যায় আসে না যতটুকু জ্ঞান আমরা অর্জন করি, যতটুকু ভালোভাবে আমরা ধারণাগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারি, আমাদের কথাবার্তার কার্যকারিতা আমাদের তুলে ধরা গুণাবলী এবং দৃষ্টিভঙ্গীগুলির উপর নির্ভর করবে।

এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, এই বইগুলির সিরিজসমূহে যে সেবার কাজগুলি বর্ণিত হয়েছে, যদিও তা একটি সমাজের বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের কেন্দ্রীয় অংশ, সেগুলি একটি প্রক্রিয়ার সকল উপকরণগুলির উপরে, যা অধ্যয়ন এবং ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সামর্থ্য বাড়াতে চেষ্টা করে। যা প্রত্যেক শিক্ষককে বুঝতে হবে, তা হলো এই কাজগুলি একটার পর একটি তৈরি হয় জটিলতার নিরিখে একটি বই থেকে অন্য বই-এ। সেবার প্রতিটি কাজ

কার্যকারীভাবে সম্পাদন করা শিখতে প্রয়োজনীয় সামর্থ্যের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করে পরবর্তী কাজ করার সময়। একটি বাড়িতে কোর্স চলাকালীন কয়েকবার যাওয়ার একটি চলতে থাকা কথাবার্তা বজায় রাখতে, এই বই-এ যা বলা হয়েছে, স্পষ্টত বই-১ অনুপ্রাণিত ক্রিয়াকর্মের থেকে স্পষ্টত আরও বেশী অপরিহার্য, একটি নিয়মিত ভক্তিমূলক সমাবেশের আয়োজন করা, একজনের নিজস্বভাবে অথবা অন্যদের সহযোগীতায় যেকোনও ভাবে হোক। আসন্ন আরও জটিল সেবার কাজ হাতে নেওয়ার ব্যাপারে দেখা অসুবিধাজনক নয় যে, কিভাবে এটি এখানে উল্লিখিত যোগ্যতাবলীতে এগিয়ে যেতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় হবে।

বই-১-এ প্রারম্ভিক মন্তব্যসমূহে যেরকম উল্লিখিত হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ইনস্টিটিউট কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের থেকে আসে এবং শুরুতে, বাহাই শিক্ষাগুলির সঙ্গে অবস্থিতিগুলির বিভিন্ন অবস্থানগুলি রয়েছে। তারা যে সময় দ্বিতীয় বইটি শুরু করে, তারা প্রকৃতই, প্রত্যেকে এবং সকলে, কোর্সগুলি দ্বারা উন্মুক্ত হওয়া সেবার পথে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু কিছু তফাৎসমূহ থেকে যায়। তরুণদের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, যতক্ষণ না তারা শিশুদের এবং জুনিয়র ইউথদের শিক্ষাগত কর্মসূচীগুলি না পড়ছে, বই-এ দেওয়া উক্তিগুলি এবং ভাবনাগুলি তাদের কাছে নতুন বলে মনে হবে, এবং এর অধ্যয়ন ধর্মের জ্ঞান তাদের পক্ষে প্রগাঢ় করার একটি উপায় হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সৃষ্টিশীলতা এবং নমনীয়তা দেখাতে এই প্রসঙ্গে তৈরি থাকতে হবে গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে উপলব্ধি সযত্নে লালন করতে, সেই সময় নিশ্চিত হওয়া যে, কোর্সের প্রধান লক্ষ্য হলো অর্থপূর্ণ এবং উদ্দীপক কথাবার্তায় ব্যাপৃত থাকতে অংশগ্রহণকারীদের সমর্থ করার কাজ অর্জন করা যায়। যা আরও বেশী প্রয়োজন, হাজার হাজার অঞ্চলসমূহে, যেখানে বইটি ব্যবহৃত হচ্ছে, সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়া যার প্রতি বইটির তিনটি ইউনিট সাহায্য করতে চায় সেটি উন্নয়নের একই নির্দিষ্ট স্থান নয়। কাজে পরিণত করে, এরপর যা শেখা গেলো, একটি অঞ্চল থেকে পরবর্তীতে একটি অন্যরকম আকার ধারণ করতে পারে, এবং এটিও যত্ন এবং সদিষ্ঠতার একটি লক্ষণ প্রদান করে, যার সাহায্যে একজন শিক্ষককে অবশ্যই সকল সদস্যের প্রয়োজনগুলিতে সাড়া দিতে হবে একটি গ্রুপকে পাতাগুলির সারাংশে নিয়ে যেতে।

শিক্ষাদানের আনন্দ

উদ্দেশ্য

উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষাদানের আনন্দ
অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে
নেওয়ার মধ্যে বিরাজ করে

পরিচ্ছেদ ১

সেবার জন্য জাগ্রত হওয়া রুহি ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদান করা কোর্সগুলির একটি বিন্যাসে দ্বিতীয়, যা অধ্যয়ন এবং কর্মক্রিয়া একত্র করার চেষ্টা করে। সেবার পথে প্রবেশে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের সাহায্য করা এর লক্ষ্য, যখন তোমরা একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য পূরণ করতে প্রচেষ্টা করছোঃ তোমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং মেধাগত বৃদ্ধি করা এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখা। প্রথম কোর্সে তোমাদের অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে, তোমরা ইতিমধ্যে অবশ্যই যে পথ উপলব্ধি করছো, যার আমরা উল্লেখ করছি, সেটি সেবার কাজের একটি বিন্যাস দ্বারা অভিহিত হয়েছে, যা আমরা একটি নতুন বিশ্ব বিন্যাসের লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্পাদন করি, যেমনভাবে বাহাউল্লা'র উপদেশাবলীতে কল্পিত হয়েছে। এইভাবে 'সেবার পথে চলা" বহুচর্চিত বিষয়টি আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ সমৃদ্ধ যাতে তাঁর শিক্ষাগুলিকে আমাদের নিজেদের জীবনসমূহে এবং মানবজীবনে প্রয়োগ করার জন্য। এইগুলি এইভাবে তিনি নিজে তাঁর মহাপ্রকাশ নিয়ে বলেছেনঃ

> **"হে আমার সেবকগণ! আমার পবিত্র, তথা আমার দিব্য আদেশের প্রত্যাদেশকে মহাসিন্ধুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহার গভীরে মহামূল্যবান এবং বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্যের অসংখ্য মুক্তা লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর কর্তব্য হইল নিজেকে কর্ম-তৎপর করিয়া তোলা এবং এই মহাসিন্ধুর তটে পৌঁছাইবার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করা, যাহাতে সে তাহার অনুসন্ধানের আগ্রহ এবং তাহার গৃহীত উদ্যমের সমানুপাতে এইরূপ লাভের অংশ প্রাপ্ত হইতে পারে, যাহা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় এবং প্রচ্ছন্ন লিপিতে পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।"[১]**

এই প্রথম ইউনিটে, আমাদের চিন্তাভাবনাগুলি আনন্দের দিকে নিয়ে যায়, যা আমাদের হৃদয়গুলি পূর্ণ করে যখন আমরা জ্ঞানের মণিমুক্তাগুলি খুঁজে পাই, যা বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরে অবস্থান করে এবং অন্যদের সঙ্গে তা ভাগ করে নিই। বই-১এ তোমাদের অধ্যয়ন থেকে ইতিমধ্যে, তোমরা দেখেছো তাঁর উপদেশাবলীতে পাওয়া দিব্য পথ-নির্দেশিকার মণিমুক্তাগুলির কতটা অতি চমৎকার রূপে সুন্দর। এখন আরও কিছু উদ্ধৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাকঃ

> **"ঈশ্বরের উক্তি হলো একটি বাতি, যার আলো এই কথাসমূহঃ এসব একটি গাছের ফলরাশি, এবং একটি শাখার পাতাসমূহ"।[২]**

> **"আমার দৃষ্টিতে ন্যায়বিচারই সকল বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম; যদি তুমি আমাকে আকাঙ্ক্ষা কর তাহা হইলে ইহা হইতে বিমুখ হইও না, এবং ইহাকে অবহেলা করিও না, যাহাতে আমি তোমাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি।"[৩]**

> **"তুমি যে যুগে বাস করিতেছ সেই যুগের চাহিদাগুলি সম্পর্কে উৎকণ্ঠার সহিত চিন্তা কর, এবং ইহার প্রয়োজনসমূহ ও সংকটসমূহের উপর তোমার আলাপ-আলোচনা কেন্দ্রীভূত কর।"[৪]**

> **"একটি চির প্রগতিশীল সভ্যতাকে অগ্রগতি দানের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"[৫]**

> **"পৃথিবী এগিয়ে চলে, এবং যা এখানে চিরন্তন সেটি হলো ঈশ্বরের ভালোবাসা।"[৬]**

> **"তুমিই আমার দীপ, এবং তোমার মধ্যেই আমার আলোক। ইহা হইতেই তুমি তোমার উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হও এবং আমা ব্যতীত অপর কাহারও অন্বেষণ করিও না। কারণ, তোমাকে আমি সম্পদশালীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার অনুগ্রহ তোমার উপর উদারতার সহিত বর্ষণ করিয়াছি।"[৭]**

তোমরা ইচ্ছা করলে সময়ের সাথে এই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদসমূহ মুখস্থ করতে পারো।

পরিচ্ছেদ ২

এই ইউনিটের প্রধান ভাবনার উপর তোমাদের আলোচনাগুলি আরম্ভ করার সময় আগেকার পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদটি পুনর্বার পড় এবং নীচের অনুশীলনীগুলি সম্পাদন করো।

১। নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করো ঃ

(ক) এটা আমাদের কর্তব্য নিজেদের ____________ এবং ____________ ____________ বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরের ____________।

(খ) আমাদের বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরের বেলাভূমিসমূহে পৌঁছাতে প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে আমরা এইরকম ____________ যা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় এবং নিহিত ফলকলিপিসমূহে পূর্বনির্ধারিত হয়েছে।

(গ) বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরের সুফলসমূহ যাতে আমরা অংশ নিই, সেটি সমানুপাতিক ____।

২। নিজেকে ''সক্রিয়'' করে তোলার অর্থ কি? ____

৩। কোনোকিছু ''অর্জন করার কঠোর প্রচেষ্টার'' অর্থ কি? ____

৪। প্রত্যেক অন্বেষককে কিছু অর্জন করতে কি করতে হবে? ____

৫। একটি বিষয়ের অন্যটির সঙ্গে ''সমানুপাতিক'' হওয়ার অর্থ কি? ____

৬। বাহাউল্লা আমাদের বলেছেন যে, আমরা তাঁর মহাপ্রকাশের মহাসাগরের সুফলগুলি আমাদের কাজে লাগানো প্রচেষ্টাগুলির সমানুপাতিকভাবে লাভ করবো। ____

(ক) আমাদের করা প্রচেষ্টাসমূহের উদাহরণগুলি দাও, যা আমাদের এইসব সুফলগুলির প্রাপক করেঃ ____

(খ) আমাদের পাওয়া সুফলগুলির কিছু দৃষ্টান্ত দাওঃ ____

পরিচ্ছেদ ৩

আমরা জানি যে, বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশ একটি মহাসাগরের মতো, যার গভীরে রয়েছে অপরিমেয় মূল্যের মণিমুক্তাসমূহ, আমরা প্রত্যেকে এর সুফলগুলির অংশীদার হতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করি এবং এর বেলাভূমিসমূহে পৌঁছাতে অন্যদের সাহায্য করি। কিন্তু আমাদের থেকে কতদূরে, এই মহাসাগরের বেলাভূমিসমূহ? বাহাউল্লা ঘোষণা করেনঃ

> **"হে আমার সেবকগণ! এক এবং অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বর আমার সাক্ষী! এই বিশাল, এই অতল তরঙ্গায়িত মহাসাগর অতি নিকটে, বিস্ময়করভাবে তোমার নিকটে। দেখ, ইহা তোমার জীবন-শিরা অপেক্ষা তোমার আরও কাছে। তুমি যদি ইচ্ছা করো তোমার চোখের পলক ফেলার দ্রুততায় তুমি ইহার নিকট পৌঁছাইতে পার এবং অবিনশ্বর অনুগ্রহ, ঈশ্বরের দেওয়া কৃপা, এই অক্ষয় উপহার, এই সর্বশক্তিশালী এবং অনির্বচনীয় মহৎ দানের অংশ প্রাপ্ত হইতে পার।"**[৮]

১। "এই বিশাল, এই অতল তরঙ্গায়িত মহাসাগর" বাক্যাংশগুলি কী নির্দিষ্ট করে? ______________________

____

২। এই মহাসাগর আমাদের কতটা কাছে? ____

____

৩। কত তাড়াতাড়ি আমরা এই মহাসাগরে পৌঁছাতে পারি? ______________________________

____

৪। নিচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর ঃ

(ক) বাহাউল্লা'র প্রত্যাদেশের মহাসাগর অতি নিকটে ______________________ আমাদের নিকটে।

(খ) বাহাউল্লা'র প্রত্যাদেশের মহাসাগর আমাদের জীবন-শিরা অপেক্ষা __________________ কাছে।

(গ) আমরা যদি ইচ্ছা করি __________________ দ্রুততায় যাই এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের __________________ হই।

(ঘ) আমরা যদি ইচ্ছা করি আমরা ________________ যাই এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মহাসাগরের অতি নিকটে হই।

পরিচ্ছেদ ৪

বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরের বেলাভূমিসমূহে পৌঁছে আমরা এর মূল্যবান রত্নগুলি থেকে এবং উদারভাবে এবং নিশর্তভাবে অন্যদের সঙ্গে এর দিব্য পথনির্দেশিকার মুক্তাগুলি ভাগ করে নিই, যা আমরা নিয়ত আমাদের নিজস্ব অধ্যয়নে, প্রার্থনায় এবং মনোসংযোগে তাঁর ধর্মের এবং মানবতার সেবায় আমাদের প্রচেষ্টাগুলিতে আহরণ করি। তোমরা ইচ্ছা করলে নীচের অনুচ্ছেদটি মুখস্থ করতে কিছুটা সময় নাও, যা হলো এই কর্তব্যের পবিত্রতার একটি অবিচল অভিজ্ঞান।

> **"হে ঈশ্বরের পথের পথিক! তাঁহার কৃপা মহাসমুদ্র হইতে নিজ অংশ গ্রহণ করো এবং ইহার গভীরে প্রচ্ছন্ন বস্তুগুলি হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিও না। তাহাদের মতো হও যাহারা ইহার সঞ্চিত সম্পদের অংশগুলি গ্রহণ করিয়াছে। এই মহাসাগরের এক শিশিরবিন্দু যদি স্বর্গ ও মর্তের সকলের উপর বর্ষিত হয়**

তাহাই তাহাদিগকে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও মহাপ্রাজ্ঞ ঈশ্বরের আশীর্বাদ দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে। ত্যাগের হস্ত দ্বারা ইহার জীবনদায়ী জল গ্রহণপূর্বক সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহা সিঞ্চিন করো, যাহাতে তাহারা মনুষ্য নির্মিত সকল সীমাগুলি হইতে বিশোধিত হইতে পারে এবং পবিত্র ও জ্যোতির্ময় প্রভাময় আলয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতাশালী সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।"[৯]

পরিচ্ছেদ ৫

যখন আমরা ইনস্টিটিউট কোর্সগুলির মাধ্যমে এগিয়ে যাই, প্রয়োজনীয় অধ্যয়ন এবং কাজগুলি করি, আমাদের সেবার সামর্থ্য বাড়তে থাকবে এবং আমরা সেবার কাজগুলি নিতে সক্ষম হতে থাকি, যা আমাদের হৃদয়গুলিতে পরম আনন্দ বয়ে আনে এবং আমাদের দ্বিমুখী ক্রিয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সাহায্য করে—ক্রিয়াকর্মসমূহ যেমন শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাসগুলিতে শিক্ষাদান, জুনিয়র ইউথদের তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিবৃদ্ধির একটি কর্মসূচীতে আকৃষ্ট করা এবং বন্ধুদের একটি গ্রুপকে প্রধান বিন্যাসের বইগুলি অধ্যয়নে সাহায্য করা। এই যাত্রার সর্বাংশে ঈশ্বরের বাণী, যা অন্যদের সঙ্গে তরুণ এবং প্রবীণ নির্বিশেষে আমরা ভাগ করে নিই, সেটি হয়ে উঠবে অনুপ্রেরণার অবিচল উৎস। এরপর, এটি কেবলমাত্র সঠিক হবে, যখন আমরা প্রায়শ মানব হৃদয়ে এর শক্তি এবং প্রভাবের উপর মনঃসংযোগ করবো। নীচের উদ্ধৃতিতে এই শক্তির বিষয়ে বাহাউল্লা বলেন ঃ

"ঈশ্বরের বাণীকে চারাগাছের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহার শিকড় মানব হৃদয়ে রোপণ করা হইয়াছে। জ্ঞানের জীবন্ত বারি এবং পবিত্র বাণীর দ্বারা ইহার বৃদ্ধিকে পরিপুষ্ট করার ভার তোমার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার শিকড়গুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার শাখা-প্রশাখাগুলি যেন স্বর্গ ও তৎ ঊর্দ্ধে প্রসারিত হয়।"[১০]

১। ঈশ্বরীয় বাণীর সহিত কীসের তুলনা করা যেতে পারে? ____________________

২। ঐশ্বরিক জ্ঞানবৃক্ষের শিকড় কোথায় রোপণ করা হয়েছে? ____________________

৩। আমরা কিভাবে এই বৃক্ষের বৃদ্ধিকে পরিপুষ্ট করবো? ____________________

৪। এই বৃক্ষ কত উচ্চতায় বাড়তে পারে? ____________________

৫। ঈশ্বরীয় বাণী অন্যান্যদের সঙ্গে ভাগ করা কেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা কয়েকটি বাক্যে ব্যাখ্যা করো।

পরিচ্ছেদ ৬

বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মগুলি নিয়ে চিন্তা করা যাক, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনগুলি জুড়ে থাকে। আমরা আমাদের শরীরে পুষ্টি জোগাই। নতুন জ্ঞান আহরণ করতে এবং আমাদের মানসিক সামর্থ্য বাড়াতে আমরা অধ্যয়ন করি। আমরা কাজ করি এবং দক্ষতাগুলি তৈরি করি যা সমাজের সৃজনশীল সদস্যবৃন্দ হিসেবে আমাদের বাঁচতে সমর্থ করে। আমরা খেলাধূলা এবং আমোদপ্রমোদে যুক্ত হই। এই ধরনের অসংখ্য ক্রিয়াকলাপসমূহ, যা আমাদের মেধাগত অগ্রগতি এবং পার্থিব মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এইসবই আমাদের সময়ের অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে। কিন্তু এরপর প্রতিটি দিন সেইসব বিশেষ মুহূর্তগুলি থাকে, যা আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর থাকে, যখন আমরা প্রার্থনায় মগ্ন থাকি, এবং যখন তা একা এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিব্য শিক্ষাগুলির জ্ঞান অথবা যে কোন একটি অসংখ্য পথসমূহে সুগভীর করি, আমরা বাহাউল্লা'র মহাপ্রকাশের মহাসাগরে থাকা মুক্তাগুলি খুঁজে পেতে আমাদের চারদিকে থাকা মানুষদের সাহায্য করি। এইসব মুহূর্তগুলি পরিমাপ করার উর্দ্ধে মূল্যবান নয়? এইসব স্বর্গীয় আশীর্বাদগুলিতে অংশ নেওয়ার যোগ্যতার থেকে আর কোনও মহত্তর আনন্দ আছে কী?

আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে কিভাবে আবদু'ল-বাহা মানবতার নৈতিক উন্নতিতে আমাদের উৎসর্গীকৃত হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেনঃ

> **"আমরা সকলে একটি দিব্য উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ, আমাদের কোনও পার্থিব ইচ্ছা নেই, এবং আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আকাঙ্ক্ষা হলো বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া।"**[১১]

মনে করো, একজন বন্ধুকে পরিচ্ছেদ-১ থেকে যে কোনও একটি উদ্ধৃতি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ ঘটলো, যা তোমরা মুখস্থ করছো। তোমার হৃদয়ে অনুভব করা আনন্দ কোথা থেকে এলো? স্বাভাবিকভাবে, তুমি আশা করতে পারো যে, তোমার বন্ধু বাহাউল্লা'র এই উক্তিতে উজ্জীবিত হবে। কিন্তু কি হবে, যদি সে (ছেলে/মেয়ে) তোমার প্রত্যাশা অনুযায়ী উদ্দীপনা না দেখায়? তোমার হৃদয়ে কী আনন্দ অদৃশ্য হয়ে যাবে? কেন নয়?

পরিচ্ছেদ ৭

যখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের জীবনে আমরা যা কিছু করি, আমরা অন্যান্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে নেওয়ার মুহূর্তগুলি বিশেষভাবে আশীর্বাদিত হয়, আমরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, যে আনন্দ সেবার কাজ থেকে আহরিত হয়, সেটি সেই কাজেই অবস্থান করে। অবশ্যই, আমরা আশা করি যে, আমাদের করা সেবার কাজ উপযুক্ত পরিণতি লাভ করবে, কিন্তু যদি আমরা পরিণতিসমূহে অত্যধিক আসক্ত হয়ে পড়ি, যদি আমরা প্রশংসা অথবা সমালোচনায় অত্যন্ত প্রভাবিত হই, আমরা তাহলে শিক্ষার আনন্দ হারিয়ে ফেলবো। সেবার কাজে যা কিছু আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাবে, তা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসা, সেটি সাফল্য লাভ করার বাসনায় নয়, সুফলসমূহ লাভ করার জন্য নয়, অথবা সম্মান আদায় করার জন্য নয়। এই সবকিছু থেকে নির্লিপ্ততা আনন্দপূর্ণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয়। নীচের উদ্ধৃতিগুলি পড়লে এই ভাবনাটির উপর চিন্তা করতে তোমাদের সাহায্য করবে।

> **"হে দুই দৃষ্টির মানব! একটি চক্ষু বন্ধ কর এবং অপরটি উন্মিলিত কর। একটি চক্ষু বন্ধ কর পার্থিব জগৎ ও তাহার মধ্যেকার সকল বস্তু হইতে, এবং প্রেমাস্পদের পবিত্র সুষমার প্রতি অপরটি উন্মুক্ত কর।"**[১২]

> **"হে বন্ধুগণ! যে সৌন্দর্যের অবশ্যই মৃত্যু হইবে তাহার জন্য চিরস্থায়ী সুষমাকে বর্জন করিও না, এবং এই মরণশীল ধূলির জগতের উপর তোমাদের অনুরাগ স্থাপন করিও না।"**[১৩]

"হে বাণীর পুত্র! আমার মুখমণ্ডলের প্রতি তোমার মুখ ফিরাও এবং আমা ব্যতীত অপর সকল বস্তু পরিত্যাগ কর; কারণ আমার আধিপত্য চিরস্থায়ী এবং আমার সাম্রাজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যদি তুমি আমা ব্যতীত অপর কাহারও অন্বেষণ কর, এমন কি, যদি তার জন্য সারা জীবনব্যাপী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজিয়া বেড়াও, তাহা হইলেও তোমার প্রচেষ্টা নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হইবে।"[১৪]

"হে বন্ধুতে পরিণত হওয়া আগন্তুক! তোমার হৃদয়-বর্তিকা আমার পরাক্রমের হস্ত দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, অহং এবং রিপুর প্রতিকূল বায়ু দ্বারা ইহাকে নির্বাপিত করিও না। আমার স্মরণই তোমার সর্বরোগের মহৌষধী, ইহা বিস্মৃত হইও না। আমার প্রেমকে তোমার সম্পদে পরিণত কর এবং ইহাকে তোমার দৃষ্টি ও প্রাণের ন্যায় মূল্যবান মনে করো।"[১৫]

"নিরাসক্তি হইতেছে সূর্যের ন্যায়; যে হৃদয়ের মধ্যে ইহা আলো বিকীর্ণ করিয়াছে। যাহার দৃষ্টি জ্ঞানের আলো দ্বারা প্রকাশিত সে অবশ্যই জগৎ এবং জগতের অহংকারগুলি হইতে নিজেকে নিরাসক্ত করিবে... জগৎ এবং ইহার নীচতা যেন তোমাকে দুঃখ দিতে না পারে। সুখী সেই যাহাকে ঐশ্বর্য বৃথা গৌরবে, দারিদ্র্য, দুঃখে পরিপূর্ণ করিতে পারে না।"[১৬]

১। জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়ার অর্থ কী সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপন করা? ________________

২। একই সময় জগৎ থেকে নিরাসক্ত হওয়া এবং জগতের বস্তুগুলির অধিকারী হওয়া কী সম্ভব? ____________

৩। যে ব্যক্তি তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘন্টা বস্তুতপক্ষে তারই কাজে উৎসর্গ করে সে কী জগতের বস্তুগুলি থেকে নিরাসক্ত? ________________

৪। একজন ব্যক্তি যে তার জীবনের কেবল মূল চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য কাজ করে এবং বাকি সময় কিছু করে না, সেই ব্যক্তিটি কী জগৎ থেকে নিরাসক্ত? ________________

৫। একজন ব্যক্তির সেবার ক্ষেত্রে পার্থিব চাহিদাগুলি বর্জন করতে অসমর্থ হলে, সেই ব্যক্তিটি কী জগৎ থেকে নিরাসক্ত? ________________

৬। পার্থিব অধিকারসমূহের পাশাপাশি অনেক বিষয়সমূহে আমরা অনুরক্ত হতে পারি। কোন জিনিষে তুমি অনুরক্ত হতে যদি তুমি একজন ব্যক্তি হতে যেঃ

- কাজ ছেড়ে দিতে চায়, যখন সেবামূলক কাজ করে এবং কেউই কাজের স্বীকৃতি জানায় না? ________
- নীতিভ্রষ্ট হয়, যখন কেউ তার ভাগ করে নেওয়া ধারণা গ্রহণ করে না? ________________
- অন্যদের প্রত্যাখানের ভয়ে নিজের বিশ্বাসসমূহ লুকাতে চায়? ________________

৭। নির্লিপ্ততা একাকীত্ব অথবা যত্নের দায়িত্বের ঘাটতি সূচীত করে না। নীচের কোনটি একজনের নির্লিপ্ত না থাকার চিহ্ন হতে পারে?

— অন্যদের অগ্রগতি দেখে আনন্দ লাভ করা

— ক্লাসে পড়ানো বন্ধ করা, যখন কয়েকজন শিশু বেয়াদবি করে

— নিজের অর্জিত গুণাবলীর বড়াই করা

— প্রচুর পড়াশুনা করা এবং নিজের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট থাকা

— সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য নিজের সামর্থ্য বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করা

— নিজের কাজের উৎকৃষ্টতার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা

— পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পরিষ্কার ছিমছাম বাড়ি আগলানো

— নিজের জিনিষপত্রগুলির যত্ন নেওয়া

— অন্যদের মঙ্গলসাধনে সযত্ন হওয়া

— হতাশ হয়ে পড়া, যখন প্রচেষ্টাসমূহের প্রশংসা না আসে

৮। আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্লিপ্ততা এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, তোমরা এই পরিচ্ছেদে থাকা সবকটি উদ্ধৃতিগুলি মুখস্থ করো।

পরিচ্ছেদ ৮

মানবতার প্রতি সেবার আনন্দময় একটি জীবনের বদান্যতাসমূহ লাভ করতে, আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করার ইচ্ছা থাকতে হবে, এবং আমাদের প্রচেষ্টাগুলিতে উৎসর্গের কিছু পর্যায় প্রয়োজন হতে পারে। ''উৎসর্গ" শব্দটি আমরা জীবনসমূহে মাঝে মাঝেই ব্যবহার করে থাকি। যদি একজন বন্ধু প্রত্যুষে ভ্রমণ থেকে ফেরে, আমরা হয়তো সকালে উঠে তাকে আনতে যাই। আমরা হয়তো বলি যে, আমরা ঘুমের কিছু সময় উৎসর্গ করেছি। আমাদের প্রিয় কেউ অসুস্থ হলো, আমরা আমাদের পছন্দের অবসর-বিনোদনের কিছু সময় ছেড়ে দিয়ে তার যত্ন নিই। জীবনে অনেক ঘটনাসমূহ থাকে, যখন আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করি, এবং আমরা ভাবতে পারি, একটি লক্ষ্যপূরণে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করছি। আমরা আমাদের পছন্দের অবসর-বিনোদনের কিছু সময় ছেড়ে দিয়ে তার যত্ন নিই। জীবনে অনেক ঘটনাসমূহ থাকে, যখন আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম করি, এবং আমরা ভাবতে পারি একটি লক্ষ্যপূরণে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য উৎসর্গ করছি।

আমাদের সকলের ধর্মের সেবা করার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে। যতদূর সম্ভব আমাদের সময় এবং উদ্যম মুক্তমনা হয়ে আমাদের পার্থিব সংগতিসমূহ নিবেদন করছি। যখন কাজটি আমরা করি, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সেবার পথে, আমরা হয়তো এই পৃথিবীর বিষয়গুলি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু যা আমরা লাভ করি, আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠার অবসরে আমরা প্রকৃত আনন্দ প্রাপ্ত হই। পরবর্তী কোর্সসমূহে উৎসর্গের প্রকৃতি নিয়ে আরও বেশী করে ভাবার সুযোগ আসবে। প্রথম থেকেই যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এটি কিছু ত্যাগের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে, যা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে। ঠিক যেমন একটি বীজ নিজেকে উৎসর্গ করে, যাতে একটি গাছ জন্মাতে পারে। উৎসর্গ আনন্দের বাহক, এবং এই আনন্দ আমাদের থাকবে না, যদি না আমরা অবিচলিত চেষ্টা চালাই।

বাহাউল্লা বলেছেনঃ

''যদি তাঁহাকে সন্ধান করিতে হয়, উদ্যম প্রয়োজন; যদি তাঁহার সহিত পুনর্মিলনের মধু পান করিতে হয়, আগ্রহ প্রয়োজন; এবং যদি আমরা এই পেয়ালা হইতে স্বাদ গ্রহণ করি, আমরা জগৎ সংসারকে পরিত্যাগ *করিব।*''[১৭]

এবং আবদু'ল-বাহা পরামর্শ দিয়েছেনঃ

''...তুমি বিশ্রাম করিও না, তুমি প্রশান্তি চাহিও না, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বিলাসিতায় তুমি আসক্ত হইও না, প্রতিটি আসক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত কর এবং ঈশ্বরের রাজত্বে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সর্বান্তকরণে কঠোরভাবে চেষ্টা কর। তুমি স্বর্গীয় সম্পদগুলি লাভ কর। দিনের পর দিন তুমি হও অধিক প্রকাশিত। তুমি একত্বের দ্বারপথের আরও নিকটবর্তী হও।''[১৮]

আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এই সহজ বিশ্বাসের কিছু নির্দিষ্ট তাৎপর্যসমূহ আছে, যা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। অন্তত, মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রয়োজনীয় উদ্যমের মাত্রা এবং হাতে থাকা লক্ষ্যের বা কাজের সমস্যার স্তরের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। আমরা নিজেদের বিভ্রান্ত করছি, যদি আমরা মনে করি এটি আরও অনায়াসে করা সম্ভব। কিন্তু প্রয়াসের বিশালতাই শুধু একমাত্র বিষয় নয়, যা ধরে নিতে হবে। অবিচলতা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন রয়েছে সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্যতাও। করণীয় কাজগুলি, কোনো কিছু অসম্পূর্ণ রেখে এবং একটার থেকে অন্যটিতে চলে না গিয়ে শেষ করার অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মনের অর্ধ-বৈশিষ্ট্য চেষ্টাগুলি কোনও ফল দেয় না। শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য একটি সাপ্তাহিক ক্লাসের চিন্তা করো। শিক্ষককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় প্রতিটি ক্লাসের জন্য তৈরি করতে হবে, তাকে পাঠের বিষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝার জন্য সম্পূর্ণভাবে নজর রাখতে হবে, অল্পবয়সীদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে, এবং তাদের প্রত্যেকের অগ্রগতির প্রতি সপ্তাহের পর সপ্তাহ দৃষ্টি দিতে হবে। সেই ক্লাসটির কি পরিণতি হবে, যার শিক্ষক নিজেকে মাঝেমধ্যে তৈরি রাখে, পরিশ্রান্ত হয়ে যখন সেশনটি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়, এবং প্রতিটি শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় না করে এবং বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশুর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা না করে? এবং কি হতে পারে, যখন ক্লাস হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়, যখনই শিক্ষক অন্য কোনও বাধ্যবাধকতায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে, কোনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়, যে শহরের বাইরে থেকে দেখা করতে আসে?

এই ধরনের কিছু মন্তব্যসমূহ আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, আমাদের অবশ্যই সকল হাতে নেওয়া প্রচেষ্টার গুরুত্ব এবং গুণমান উভয় বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যা সেটা দাবী করে। এটা শুধুমাত্র সেবার কাজগুলির জন্য প্রযোজ্য নয়, যাতে আমরা দায়বদ্ধ, এটা আমাদের নিজেদের উন্নতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এই সিরিজের প্রথম বই-এ যে আধ্যাত্মিক অভ্যাসগুলি আমরা বিবেচনা করেছি—যেমন নিয়মিত প্রার্থনা করা, প্রতিদিন বাণীসমূহ পড়া, কিভাবে আমাদের জীবনসমূহকে শিক্ষাগুলির অনুসারী করার চিন্তা করা, ভক্তিমূলক সমাবেশসমূহে সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ করা—এই সবই নিয়মিত প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল। নীচে প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কিছু উক্তিসমূহ দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনগুলি ঠিক, উক্তিগুলি এই বিষয়ের উপর চিন্তা করতে তোমাদের আরও সাহায্য করবেঃ

— যদি তুমি কেতাদুরস্ত হও, তোমার কঠোর পরিশ্রমের দরকার নেই।

— এতো বেশী করার প্রয়োজন কীসের, সবসময় সংক্ষেপে করার চেষ্টা করো।

— কষ্ট না করলে পরিণামে কিছু মেলে না।

— বড় স্বপ্ন দেখো; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

— পুরস্কার যত বেশী হবে, প্রচেষ্টাও তত বাড়বে।

— প্রচেষ্টা যত বেশী হবে, পুরস্কার ততগুণ বাড়বে।

— যদি প্রথমেই বিফল হও, বার বার চেষ্টা করো।

— কাজ করার প্রয়োজন কি, যদি অন্যরা তোমার হয়ে কাজ করে দেয়।

— যদি অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, হয়তো কাজটি হবে না।

— ছোটো পদক্ষেপসমূহ—সেটি নিয়মিত এবং অবিচল হলে—অনেকদূর পৌঁছানো যায়।

— সহজে কিছু হয়ে যাওয়ার সমমূল্য কিছু নেই।

— উৎকৃষ্টতার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

— হাজার মাইলের যাত্রা একটিমাত্র পদক্ষেপে শুরু হয়।

— শুধু চলে যাওয়া যথেষ্ট নয়।

— আমাদের কিছু ঘটবার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়; আমাদের সর্বক্ষণ অনুসরণ করে যেতে হবে।

— সফলতা ভাগ্যের বিষয়।

— আমরা যাদুমন্ত্রে আমাদের দ্বিমুখী উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবো না।

— আমাদের প্রতিদিন নিজেদের মূল্যায়ন করতে হবে।

আমরা সেবার পথ ধরে চলি, আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক এবং মেধাগত উন্নতি অর্জন করতে এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখতে আমরা নিরন্তর প্রয়াস চালাই। এটি স্পষ্ট যে, এই দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের অন্বেষণ আমাদের পক্ষ থেকে অনেক কিছু দাবী করে। বাহাউল্লা আমাদের বলেনঃ

''অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষকে একই বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তাদের বাস্তবতা তাঁর বাকী জীবসমূহের উপরে গৌরবান্বিত করেছেন। সফলতা অথবা ব্যর্থতা, লাভ অথবা ক্ষতি, সুতরাং, অবশ্যই, মানুষের নিজের প্রয়াসগুলির উপর নির্ভরশীল। যত বেশী সে কঠোর প্রচেষ্টা করবে, তার অগ্রগতি বিশালতর হবে।''[১৯]

তোমরা ইচ্ছা করলে উপরের অনুচ্ছেদটি মুখস্থ করতে পারো, যদি ইতিমধ্যে না করে থাকো।

পরিচ্ছেদ ৯

সেবা থেকে আনন্দ আহরণ করতে, আমাদের নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ পোষণ করতে হবে। যেমন, আমাদের অবশ্যই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদান করা সেবার বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত; এটা কল্পনা করা অচিন্তনীয় যে, আমরা ঈশ্বরকে অনুগ্রহ করছি, যখন আমরা তাঁর ধর্ম সেবা করি। আমাদের অবশ্যই পৃথিবীর একটি আশা জাগানো নিরীক্ষণ সঙ্গে নিয়ে হতাশাবাদ দূর করতে জীবনে এগিয়ে যাওয়া শিখতে হবে। সেবার পথের বাধাগুলি আরও অগ্রগতি লাভের সোপান হিসেবে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এমনকি অসুবিধাগুলির মধ্যে, ভবিষ্যতের দিকে আস্থার দৃষ্টিসমূহে আমরা তাকাই। আবদু'ল-বাহা'র নীচের উক্তিগুলি আশা এবং আশাবাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, যা আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করবেঃ

''প্রারম্ভে, বীজ কতো ক্ষুদ্র, তা সত্ত্বেও অবশেষে সেটি একটি শক্তিধর গাছ হয়। তোমরা, বীজটির দিকে তাকিও না, গাছটির দিকে তোমরা তাকাও, এর পুষ্পপুঞ্জ এবং এর পাতাগুলি এবং এর ফলগুলি দেখো।''[২০]

''এরপর এই ক্ষুদ্র বীজটির নিহিতার্থ বিষয়ে অবগত হও, যেই প্রকৃত কৃষক (ঈশ্বর) তার অনুকম্পার হাত দুটি দিয়ে প্রভুর চারণভূমিতে চাষ করেছেন, এবং প্রদানের এবং বদান্যতার বৃষ্টিধারায় জলসিঞ্চন করেছেন এবং এখন সত্যের দিবাসূর্যের আলোকে এবং তাপে সযত্নে তা লালন করছেন।''[২১]

''যখন তোমরা একটি বিকশিত হওয়া এবং পূর্ণতর গাছ দেখো, এর পরিণতি সম্পর্কে আশাবাদী হও। এটি অবশেষে পুষ্পপুঞ্জিত হবে ফল ধারণ করবে। যদি তোমরা শুকনো কাঠ অথবা পুরানো গাছগুলি দেখো, যে ফলই হোক তার আশা নেই।''[২২]

''সেইহেতু ঈশ্বরের প্রিয়জনেরা অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের কঠোর প্রচেষ্টার জলধারায়, আশার এই বৃক্ষকে সযত্নে লালন করে এবং পুষ্টি জোগায় এবং দেখাশোনা করে।''[২৩]

''ঈশ্বর কর্তৃক প্রদান করা আশীর্বাদসমূহ থেকে যদি হৃদয় দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, কিভাবে সে সুখের আশা করতে পারে? যদি সেটি ঈশ্বরের অনুগ্রহতে আশা এবং আস্থা রাখতে না পারে, তাহলে কোথায় বিশ্রাম খুঁজে পাবে?''[২৪]

উপরের অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে চিন্তা করে, নীচের বাক্যগুলি পূর্ণ করঃ

১। প্রারম্ভে একটি বীজ কত ক্ষুদ্র হয়, তা সত্ত্বেও ______________________________ ।

২। তোমরা বীজটির দিকে তাকিও না ______________________________________
______________________________________।

৩। এরপর এই ক্ষুদ্র বীজটির নিহিতার্থ বিষয়ে ______________________________________
____
____
____

৪। যখন তোমরা একটি বিকশিত হওয়া ______________________________________
______________________________________।

৫। যখন তোমরা একটি বিকশিত হওয়া গাছ দেখো, তখন তোমরা আশাবাদী যে ______________________
____

৬। কঠোর পরিশ্রমের, কঠোর প্রচেষ্টার ______________________________________
____

৭। ঈশ্বর কর্তৃক প্রদান করা আশীর্বাদসমূহ থেকে ______________________________________
______________________________________?

৮। যদি সেটি ঈশ্বরের অনুগ্রহতে ______________________________________
______________________________________?

এখন, কিছু মুহূর্তের জন্য চিন্তা করোঃ তোমরা কী একমত যে, আমাদের আনন্দপূর্ণ এবং আশাবাদী মানসিকতা একটি বিনম্র কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দৃষ্টিভঙ্গী অন্যদের কাছে আনন্দের উৎস? এবং আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের সেবায় উত্থিত হয়ে, আমরা একটি নতুন দিনের উৎফুল্ল বার্তাসমূহ বহন করি, মানবজাতির একত্রিত করার দিন। যেন বাহাউল্লা'র বাণীগুলি আমাদের হৃদয়সমূহে প্রতিধ্বনিত হয়ঃ

> **"তারাই সুখী যারা কাজ করে; তারাই সুখী যারা উপলব্ধি করে; সেই মানুষ সুখী যে সত্যের প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন হয়, স্বর্গসমূহে থাকা সব কিছু এবং পৃথিবীতে থাকা সবকিছু থেকে বিযুক্ত হয়।"**[২৫]

REFERENCES

1. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CLIII, par. 5, p. 369.

2. Ibid., CXXXII, par. 3, p. 326.

3. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 2, p. 3.

4. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CVI, par. 1, p. 241.

5. Ibid., CIX, par. 2, p. 243.

6. Bahá'u'lláh, in *Women: Extracts from the Writings of Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá'ìì Publishing Trust, 1986, 1997 printing), no. 53, p. 26.

7. *The Hidden Words*, Arabic no. 11, p. 6.

8. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CLIII, par. 5, p. 370.

9. Ibid., CXXIX, par. 1, p. 316.

10. Ibid., XLIII, par. 9, p. 109.

11. From a talk given on 19 November 1911, published in *Paris Talks*: *Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'ìì Publishing, 2006, 2016 printing), no. 32.2, p. 121.

12. *The Hidden Words*, Persian no. 12, p. 26.

13. Ibid., Persian no. 14, p. 26.

14. Ibid., Arabic no. 15, p. 7.

15. Ibid., Persian no. 32, p. 33.

16. Bahá'u'lláh, in *The Bahá'í World: Volume One, 1925–1926* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1926, 1980 printing), p. 42.

17. *The Call of the Divine Beloved: Selected Mystical Works of Bahá'u'lláh* (Haifa: Bahá'ìì World Centre, 2018), no. 2.12, p. 17.

18. *Tablets of the Divine Plan: Revealed by 'Abdu'l-Bahá to the North American Bahá'ís* (Wilmette: Bahá'ìì Publishing Trust, 1993, 2006 printing), no. 13.6, pp. 95–96.

19. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XXXIV, par. 8, p. 91.

20. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá* (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 40.3, pp. 118–19.

21. Ibid., no. 40.3, p. 119.

22. From a talk given on 11 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá’ìi Publishing, 2012), par. 2, p. 153.

23. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 206.13, pp. 356–57.

24. From a talk given by ‘Abdu’l-Bahá on 21 November 1911, published in *Paris Talks*, no. 34.8, p. 133.

25. Bahá’u’lláh, *Epistle to the Son of the Wolf* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1988, 2016 printing), p. 139.

অনুপ্রেরণা জাগানো কথোপকথনসমূহ

উদ্দেশ্য

আধ্যাত্মিক মূলনীতিগুলিকে একটি কথোপকথনে প্রবর্তন করার যোগ্যতা অর্জন করা

পরিচ্ছেদ ১

এই বই-এর প্রথম ইউনিটে, আমরা অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সময় অপরিমেয় আনন্দের বিষয়টি বলেছিলাম। সেবার পথে চলার সময়, বাহাউল্লা'র প্রকটিকরণ থেকে যে অন্তর্দৃষ্টিসমূহ আমরা সংগ্রহ করি, বন্ধুদের এবং পরিচিতদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় অসংখ্য সুযোগসমূহ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এর মধ্যে অত্যন্ত আবশ্যিক যোগ্যতাসমূহ, যা আমাদের বাড়িয়ে তুলতে হবে, সেগুলি হলো, যা আমাদের অর্থপূর্ণ এবং উৎকর্ষমূলক কথাবার্তায় অবদান রাখতে সক্ষম করে। এই ইউনিটের এবং পরবর্তী উদ্দেশ্য হলো এই বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করা। আধ্যাত্মিক মূলনীতিসমূহের উল্লেখে বাক্যালাপের স্তর কিভাবে উন্নীতকরণ করা যায়, এখানে সেই বিষয়ে তোমরা সংশ্লিষ্ট থাকবে, যখন পরিস্থিতি দাবী করবে। পরের ইউনিটে, তোমাদের গ্রামে অথবা প্রতিবেশী অঞ্চলে একটি প্রাণোচ্ছল সমাজ নির্মাণের একটি নিয়মানুগ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, কিভাবে নির্দিষ্ট ভাবনাসমূহের উপর বাক্যালাপের একটি সিরিজ শুরু এবং ধরে রাখা যায়, সে বিষয়ে তোমরা চিন্তা করবে।

এর পরের পরিচ্ছেদসমূহে যা আমরা করবো, তা হলো বেশ কিছু সংখ্যক উক্তিসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেখবো, যা যদিও ঠিক ঠিক উদ্ধৃতিসমূহ নয়, সবগুলি আবদু'ল-বাহা'র কথাবার্তা এবং ফলকলিপিসমূহের এবং তাঁর করা আরও কিছু শব্দগুচ্ছের উপর ভিত্তি করা। প্রতিটি উক্তি তোমাদের কয়েকবার পড়া উচিত, ধারণাগুলির বিন্যাস চিহ্নিত করা উচিত এবং তোমাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সেইগুলি উচ্চকণ্ঠে বলো যতক্ষণ না তা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা যায়। এই ধরণের অনুশীলন তোমাদের সহজে বলতে সাহায্য করবে, যখন তোমরা ধর্মের শিক্ষাগুলিতে আকৃষ্ট হয়ে একটি আলোচনায় এগিয়ে যাওয়া সঠিক মনে করবে।

অবশ্যই, এই ইউনিটে তোমরা বাণীগুলি থেকে অনুচ্ছেদগুলি মুখস্থ করা চালিয়ে যাবে, কারণ এর মধ্যে বিশেষ শক্তি আছে, যা মানব হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করবে, যখন তা তোমাদের কথায় গাঁথা হয়ে শ্রোতার উপরে প্রগাঢ় প্রভাব ফেলবে। যেটা আবশ্যিক, তা হলো স্বরের সামঞ্জস্যসাধন, বাণীগুলি থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করার সঙ্গে এবং একজনের নিজের কথাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার, ধর্মের শিক্ষাগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং তোমাদের ভাবনাগুলি এবং অনুভবগুলির আকার অনুযায়ী।

পরিচ্ছেদ ২

অধ্যয়ন করার জন্য প্রথম যে উক্তিটি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তা হলো একজন শিক্ষকের প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট।

যখন আমরা অস্তিত্ব বিবেচনা করি, আমরা দেখতে পাই যে, আকরিক, উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ এবং মানব রাজ্যসমূহ প্রত্যেকে এবং সকলেই একজন শিক্ষকের প্রয়োজন অনুভব করে। একটি বাগান একজন উদ্যান পরিচারক দাবী করে। প্রচুর পরিমাণ শস্য ফলাতে, জমির একজন চাষীর প্রয়োজন। যদি একজন মানুষকে জনবসতিহীন এলাকায় একা ছেড়ে দেওয়া হয়, সে একটি জন্তুর রাস্তাগুলি বেছে নেয়। যদি সে শিক্ষিত হয়, সে সম্পাদনের চূড়ান্ত উচ্চতাসমূহে পৌঁছাতে পারে। যদি তা শিক্ষকদের কারণে না হতো, সভ্যতা বিরাজ করতো না।

শিক্ষা তিন প্রকারেরঃ বস্তুগত, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক। বস্তুগত শিক্ষা দৈহিক উন্নতি সাধনের বিষয়ে কাজ করে। মানবিক শিক্ষা কার্যকরী হয় সভ্যতার এবং প্রগতির ক্ষেত্রে। এই শিক্ষা সরকারী প্রশাসন, দাতব্য কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কলা, বিজ্ঞান এবং মহান আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কাজ করে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সাহায্য করে স্বর্গীয় পূর্ণতা অর্জন করতে। এটাই প্রকৃত শিক্ষা, এর সাহায্যে মানবসত্ত্বার উচ্চ প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার প্রগতি হয়।

প্রগতির ক্ষেত্রে মানবজাতির এমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, যার পার্থিব, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসেবে পরিষ্কার কর্তৃত্ব আছে। যদি কেউ বলে যে, ''আমি নিখুঁত মেধাসম্পন্ন, এবং ঐ ধরনের কোনো শিক্ষকের আমার প্রয়োজন নেই,'' তাহলে সে একটা বিষয়কে অস্বীকার করবে যা পরিষ্কার এবং প্রমাণিত। এটা একটা বাচ্চা ছেলের কথার মতো হবে, যে বলে, ''শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি আমার বুদ্ধি ও চিন্তা অনুসারে কাজ করবো, এবং নিজে থেকেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হব।''

সর্বকালেই মানবজাতির প্রয়োজন ছিল একজন নির্ভুল শিক্ষকের, যে এর দৈহিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, এর জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও আবিষ্কারের কাজে অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে এর ভিতরে আত্মার প্রকৃত জীবনের নিঃশ্বাস বায়ু সঞ্চার করতে সক্ষম। কোনো সাধারণ মানুষ এই ভয়ানক কাজগুলি করতে পারে না। এই কাজগুলি করার ক্ষমতা কেবলমাত্র ঈশ্বরীয় অবতারদেরই আছে, এরা সকলেই মনোনীত আত্মা যাদের ঈশ্বর বিভিন্ন সময়ে পাঠান মানবতার সর্বজনীন শিক্ষক হিসাবে।

১। তোমাদের গ্রুপে উক্তিটি বার বার পড়ো এবং একে অন্যজনকে এর বিষয়বস্তু ভালোভাবে শিখতে সাহায্য করো। তোমাদের প্রত্যেকে অন্যকে উপস্থাপিত ভাবনাগুলি বিষয়ক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা এবং সাবলীলতায় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার অভ্যাস করে যাওয়া উচিত।

২। এরপর, গ্রুপে আলোচনা করো কিভাবে তোমাদের এখানে সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে শেখা ভাবনাগুলিকে একটি বাক্যালাপে উপস্থাপিত করা যায়। স্পষ্টতই, তোমরা হঠাৎ করে বন্ধুদের বলতে চাইছো যে, শিক্ষা তিন ধরনের। এরপর, তোমাদের জন্য এটি তোমাদের পক্ষে চিন্তা করা উপযোগী হবে আন্তক্রিয়ার ধরণগুলি চিন্তা করা যেখানে উপরের ভাবনাগুলি প্রাসঙ্গিক বলে প্রমাণিত হবে। হয়তো যে বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে তা হলো সমাজের নৈতিক অবক্ষয় অথবা বিশ্বের মঙ্গলকার্যে কিভাবে কাজ করা উচিত। দিব্য বাক্যালাপগুলির বিষয়ে চিন্তা করো, যেখানে তোমরা বন্ধুদের নিয়ে, পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং পরিচিতদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছো। বিষয়গুলির মধ্যে যা তাদের মনগুলিতে রয়েছে আর কিছু কী আছে যা এই উক্তির ভাবনাগুলি ঘিরে তাদের কথাবার্তার উপযোগী হতে পারে?

৩। বাক্যালাপসমূহে বিষয়গুলির ওপর প্রশ্নসমূহ উঠে আসতে পারে, যা তোমরা এইমাত্র অধ্যয়ন করেছো। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে থাকে, শিক্ষকদের মধ্যে কারা রয়েছেন, যাদের নিয়ে তোমরা আলোচনা করছো?''

৪। নীচে বাহাউল্লা'র বাণীগুলি থেকে নেওয়া মনুষ্যসমাজের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতিসমূহ দেওয়া হয়েছে। এর উপরে চিন্তা করো এবং এর মধ্যে অন্তত একটি মুখস্থ করো। এইভাবে, সময়মতো তোমরা বাণীগুলির থেকে উদ্ধৃতিগুলির পূর্ণাঙ্গরূপ তোমাদের কথাবার্তায় তুলে ধরতে পারবে।

''একটি চির প্রগতিশীল সভ্যতাকে অগ্রগতি দানের জন্য সমগ্র মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।''[১]

"মানবের নিকট স্বয়ং প্রকাশিত হওয়ার পিছনে একমেবা দ্বিতীয়ম সত্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইল, তাঁর মহিমা সুউচ্চ হউক, সেই সকল মণি-মুক্তা উদ্‌ঘাটিত করা যাহা তাহাদের প্রকৃত এবং অন্তরতম সত্তার গভীরের খনিতে লুক্কায়িত আছে।"[২]

"মানবের নিকট তাঁহার অবতারদিগকে প্রেরণ করিবার পিছনে ঈশ্বরে দুই প্রকারের উদ্দেশ্য বিদ্যমান। প্রথমটি হইল, অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে মানব সন্তানদিগকে মুক্ত করা এবং প্রকৃত জ্ঞানের আলোর পথে তাহাদিগকে পরিচালিত করা। দ্বিতীয়টি হইল, মানবজাতির শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা যাহাতে তাহা স্থাপিত হইতে পারে।"[৩]

"চিরকাল এবং সর্ব অবস্থাতে মানবকুল একজনের অপেক্ষায় থাকে যে তাহাদিগকে উপদেশ দিবে, তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে, এবং তাহাদিগকে নির্দেশ ও শিক্ষা দান করিবে।"[৪]

পরিচ্ছেদ ৩

নীচের অনুচ্ছেদসমূহ বর্ণনা করে, কিভাবে ঈশ্বর শুধুমাত্র তাঁর মহাপ্রকাশগুলির মাধ্যমে পরিজ্ঞাত হন এবং অন্যদিকে বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে অনুচ্ছেদগুলি তোমাদের সাহায্যকারী হতে পারে।

অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তা করো। এটা কী সম্ভব যে, এটি একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্ট হতে পারতো? অথবা সৃষ্টিকর্তার বাস্তবতা তা দিয়ে কোনোদিন উপলব্ধি করা যেতো যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন? যদি আমরা সমগ্র সৃষ্টি লক্ষ্য করি, আমরা দেখি যে, যা কিছু হীনতর সেটি ওই শক্তি উপলব্ধিতে অক্ষম, যার শক্তি উচ্চতর। সুতরাং পাথর এবং গাছ, যত বেশিই তারা বিবর্তিত হোক, তারা দৃষ্টি এবং শ্রবণের শক্তি কল্পনা করতে পারে না। জীবজন্তু কখনও মনুষ্যজাতির বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে না এবং মানব চেতনার শক্তিগুলি সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। সেই কারণে, কিভাবে আমরা, যারা সৃষ্ট হয়েছি, সৃষ্টিকর্তার বাস্তবতা বুঝতে পারবো?

যদিও আমাদের উপলব্ধি ঈশ্বরের কাছে কখনও পৌঁছাতে পারে না, আমরা তাঁকে জানার থেকে বঞ্চিত নই। বিভিন্ন সময়ে একটি বিশেষ অস্তিত্ব পৃথিবীতে আসে যিনি ঈশ্বরের মহাপ্রকাশ। সকল পূর্ণাঙ্গতা, বদান্যতা দীপ্তি, যা ঈশ্বরের, সেটি এইসব পবিত্র মহাপ্রকাশে দৃশ্যমান হয়, সূর্যের কিরণের মতো, যা স্বচ্ছ আয়নায় দেখা যায়। অর্থাৎ কিনা, আয়না সূর্য প্রতিফলিত করে, এর অর্থ এই নয় যে, সূর্য তার উচ্চতা থেকে নেমে এসেছে এবং আয়নায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেইরকম, ঈশ্বর পবিত্রতার স্বর্গ থেকে অস্তিত্বের সমতলে অবরোহণ করেন না। অর্থ যা দাঁড়ায়, ঈশ্বরের নামসকল এবং নিদর্শনসমূহ এবং উৎকৃষ্টতাসমূহ সম্পর্কে মনুষ্যসমাজ যা কিছু জানে, শেখে এবং বুঝতে পারে, সেটি তাঁর পবিত্র মহাপ্রকাশসমূহে সম্পর্কিত।

১। এই উক্তিটি কয়েকবার তোমাদের গ্রুপের মধ্যে পড়ার পর এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন অন্যজন দ্বারা উপস্থাপন করা প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে, তোমাদের একটি অনায়াস মাত্রা সহকারে ভাবনাগুলি বলার অভ্যাস করা উচিত।

২। এখন তোমাদের গ্রুপে আলোচনা করো কিভাবে যে ভাবনাগুলি এখানে তোমরা শিখেছো সেটি একটি বাক্যালাপে প্রবেশ করতে পারে। এটা সহজেই করা যেতে পারে। যেমন, একটি আলোচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অথবা জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ক কথাবার্তা। আর অন্য কি বিষয়সমূহ এবং প্রশ্নসমূহ আছে, যা তোমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছিলো, যে ধারণাগুলি তোমরা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাও?

৩।　মনে করো যে, বন্ধুদের সঙ্গে একটি আলোচনায়, তোমাদের সবেমাত্র পড়া ধারণাসমূহ উত্থাপন করার সুযোগ এলো। যদি তাদের মধ্যে একজন পরের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে, কিভাবে তার উত্তর দেবেঃ ''তাঁর মহাপ্রকাশগুলির মাধ্যমে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন কোন বিষয়সমূহ আমরা জানতে পারি?''

৪।　তোমরা ইচ্ছা করলে বাহাউল্লা'র বাণীগুলি থেকে নেওয়া একটি বা তার বেশী অংশ পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহ মুখস্থ করতে পারো, যাতে তোমরা এই বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময় উদ্ধৃত করতে পারো।

''তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, সর্ববস্তুর উৎসস্থল, এবং তাঁর নিকটবর্তী হওয়া একান্তই অসম্ভব, যদি না সত্য-সূর্যের নিকট হইতে আগত এই সমস্ত আলোকিত সত্তাদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁদের নিকটবর্তী হওয়া যায়।''[৫]

''অনন্তকাল যাবৎ মহাপ্রকাশের অবতারগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং মুখপাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ঈশ্বরের অতীব চমৎকার উপাধিসমূহের দিবস ঝর্ণা, এবং মহিমান্বিত গুণাবলীর ভজনালয়।''[৬]

''তোমরা আরও নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, এই সকল ঈশ্বরীয় অবতারদের প্রত্যেকের ক্রিয়া-কলাপ, অধিকন্তু, যাহা কিছু তাঁহাদের প্রতি প্রদান করা হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু তাঁহারা প্রকাশিত করিবেন, তাহার সমস্ত কিছুই ঈশ্বর কর্তৃক নির্দেশিত, এবং তাঁহার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের এক প্রতিফলন।''[৭]

পরিচ্ছেদ ৪

ধর্মের একত্ব, বিষয়টি প্রচুর মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এবং নীচের ধারণাগুলি অসংখ্য ঘটনাসমূহে তোমাদের সাহায্য করবে।

আমরা অবশ্যই আলোর শ্রেণীসমূহ, সেটি যে কোনও উৎস থেকে আসুক না কেন। আমরা অবশ্যই গোলাপের অনুরাগীবৃন্দ যে বাগানেই সেটি ফুটুক না কেন। একটি বাতির প্রতি আসক্তি আমাদের আলোর প্রশংসা করতে বাধা দেয়, যখন তা অন্য কিছুতে দীপ্ত হয়। সত্যের অনুসন্ধানে, আমাদের অবশ্যই আবিষ্ট হওয়া ধারণাগুলি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে এবং পূর্বসংস্কারগুলি ছেড়ে দিতে হবে। যদি আমাদের পেয়ালা অহং-এ পূর্ণ হয়, এর মধ্যে জীবনদায়ী জলের কোনও জায়গা নেই।

ধর্ম পৃথিবীর আলো। এটি আমাদের পদক্ষেপগুলিতে পথ দেখায় এবং অন্তহীন সুখের দরজা খুলে দেয়। যখন আমরা সকল ধর্মগুলির শিক্ষাগুলি অনুসন্ধান করি, যা হঠবাদী বিশ্বাসগুলির নিষেধাজ্ঞা এবং অন্ধ-অনুকরণমুক্ত, সেখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, সেটি একই ভিতের উপর অবস্থান করে। তারা সকলেই ঈশ্বরের জ্ঞান প্রকট করে। তারা বিশ্বের মানবতার অগ্রগমন অনুসন্ধান করে।

অবশ্যই, সেখানে, সামাজিক বিধিসমূহ এবং নিয়ন্ত্রণসমূহের মধ্যে পার্থক্যসমূহ রয়েছে, যা প্রতিটি ধর্ম সময় এবং স্থানের প্রয়োজনগুলি অনুযায়ী বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু এর অন্তর্বস্তুতে সকল ধর্মগুলি এক। তারা বিশ্বাস, জ্ঞান, দৃঢ়বিশ্বাস, ন্যায়, ঈশ্বরভক্তি, উচ্চমনা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং দানশীলতা পরিশীলন করে। তারা পবিত্রতা, নির্লিপ্ততা, বিনম্রতা, সংযম, ধৈর্য্য এবং সামঞ্জস্য শিক্ষা দেয়। এইসব মানব নৈতিক উৎকর্ষতাগুলি সকল ন্যায়বিধানগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়।

এটি দুর্ভাগ্যজনক যে, পূর্ব-সংস্কার এবং অন্ধ অনুকরণের কারণে, অনেকে ধর্মের একত্বের ভিত্তিস্বরূপ বিষয় দেখতে সক্ষম হয় না। মনুষ্যজাতির প্রতি ঈশ্বরের সাহায্য হলো সত্যতা, এবং সত্যতার কোনও বিভাজন নেই, এটা এক। যদি আমরা পূর্বকল্পিত ধারণা বাতিল করে সত্যকে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করি, আমাদের সন্ধান একতামুখী হবে। ধর্ম আমাদের ঐক্যবদ্ধ করবে, এটি অবশ্যই মানুষের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনগুলি স্থাপন করবে। যদি এটি শত্রুতা এবং বিবাদের কারণ হয়, এর অনুপস্থিতি অনুমোদনযোগ্য।

১। বিগত পরিচ্ছেদের মতো, গ্রুপের মধ্যে তোমাদের এই উক্তিটি কয়েকবার পড়া উচিত, ধারণাগুলি সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি একে অপরকে জিজ্ঞাসা করো, এবং ভালোভাবে প্রকাশ করা অভ্যাস করো।

২। নিজেদের গ্রুপে চিন্তা করো, কিভাবে তোমাদের পড়া ধারণাগুলি তোমার বাক্যালাপে পরিণত করতে, যেমন ধর্মীয় বিবাদ বিষয়ক, যা মানুষের মনে প্রায়ই উঠে আসে। কিন্তু তোমরা হয়তো নিজেদের সেই বন্ধুদের মধ্যে খুঁজে পেতে, যারা সত্যের অনুসন্ধানের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনারত এবং প্রচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আবার পিছিয়ে গিয়ে তোমাদের এখনকার কথাবার্তাগুলি নিয়ে বন্ধুদের, সহকর্মীদের এবং পরিচিতদের সঙ্গে মনে করার চেষ্টা করো। তাদের মনগুলিতে অন্যান্য কোন বিষয়গুলি আছে, যা সেইসব ধারণাগুলি ঘিরে আলোচনায় সুফল লাভ করা যাবে?

৩। যদি বাক্যালাপে উপরের ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার পর কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে ''সকল ধর্মসমূহে পরিচিত কিছু সত্যসমূহগুলি কি কি?'' কিভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেবে?

৪। পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা বাহাউল্লা'র বাণীসমূহ থেকে নীচের অনুচ্ছেদসমূহের একটি বা দুটি মুখস্থ করোঃ

''এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর যেখানকার মানুষই হউক না কেন, যে ধর্মের বা জাতিরই হউক না কেন, তাহারা সকলেই একই স্বর্গীয় উৎস হইতে তাহাদের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, এবং তাহারা সকলে একই ঈশ্বরের।''[৮]

''বন্ধুত্ব ও সৌহার্দের চেতনা সহযোগে সর্ব ধর্মের অনুগামীদের সহিত মেলামেশা কর।''[৯]

“ঈশ্বরের বিশ্বাস ও তাঁর ধর্মকে যে মৌলিক উদ্দেশ্য প্রাণবন্ত রাখিয়াছে তাহা হইল মানবজাতির স্বার্থকে সংরক্ষিত রাখা এবং ইহার ঐক্য বর্ধিত করা...।”[১০]

“ঈশ্বরের ধর্ম প্রেম ও ঐক্যের জন্য; ইহাকে শত্রুতা ও বিভেদের কারণে পর্যবসিত করিও না।”[১১]

পরিচ্ছেদ ৫

বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়টি তোমাদের অধ্যয়ন করতে বলা হচ্ছে।

ধর্ম অবশ্যই বিজ্ঞানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। ঈশ্বর আমাদের যুক্তির ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি কোনটা সত্য। যুক্তির মানগুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে বিজ্ঞান এবং ধর্ম সক্ষম বলে আশা করা যায়। সুতরাং তাদের একে অপরের মধ্যে বোঝাপড়া থাকতে হবে। এরা হলো দুটি ডানাসমূহ যার উপরে দাঁড়িয়ে মনুষ্য বুদ্ধিসত্তা অনেক উচ্চতাসমূহে উড্ডীন হতে পারে, যে দুটি ডানা যা দিয়ে মানবতা উড়তে পারে। একটি ডানা উড়ার জন্য পর্যাপ্ত নয়।

বিজ্ঞান হলো ঈশ্বরের প্রদান। এটি জড় পৃথিবীর বিধিগুলি আবিষ্কার করে এবং আমাদের উপর প্রকৃতির প্রদান করা অক্ষমতাগুলি জয় করতে সমর্থ করে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলির সহায়তায়, আমরা খালি চোখে অদৃশ্য বস্তুগুলি দেখতে পাই এবং মুহূর্তের মধ্যে বিশাল দূরত্ব জুড়ে যোগাযোগ করা সম্ভব করে। বিজ্ঞান বর্তমান এবং অতীতকে একত্রিত করে এবং ভবিষ্যতের রহস্যগুলি ভেদ করে। একটি জনসংখ্যার অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক তথ্য লাভের উপর নির্ভর করে।

ঈশ্বরের ধর্ম সত্যের, জ্ঞানের, এবং মানব জাতির সভ্যতাদানকারী। ধর্ম ছাড়া, বিজ্ঞান জড়বাদকে এগিয়ে দেওয়ার একটি হাতিয়ার, পরিণতিতে হতাশা নিয়ে আসে। যখন ধর্ম বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, এটি তখন কুসংস্কারে পরিণত হয়। যদি ধর্ম এবং বিজ্ঞান সংগতি রক্ষা করে একসঙ্গে চলে, ঘৃণা এবং তিক্ততা যা এখন মানবতায় দুর্দশা নিয়ে আসছে, তার অবসান হবে।

১। প্রত্যেকবারের মতো, তোমাদের গ্রুপে উক্তিটি বারবার পড়, অনুচ্ছেদ ধরে ধরে, এবং একে অপরকে প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করো, যতক্ষণ না বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে ভালোভাবে না শিখছো।

২। কেউ যদি পরের কথাটি যেমন, “ধর্ম অতীতের একটি বস্তু; বিজ্ঞান মানুষের সব সমস্যাগুলির সমাধান করবে”, কিভাবে কারোর প্রতি এতে সাড়া দেবে।” তোমাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করা যে ধর্ম কুসংস্কারের মতো নয়, যদি বিজ্ঞানবাদ দিয়ে এটা হয়, এবং ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান জড়বাদের কারণে তৈরি হওয়া দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়, সেটা কি সাহায্যকারী হবে? কিভাবে এটি হয়, তার উদাহরণ দিতে পারবে কি?

৩। পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা বাহাউল্লা'র বাণীগুলি থেকে নেওয়া নীচের অনুচ্ছেদগুলির একটি বা তার বেশি মুখস্থ করা চেষ্টা করো।

"এইসব অনুগ্রহসমূহের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ, যা সর্বশক্তিমান মানুষকে প্রদান করেছেন, তা হলো উপলব্ধির ক্ষমতা... এই ক্ষমতা মানুষকে সকল বস্তুর সত্যতা বোঝার ক্ষমতা দেয়, তাকে সঠিত পথ দেখায়, এবং সৃষ্টির রহস্যগুলি আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।"[১২]

"পৃথিবীর দিকে তাকাও এবং কিছুক্ষণ এর প্রণিধান করো। এটি নিজে থেকেই তোমাদের চোখের সামনে নিজের তত্ত্ব উন্মোচন করে এবং প্রকাশ করে, যা তোমার প্রভুর কলম, রূপকার, সর্বজ্ঞাত, তারমধ্যে খোদাই করেছেন।"[১৩]

"জ্ঞান হলো মানুষের জীবনে ডানাগুলির, এবং তার আরোহণের জন্য একটি সিঁড়ির মতো। এর অর্জন সকলের অবশ্যপালনীয়।"[১৪]

পরিচ্ছেদ ৬

মানবজাতির একত্ব একটি বিষয়, যা আজ সর্বত্র জনগণের হৃদয়সমূহে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং অনেকে নীচের ধারণাগুলি আলোচনা করতে তোমাদের স্বাগত জানাবে।

একটি বাগান, যেখানে নয়নাভিরাম বিভিন্ন রঙের এবং গন্ধের ফুলগুলি পাশাপাশি বড় হয়। এবং যদিও অন্যরকম, প্রতিটি ফুল একই বৃষ্টিতে সতেজ হয় এবং এক সূর্যের তাপ লাভ করে। এটি মানবজাতির জন্যও সত্য। অনেক জাতি এবং বর্ণে তারা গঠিত। পরন্তু একই ঈশ্বর থেকে সকলে আসে, এবং সকলের এক উৎস। মানব পরিবারে বিভিন্নতা ঐক্যের উৎস, সঙ্গীতের মতো, যেখানে বিভিন্ন স্বর একসঙ্গে মিশে একটি নিখুঁত সুরসংগতি তৈরি করে।

অস্তিত্বের জন্য একতা প্রয়োজনীয়। ভালবাসা হলো জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পার্থিব জগতে, সকল জিনিষের উপকরণগুলি আকর্ষণের সূত্রে বাধা। আকর্ষণের সূত্র একটি সুন্দর ফুলের আকারে নির্দিষ্ট উপকরণগুলি একজায়গায় আনে। কিন্তু যখন সেই আকর্ষণ কেড়ে নেওয়া হয়, ফুলটিতে পচন ধরে এবং মরে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। আকর্ষণ, সংগতি এবং একতা হলো শক্তিসমূহ, যা মানবজাতিকে একসঙ্গে ধরে রাখে।

বিশ্বের সকল মানুষের একীভূতকরণে বাহাউল্লা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। আমাদের সকল প্রকার চেষ্টা করতে হবে তাদের এই একতার বৃত্তে নিয়ে আসার। যখন আমরা জাতির, জাতিসত্তার, ধর্মের, মতবাদের থেকে আলাদা মানুষদের মুখোমুখি হই, আমাদের এইসব পার্থক্যগুলিকে আমাদের মধ্যে বাধা হতে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের তাদের সম্বন্ধে মানবজাতির সুন্দর উদ্যানে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন রঙের গোলাপসমূহ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে থেকে আনন্দলাভ করতে হবে।

১। উপরের উক্তিটি পড়ার পর, যা তোমরা আগে করেছো, তোমাদের চারদিকে উঠে আসা অনেকরকম কথোপকথনগুলি নিয়ে চিন্তা করো। মানুষের মনগুলিতে কোন বিষয়গুলি রয়েছে, যা তাদের সঙ্গে এই ধারণাগুলি তোমাদের পক্ষে ভাগ করে নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে?

২। মনুষ্যজাতির একত্বের উপর একটি আলোচনা একজনের নিজের সমাজের একতার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি বাক্যালাপের পথ করে দেয়। কিভাবে আমরা প্রত্যেকে এতে একটি ধারণা সামনে আনতে পারি, এবিষয়ে তোমরা কিছু বলতে পারো কী?

৩। তোমরা ইচ্ছা করলে নীচের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে একটি বা তার বেশি মুখস্থ করতে পারো, যাতে তোমরা কথা বলার সময় তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে বিষয়টি উত্থাপন করতে পারো।

"একতার মন্দির স্থাপিত হইয়াছে; তোমরা একে অপরকে বিদেশী মনে করিও না। তোমরা সকলে একই ***বৃক্ষের ফল এবং একই শাখার পত্রাবলী।"***[১৫]

"একতার আলোক এতটাই শক্তিশালী যে, ইহা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিতে পারে।"[১৬]

"তোমাদের মুখমণ্ডলগুলি ঐক্যের প্রতি স্থাপন কর, এবং ইহার আলোকদীপ্তিকে তোমাদের উপর বিকিরিত হইতে দাও। তোমরা সকলে একযোগে একত্রিত হও, এবং ঈশ্বরের নামে সেই সকলকে সমূলে উপড়াইয়া ফেলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যাহা কিছু তোমাদের মধ্যে বিভেদের উৎস।"[১৭]

"মানবের উপযুক্ত হইবে সেই সকলের প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন থাকা যাহা কিছু বন্ধুত্ব, দয়ালুতা এবং ঐক্যকে বর্ধিত করিবে।"[১৮]

পরিচ্ছেদ ৭

নীচের উক্তি তোমাদের ন্যায়ের বিষয়ের উপর আলোচনা করতে সাহায্য করবে, যা বেশিরভাগ মানুষের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের একটি বিষয়।

মানব অস্তিত্বে ব্যক্তিদের মধ্যে সামর্থ্যের পার্থক্য মূলগত। সুতরাং, সব দিক থেকে সকল মানুষের পক্ষে সমান হওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও, সামগ্রিকভাবে মানব বিষয়গুলি ন্যায়ের মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। ন্যায় অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, এবং সকল ব্যক্তির অধিকারসমূহ অবশ্যই সুরক্ষিত হতে হবে।

ন্যায় সীমিত নয়, এটি একটি সর্বজনীন গুণমান। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রসমূহে এটি অবশ্যই ক্রিয়াশীল হবে। সমাজের প্রতিটি এবং সকল সদস্য সভ্যতার সুফলগুলি ভোগ করবে, কারণ আমরা সবাই মানবতার কাঠামোতে বিরাজ করি। যদি এই কাঠামোর একজন সদস্য উৎকণ্ঠা এবং দুর্দশায় পতিত হয়, অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দ কষ্ট ভোগ করে। কেন একজন ক্লিষ্ট হবে এবং অন্যরা স্বস্তিতে থাকবে? আজকের সমাজ প্রয়োজনীয় পারস্পরিকতা এবং সুষমতা অভাববোধ করে; এটি ভালোভাবে সুবিন্যস্ত নয়। আইনসমূহ এবং মূলনীতিগুলির প্রয়োজন আছে, যা সমগ্র মানব পরিবারের মঙ্গল এবং সুখ নিশ্চিন্ত করবে।

ন্যায় পুরস্কার এবং শাস্তির স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত। দিব্য পুরস্কারের প্রতি ভয়হীন এবং আস্থাহীন সেইসবেদের দ্বারা শাসিত সরকারগুলি অন্যায় বিধিগুলি কার্য্যাকরী করবে। পুরস্কারের জন্য আশা এবং শাস্তির ভয় উভয়ই প্রয়োজনীয় যদি অত্যাচার রোধ করতে হয়। আইনসমূহের বিধায়ক এবং প্রশাসকবৃন্দকে তাদের সিদ্ধান্তগুলির অবশ্যই আধ্যাত্মিক পরিণামসমূহ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। শাসকবৃন্দ, যারা বিশ্বাস করে যে, এই পার্থিব জীবনের বাইরে তাদের কার্যসমূহের পরিণামগুলি তাদের অনুসরণ করবে এবং যারা জানে যে, তাদের সিদ্ধান্তগুলি দিব্য ন্যায়ের তুলাদণ্ডে মাপা হবে, তারা নিশ্চিতভাবে নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার এড়িয়ে যাবে।

১। একবার তোমরা উপরের ধারণাগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে শেখার পর, চিন্তা করে দেখো উক্তিটি থেকে পাওয়া অন্তর্দৃষ্টিসমূহ তোমাদের কথাবার্তার কোন বিষয়গুলি সুফল প্রদান করবে।

২। যে বিশ্বাস করে অন্যায় কোনোদিন শেষ হবে না, এইরকম কারোর কথায় তোমরা কিরকম উত্তর দেবে?

৩। বাহাউল্লা'র বাণীগুলি থেকে নেওয়া ন্যায় সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতিসমূহ নীচে দেওয়া হয়েছে, যা মুখস্থ করতে তোমাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

"ন্যায়বিচারই মানবের আলোক। অবিচার ও অত্যাচারের বিপরীত বায়ু দ্বারা ইহাকে নির্বাপিত করিও না। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য হইল মানবের ভিতর ঐক্যের আবির্ভাব ঘটানো।"[১৯]

"ন্যায়বিচারের সহিত কোনো দীপ্তিই তুলনীয় নহে। পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবজাতির শান্তি ইহার উপর নির্ভরশীল।[২০]

"যাহা পৃথিবীকে প্রশিক্ষিত করে তাহা হইল ন্যায়বিচার, কারণ ইহা পুরস্কার এবং শাস্তি স্তম্ভদ্বয়ের দ্বারা সমর্থিত। এই স্তম্ভদ্বয় পৃথিবীর নিকট জীবনের উৎসস্বরূপ।"[২১]

পরিচ্ছেদ ৮

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান প্রতিটি চলে যাওয়া দিনে প্রশস্ত হয়, এবং নীচের উক্তি এর উপরে এবং এর সম্পর্কিত বিষয়সমূহে বাক্যালাপে তোমাদের সাহায্য করবে।

আজকে, পারস্পরিকতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কগুলির অভাবে, সমাজের কিছু সদস্যবৃন্দ সুখী, ব্যাপক স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসে বসবাস করছে, সেই একই সময়ে অন্যান্যরা খাদ্য এবং আশ্রয়প্রার্থী। কেউ মস্ত ধনী, অন্যান্যরা চূড়ান্ত দারিদ্র্যে জীবন নির্বাহ করছে।

সমাজের বিধিগুলি অবশ্যই এমনভাবে প্রণয়ন এবং স্থাপন করতে হবে যে, অপরিমিত সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং অন্যদের সর্বস্বান্ত হওয়া সম্ভবপর হবে না। এর অর্থ এই নয় যে, সকলে অবশ্য সমকক্ষ হবে, কারণ পর্যায় এবং সামর্থ্য সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত। কিন্তু দুঃখজনক সম্পদের অতিপ্রাচুর্য যা নীতিভ্রষ্ট দারিদ্র্য উচ্ছেদ করা যায়। ভাগ্য ভোগদখল করা একজন পুঁজিপতির যদি অধিকার হয়, অন্যদিকে সেটি সমানভাবে সঠিক যে খেটে খাওয়া মানুষের বাঁচার জন্য একটি পর্যাপ্ত উপায় থাকা উচিত। যখন আমরা চূড়ান্ত দারিদ্র্য দেখি, কোনোভাবে সেখানে আমরা উৎপীড়ন দেখতে পাবো।

বিষয়টির মর্মার্থ হলো যে, দিব্য ন্যায় যেন অবশ্যই মানব অবস্থাসমূহে প্রতীয়মান হয়। সমগ্র আর্থিক অবস্থার মৌলিকতাসমূহ হলো প্রকৃতিতে এক দিব্য হৃদয়ের এবং চেতনার সহযোগে। ধনীকে অবশ্যই তার প্রাচুর্যের ভাগ দিতে হবে, তাদের অন্তরগুলি নমনীয় করতে হবে এবং একটি সহানুভূতির বুদ্ধিমত্তা লালন করতে হবে।

হৃদয়গুলিকে অবশ্যই একত্রে সংযুক্ত করতে হবে, ভালোবাসা অবশ্যই এতো বিশিষ্ট হবে যে, সম্পদশালী অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আর্থিক মীমাংসাসমূহ স্থায়ীভাবে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবে। তারা নিজেরাই অবশ্যই উপলব্ধি করবে যে, এটি না সঠিক, না আইনসম্মত, যে বিরাট সম্পদ তারা ভোগ করবে, অন্যদিকে সমাজে শোচনীয় দারিদ্র্য বিরাজ করছে। এইভাবে, তারা স্বেচ্ছায় সম্পদের অংশ দিয়ে দেবে, সেই সময় স্বাচ্ছন্দে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন নিজেরা ধরে রাখবে।

১। উক্তিটি আগাগোড়া পড়ো এবং নিজেদের গ্রুপে স্বভাবসিদ্ধভাবে পরীক্ষা করো। অনেক বিষয়সমূহ মানুষদের মধ্যে আছে, যা সম্পদ এবং দারিদ্রতা সম্পর্কিত—কয়েকটির মধ্যে যেমন চাকরি, বেতন, গৃহ। তোমরা কী অন্যান্য বিষয়গুলির কথা চিন্তা করতে পাবো যার আলোচনা উক্তিতে থাকা ভাবনাগুলিতে তোমাদের সাহায্য করবে?

২। যে তোমাদের উপরের ধারণাগুলি উল্লেখ করতে শুনেছে তাদের নীচের প্রশ্নগুলির বিষয়ে তোমরা কি উত্তর দেবেঃ ''তোমরা কি বলছো যে, ধনীরা উপলব্ধি করবে এবং কঠোর কর ব্যবস্থাবিধিগুলি সমর্থন করবে, এবং তারা স্বেচ্ছায় যা দেওয়া উচিত তা দিয়ে দেবে? কিভাবে তোমরা ভাবছো যে, এটা সম্ভবপর?"

৩। পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী থেকে নেওয়া এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে একটি বা দুটি তোমরা মুখস্থ করোঃ

''...তোমরা অবশ্যই সুন্দর ও আশ্চর্য ফল উৎপাদন করিবে, যাহাতে তাহা হইতে তোমরা নিজেরা এবং অন্যান্যরা লাভবান হইতে পার। এইরূপে প্রত্যেকেরই হস্তশিল্প ও পেশাতে নিযুক্ত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, কারণ সম্পদের রহস্য তাহার ভিতরই নিহিত। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ!"[২২]

''যদি তোমাদের চোখগুলি অনুকম্পামুখী করা হয়, তখন সেই জিনিষগুলি পরিত্যাগ করো যা তোমাদের সুফল দেয় এবং তাতে দৃঢ়সংলগ্ন হও, যা মানবজাতিকে উপকার করবে। এবং যদি তোমাদের চোখগুলি ন্যায়মুখী করো, তোমাদের প্রতিবেশীর জন্য আনন্দ কর, যা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ করেছো।"[২৩]

''সে আশীর্বাদিত, যে নিজের থেকে তার ভাইকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।"[২৪]

''কোনো সুন্দর কাজ হারিয়ে যায় নি অথবা যাবে না। কারণ সদিচ্ছাপূর্ণ কাজগুলি হলো ঈশ্বরের কাছে সঞ্চিত মণিমাণিক্যসমূহ যারা কাজ করে তাদের উপকারের জন্য।"[২৫]

''... সংযমতার দায়বদ্ধতা অতিক্রম না করার প্রতি কর্ণপাত করো, এবং অমিতব্যয়ীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ো না।"[২৬]

পরিচ্ছেদ ৯

নীচে কিছু ধারণাসমূহ আছে যা পূর্বসংস্কারের বিষয়ের উপর আলোচনাসমূহে অংশ নিতে তোমাদের সাহায্য করবে।

পূর্বসংস্কার সকল আকারসমূহে—ধর্মীয়, জাতিগত, লিঙ্গ, জাতিসংক্রান্ত, আর্থিক—মানবতার সৌধ ধ্বংস করে এবং ঈশ্বরের আদেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে। হাজার হাজার বছর ধরে মনুষ্যজাতি যুদ্ধে কষ্টভোগ করেছে এবং এইসব পূর্বসংস্কারের কারণে রক্তপাত একের পর এক উদ্গত হয়েছে। যতদিন এসব থাকবে, মনুষ্যজাতির কোনো বিশ্রাম হবে না।

ঈশ্বর তাঁর অবতারদের নির্গত করেছেন ভালোবাসা এবং একতার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। সকল স্বর্গীয় বইগুলি ভালোবাসার লিখিত শব্দ। যদি তা বিচ্ছেদের কারণ প্রমাণ হয়, তাহলে তা নিস্ফল। সেইকারণে, ধর্মীয় পূর্ব-সংস্কার বিশেষভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আদেশের পরিপন্থী।

জাতীয় পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্থনের অযোগ্য। পৃথিবী একটি জমি, একটি দেশ। রেখাসমূহ এবং সীমানাসমূহ, যা রাষ্ট্রকে আলাদা করে, সেটি কাল্পনিক; ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়নি। মানুষ একটি নদীকে দুটি দেশের সীমানা বলে ঘোষণা করে, দুদিকের একটি নাম দেয়, যেখানে নদী উভয়ের জন্যই তৈরি হয়েছিলো এবং সেটি হলো একটি প্রাকৃতিক ধমনী। একটি কল্পনা এবং অজ্ঞতা নয়, যা মানুষকে জীবনের বদন্যতাসমূহকে যুদ্ধ এবং ধ্বংসের কারণ তৈরি করতে বাধ্য করেনি কী?

জাতিগত পূর্বসংস্কার কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু নয়। একজন মানুষের চামড়ার রং নিছক আগাগোড়া তার আবহাওয়া এবং পরিবেশের প্রতি পূর্বপুরুষদের রূপান্তরসমূহের ফল। চরিত্র হলো মানুষের প্রকৃত মানদণ্ড। উৎকৃষ্টতা জাতি এবং রঙের উপর নির্ভর করে না। বিশ্বস্ততা, হৃদয়ের পবিত্রতা, ভালো ক্রিয়াকলাপসমূহ এবং প্রশংসনীয় কথাবার্তা, যা হলো ঈশ্বরের চৌকাঠে গ্রহণীয়।

দীর্ঘতম সময়ব্যাপী, মহিলাদের পুরুষদের অধস্তন করে রাখা হয়েছে এবং অনুপযোগী করা হয়েছে। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ভেদাভেদ একটি পার্থিব জগতের প্রয়োজনীয়; চেতনার জগতে তারা সমান। ঈশ্বরের বিচারে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সমগ্র মনুষ্যসমাজ তাঁর দ্বারা ক্ষমতাসমৃদ্ধ মেধা এবং বোধশক্তি সহকারে। সকলের সদ্‌গুণাবলী আয়ত্ত করার সামর্থ্য আছে। আজ কোনও পরিস্থিতি নেই, যেখানে একজন ব্যক্তির লিঙ্গ বৈষম্যসূচকের প্রয়োগের জন্য ক্ষেত্রসমূহের ব্যবস্থা করে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের কথাসমূহ অনুযায়ী, ঈশ্বর বলেছেন, ''আমাদের সদৃশ্যতা অনুযায়ী, মানুষকে আমাদের প্রতিচ্ছবি করা যাক"। তাছাড়া এটি স্পষ্টরূপে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ দিব্য গুণাবলী মানব বাস্তবতায় প্রতিফলিত এবং উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এটি সমগ্র মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে সত্য। এটা চূড়ান্তরূপে দাবী করা কতটা অসর্থনযোগ্য যে, শুধু একটি রংয়ের, জাতিভুক্ত তথা নাগরিকতাভুক্ত সেই মানুষসমূহ ঈশ্বরের সদৃশ্যতাতে সৃষ্ট হয়েছে। এটা সূচীত করা কতটা অর্থহীন যে, কেবল সম্পদশালী তাঁর প্রতিচ্ছবিতে তৈরি হয়েছে অথবা ঈশ্বরের প্রতি নৈকট্যের জন্য একটি মানদণ্ড চিন্তা করা হলো সমাজে একটি উচ্চ মর্যাদার বিষয়। মনুষ্যজাতি পূর্ব-সংস্কারের বর্জন করার মধ্য দিয়ে না গেলে এবং বিধাতার রাজ্যের নৈতিক আদর্শসমূহ অর্জন করতে না পারলে দীপ্তি অর্জন করতে পারে না।

১। এই বিবরণটি আগেকার মতো অধ্যয়ন করো এবং এরপর কিছু চ্যালেঞ্জসমূহের কথা চিন্তা করো যা তোমাদের বন্ধুরা এবং প্রতিবেশীবৃন্দ আলোচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা পূর্বসংস্কারের দূর করার দাবী রাখে।

২। যদি কেউ, যে তোমাদের উপরের ধারণাগুলি অন্যদের বলতে শুনেছে, তার প্রশ্নের উত্তরে তোমরা কি বলবে? আমরা কি পূর্বসংস্কার নিয়ে থাকবো এবং এবিষয়ে কিছু জানবো না?

৩। তোমাদের আলোচনায় এইসব ধারণাসমূহের উপর বাহাউল্লা'র রচনাবলী থেকে নেওয়া নিচের উদ্ধৃতিগুলির একটি অথবা অন্যটি অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূল পরিবেশ লাভ করতে পারো।

''পৃথিবী একটি দেশ; এবং মানবজাতি ইহার নাগরিক।''[২৭]

''পৃথিবীর সকল চারাগাছসমূহ একটি গাছ থেকে এবং সকল ফোঁটা এক মহাসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং সকল সত্তাসমূহ তাদের অস্তিত্ব এক মহাঅস্তিত্বের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।''[২৮]

''সে প্রকৃতই একজন মানুষ যে, আজ, সমগ্র মানবজাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে।''[২৯]

''একটি সৎচরিত্রের আলো সূর্যের আলো এবং তার দীপ্তিকে অতিক্রম করে যায়।''[৩০]

''মানুষের বৈশিষ্ট্য তার অলঙ্কারসমূহ অথবা সম্পদে অবস্থান করে না, বরং তার সদ্‌গুণাবলীর আচরণ এবং প্রকৃত উললব্ধিতে অবস্থান করে।''[৩১]

''ঈশ্বর যেনো সকল অবস্থাসমূহে কুসংস্কারের বিগ্রহসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে এবং মানুষ সকলের কল্পনাসমূহের অবগুণ্ঠন বিদীর্ণ করতে তোমাকে উদারভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার অনুমোদন প্রদান করেন।''[৩২]

''সমগ্র মানবের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অমনোযোগী যে অনর্থক বিবাদ করে এবং তার ভ্রাতার উপর নিজেকে উপস্থাপিত করিতে চায়।''[৩৩]

পরিচ্ছেদ ১০

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সময়, তোমরা বারবার পুরুষ এবং নারীদের সমতা বিষয়ে নীচের বিবরণে দেওয়া ধারণাগুলিতে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেঃ

ভৌত সূর্য, এর আলো এবং তাপের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর বাস্তবতা উদ্‌ঘাটন করে। গাছের আড়ালে থাকা ফলগুলি শাখাগুলিতে দৃশ্যমান হয় সূর্যের শক্তিতে। সেইরকম, সত্যের সূর্য, আধ্যাত্মিক আকাশে উজ্জ্বল দীপ্তিতে, আলোতে বাস্তবতাগুলি নিয়ে আসে, যা আগে দৃশ্যমান হয়নি। এই কারণে, এই যুগে, পুরুষ এবং নারীর সমতার মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি এখন একটি প্রতিপাদিত ঘটনা।

বাহাউল্লা স্পষ্টতম ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। অসমতার শর্ত যা যুগ যুগ ধরে চলছিলো, সেটি। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের ফল নয়; সহজভাবে, যে নারীদের তাদের সকল সম্ভাবনাগুলির উন্নয়নে একইপ্রকার সুযোগগুলি দেওয়া হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে পূর্বসংস্কার থাকা সত্ত্বেও, যতটুকুই হোক না কেন, ইতিহাস অগণিত নারীদের লিপিবদ্ধ করেছে, যারা সর্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যসমূহ অর্জন করেছিলেন।

এরকম একজন নারী ছিলেন, পার্সিয়ান কবি, তাহিরি তিনি একটি দেশে ১৮০০ শতাব্দীর শুরুর দিকে জন্মেছিলেন যেখানে মহিলারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের অধস্তন ছিলো। ঈশ্বরের নতুন উদ্ঘাটনের সত্যতা গ্রহণ করার তিনি ছিলেন প্রথম নারী। যখন তিনি একটি নতুন দিনের উদয় প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন যে, পুরুষ এবং নারীর সমতার বাস্তবতার সময় এসেছে। তিনি তার প্রাণশক্তি এই সত্য প্রচার করতে উৎসর্গ করেছিলেন। তার বাগ্মীতা এবং জ্ঞান তার সময়ের অত্যন্ত শিক্ষিতদের হতবাক করেছিলো। যদি একজন অত্যাচারী রাজার এবং একজন অজ্ঞ এবং দাম্ভিক যাজকের সকল ক্ষমতাসমূহ তার বিরুদ্ধে ছিলো, এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সত্যকে বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। এবং অবশেষে, তিনি তার জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন, যাকে তিনি এতো দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

এতে বিশ্বাস করা, যা ঈশ্বর ইচ্ছা করেছেন, তা হলো অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার। আজকে শিক্ষিত হতে এবং সমতার একটি মর্যাদা অধিকার করতে পুরুষদের সঙ্গে প্রচেষ্টার সর্বক্ষেত্রসমূহে মহিলাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া উচিত। যতদিন পুরুষ এবং নারীর সমতা এই বিশ্বে এবং আধ্যাত্মিক জগতেও একটি বাস্তবরূপ ধারণ না করবে, মনুষ্যজাতির প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

১। সবসময়ের মতো, তোমাদের গ্রুপে তোমরা এই বিবরণটি পড়বে এবং ধারণাগুলি বলে অভ্যাস করবে। তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে ইদানীং আলোচিত হওয়া এমন কিছু আছে কি যা এর প্রদান করা অন্তর্দৃষ্টিসমূহ থেকে সুফল প্রদান করতো? আলোচিত বিষয়গুলি কি ছিলো?

২। আজকের সমাজে অবস্থান করা কিছু বিশ্বাসসমূহ এবং দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ কি কি, যার পরিবর্তন করতে হবে, যদি মহিলাদের পুরুষদের সঙ্গে সমতার সকল প্রচেষ্টার ক্ষেত্রগুলি অধিকার করতে হয়?

৩। নীচে বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিসমূহ আছে, যা ইচ্ছা করলে তোমরা মুখস্থ করতে পারো।

"ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নারীজাতি পূর্বেও সমান ছিল এবং চিরদিনই থাকবে।"[৩৪]

"তোমরা কি জান যে কেন আমরা তোমাদের সকলকে একই ধূলা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি? যাহাতে কোন কেউ নিজেকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে না পারে।"[৩৫]

"বর্তমান যুগে স্বর্গীয় আশীর্বাদের হস্ত সর্বপ্রকার পার্থক্যকে সরাইয়া দিয়াছে। ঈশ্বরের সেবকরা এবং তাহার সেবিকারা জ্ঞানের স্তরে সমানভাবেই বিবেচিত হয়।"[৩৬]

পরিচ্ছেদ ১১

শেষ বিবরণ, যা তোমাদের অধ্যয়ন করতে বলা হয়েছে, তা হলো সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়েঃ

শিক্ষার উন্নয়ন আমাদের সময়ের একটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। কোনও দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না, তার মূল ভাবনা শিক্ষা কেন্দ্রিক না হওয়া পর্যন্ত। একটি জনসংখ্যার অবনতির প্রধান কারণ হলো জ্ঞানের প্রতি অধিগম্যতা না থাকা।

শিক্ষা অবশ্যই শিশুবয়স থেকে শুরু হবে। বাবা এবং মা-এর কর্তব্য হলো তাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা, তাদের চরিত্রগুলি আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিধিগুলি অনুযায়ী পরিমার্জিত করা এবং নিশ্চিত করা যে, তারা যেন কলা এবং বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত হয়। মায়েরা মনুষ্যজাতির প্রথম শিক্ষকসমূহ; তারা তাদের শিশুদের জ্ঞানের মর্মস্থলে লালন করে। সকল শিশুকে অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে, এটি অবহেলা করার বিষয় নয়। যদি বাবা-মায়েরা প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে পারে, তাদের অবশ্যই তা করা উচিত। অন্যথায় সমাজ অবশ্যই শিশুর শিক্ষা-সংক্রান্ত খরচের ব্যবস্থা করবে।

উৎকৃষ্টতা অর্জন করার বাসনায় সকল মানুষের মধ্যে শিক্ষালাভ বোধ তৈরি হওয়া উচিত। আমাদের মানব উৎকর্ষতায় মুগ্ধ হওয়া উচিত এবং অভীষ্ট লাভে উৎসাহিত হতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যতার প্রতি উদগ্রীব হতে হবে, মানব বিশ্বে নৈতিক উৎকর্ষতার কারণে পরিচিত হওয়ার জন্য—যেমন আন্তরিকতা, আনুগত্য, মানুষের ভাষা, ভালোবাসা, ন্যায়পরতা। আমাদের অবশ্যই শান্তি এবং একতা তুলে ধরতে এবং শিক্ষা লালন করতে আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মানুষকে এইরকম গতিপথে নিয়ে যাওয়া হলো একটি প্রকৃত কর্তব্য।

১। তোমাদের গ্রুপে বিবরণটি পড়ার পর, তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে থাকা শিক্ষা সম্পর্কিত দুর্ভাবনা চিহ্নিত করার চেষ্টা করো। কিভাবে উপরের ধারণাগুলি তাদের দুর্ভাবনায় নৈপুণ্য দেখাতে পারে?

২। পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, বাহাউল্লা'র উপদেশাবলী থেকে নেওয়া নীচের একটি বা তার বেশী উদ্ধৃতিসমূহ মুখস্থ করঃ

"ইহা আকাঙ্ক্ষিত নহে যে, একজন মানুষও জ্ঞান ও দক্ষতাহীন থাকবে, কারণ সেক্ষেত্রে সে একটি ফলহীন বৃক্ষ ব্যতীত কিছুই নহে।"[৩৭]

"জগতের জনগণ ও তাহাদের স্বজাতিদের শিক্ষার জন্য তোমাদের মন ও ইচ্ছা প্রয়োগ কর...।"[৩৮]

"সত্তার জগৎকে কলা, হস্তশিল্প এবং বিজ্ঞান উর্দ্ধ স্থান দেয়, এবং তাহাই পদমর্যাদার পক্ষে উপযুক্ত।"[৩৯]

"বাস্তবিকই, মানবের নিকট জ্ঞান হইল একটি যথার্থ সঞ্চিত ধন, এবং তাহার প্রতি মহিমার, বদন্যতার, আনন্দের পদমর্যাদার, উল্লাসের, এবং স্ফূর্তির উৎস।"[৪০]

পরিচ্ছেদ ১২

শান্তি একটি বিষয় যা সকলের মন জুড়ে রয়েছে। এর স্থাপনা অত্যন্ত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখন যেভাবে তোমরা বিগত বিবরণীসমূহে উল্লিখিত মূলনীতিগুলিতে কিছু চিন্তাভাবনা বিবেচনা করেছো, তোমরা সর্বজনীন শান্তির প্রশ্নে বিবেচনা করা সাহায্যকারী হিসেবে দেখতে পারো।

অবশ্যই, অনেকটা নির্ভর করছে যুদ্ধ অবসানে বাস্তব পদক্ষেপসমূহ সরকারসমূহের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা। মতানৈক্যগুলি সমাধান করতে এবং অস্ত্র সংবরণ করা হলো শান্তির পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়, যেমন রয়েছে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বহুবিধ উপায়সমূহ। উপরন্তু, এইরকম পদক্ষেপসমূহ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, এইসব স্থায়ী শান্তির পথে পথ দেখাবে না, যদি এর আগে আলোচিত মূলনীতিগুলি বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত না হয়। যতক্ষণ না জনগণ বাস্তব অনুসন্ধান করতে শিখছে এবং সেই সত্য একই বলে উপলব্ধি করছে, আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, বহুযুগব্যাপী বিদ্বেষগুলি কি নিয়ত অস্তিত্ব বজায় রাখবে না? আমাদের সকলের একই উৎস রয়েছে। ঈশ্বর সকলের উপর এবং তাঁর মহাপ্রকাশসমূহের মাধ্যমে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাদের শিক্ষাগুলি একই মূলসূত্রে অবস্থিত, ভালোবাসা এবং সাহচর্য। শুধুমাত্র যখন ধর্মের একত্ব স্বীকৃত হবে, ধর্মীয় বিদ্বেষ বন্ধ হবে এবং ধর্মের আলো শান্তির পথকে আলোকিত করবে। বিজ্ঞান এবং ধর্মের জন্য সংগতিপূর্ণ কাজের কী প্রয়োজন নেই, আমরা পুর্নবার প্রশ্ন করতে পারি, অজ্ঞতার মেঘগুলি সরিয়ে দিতে এবং পূর্বসংস্কারের সকল রকমের মিথ্যা সামনে নিয়ে আসা প্রত্যেকটি এক একটি শান্তির প্রতিবন্ধকতা? একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব কী নির্মাণ করা সম্ভব, উপরন্তু আর একটি জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন, যদি ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বর্তমান অত্যন্ত একটি অসাম্য এবং বিশ্বের সকল কোণে দরিদ্রদের কথা বলা হয় না? এবং যতক্ষণ না মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একই অবস্থায় মানব প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে চলার অনুমতি পায়, তাহলে কী হিংসা, যা ইতিহাসের এতখানি বৈশিষ্ট্যস্বরূপ হয়েছে, তা শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথ খুলে দেবে। উঠতি প্রজন্মসমূহকে অবশ্যই সর্বজনীনভাবে শিক্ষিত করতে হবে এই মূলনীতি অনুযায়ী, অন্যথায় শান্তির জন্য সকল আশা চুরমার হয়ে যাবে। তোমরা ইচ্ছা করলে বাহাউল্লা'র নীচের কথাগুলি মুখস্থ করতে পারো, যাতে মানুষের ভবিষ্যত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে তোমরা তা ভাগ করে নিতে পারোঃ

> **''মানবজাতির কল্যাণ, তাদের শান্তি এবং নিরাপত্তা অপ্রাপ্য হয়, যদি না এবং যতক্ষণ না তাদের একতা প্রতিষ্ঠিত হয়।''**[৪১]

REFERENCES

1. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), CIX, par. 2, p. 243.
2. Ibid., CXXXII, par. 1, p. 325.
3. Ibid., XXXIV, par. 5, p. 89.
4. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1988, 2005 printing), no. 11.1, p. 161.
5. Bahá'u'lláh, *The Kitáb-i-Íqán: The Book of Certitude* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2018 printing), par. 151, p. 131.
6. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XXVIII, par. 2, p. 77.
7. Ibid., XXIV, par. 1, p. 66.
8. Ibid., CXI, par. 1, p. 246.
9. Ibid., XLIII, par. 6, p. 106.
10. Ibid., CX, par. 1, p. 244.
11. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 15.4, p. 220.
12. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XCV, par. 1, pp. 219–20.
13. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 9.13, p. 141.
14. Ibid., no. 5.13, p. 51.
15. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXII, par. 1, pp. 247–48.
16. Ibid., CXXXII, par. 3, p. 326.
17. Ibid., CXI, par. 1, p. 246.
18. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 7.20, p. 90.
19. Ibid., no. 6.25, pp. 66–67.
20. Bahá'u'lláh, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 42, p. 41.
21. *Tablets of Bahá'u'lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 3.23, p. 27.
22. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Persian no. 80, p. 51.

23. *Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 6.19, p. 64.

24. Ibid., no. 6.37, p. 71.

25. Bahá’u’lláh, in *Ḥuqúqu’lláh—The Right of God: A Compilation of Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh and ‘Abdu’l-Bahá and from Letters Written by and on Behalf of Shoghi Effendi and the Universal House of Justice*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá’iì Publishing Trust, 2007), no. 16, p. 16.

26. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CXVIII, par. 2, p. 283.

27. Ibid., CXVII, par. 1, p. 282.

28. Bahá’u’lláh, cited by Shoghi Effendi, *The Promised Day Is Come* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1996, 2018 printing), par. 279, p. 187.

29. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CXVII, par. 1, p. 282.

30. *Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 4.11, p. 36.

31. Ibid., no. 6.3, p. 57.

32. Ibid., no. 6.3, p. 58.

33. *The Hidden Words*, Persian no. 5, pp. 23–24.

34. Bahá’u’lláh, in *Women: Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá’iì Publishing Trust, 1986, 1997 printing), no. 54, p. 26.

35. *The Hidden Words*, Arabic no. 68, p. 20.

36. Bahá’u’lláh, in the compilation *Women*, no. 3, p. 3.

37. Bahá’u’lláh, in *Excellence in All Things: A Compilation of Extracts from the Bahá’í Writings*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (London: Bahá’iì Publishing Trust, 1981, 1989 printing), no. 5, p. 2.

38. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CLVI, par. 1, p. 378.

39. Bahá’u’lláh, *Epistle to the Son of the Wolf* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1988, 2016 printing), p. 26.

40. *Tablets of Bahá’u’lláh Revealed after the Kitáb-i-Aqdas*, no. 5.13, p. 52.

41. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CXXXI, par. 2, p. 324.

প্রগাঢ় ভাবনাসমূহ

উদ্দেশ্য

বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করার অভ্যাস গড়ে তোলা,
আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের ভাবনাগুলির উপর বাক্যালাপ করা

পরিচ্ছেদ ১

এই তৃতীয় ইউনিটটি, আগেকার মতো, সামর্থ্যগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট, যা আমাদের অর্থপূর্ণ এবং উদ্দীপক বাক্যালাপে অংশ নিতে সামর্থ্যসমূহ প্রদান করে। দ্বিতীয় ইউনিটে আমাদের মনোযোগের বিষয় ছিলো অসংখ্য ঘটনাগুলির উপর, যা কথাবার্তার মান উন্নীত করতে নিজেদের সামনে তুলে ধরে, আধ্যাত্মিক মূলনীতিগুলির উল্লেখে। এখানে মনোযোগের বিষয়টি সমাজের জীবনের উপর মূল ভাবনাগুলি একসঙ্গে খতিয়ে দেখতে বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাওয়ার ঘটনায় অবস্থান বদলেছে।

সারা পৃথিবীতে, গ্রাম এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলিতে বন্ধুদের গ্রুপগুলি একটি পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের বিন্যাসে নিবিড়ভাবে ব্যস্ত থাকে, যার অন্তর্ভুক্ত, নিয়মিত ভক্তিমূলক সভা, শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার ক্লাসগুলি, জুনিয়র ইয়ুথদের সভাসমূহ, অধ্যয়ন চক্র এবং ইয়ুথ ক্যাম্পস এবং বিভিন্ন প্রকারের অভিযানসমূহ। যখন এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ একটি অঞ্চলে জায়গা করে নেয় এবং যখন বর্দ্ধিত সংখ্যাগুলি তাদের সেবার কাজে উৎসর্গ করে, বন্ধুদের একটা কেন্দ্রীয় অংশ আকারে এবং শক্তিতে বাড়তে থাকে। গ্রামে অথবা প্রতিবেশী অঞ্চলে আরও বেশীভাবে গৃহ পরিদর্শনগুলি হলো গতিলাভ করা একটি নিয়মানুগ কর্মসূচী সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ার, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ধারণাগুলির বিচিত্রতা এইরকম পরিদর্শনসমূহে সম্বোধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাহাই শিশুদের ক্লাসের শিক্ষক, শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাগুলি আলোচনা করতে অবশ্যই শিশুদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে। একইরকম পরিদর্শনসমূহ জুনিয়র ইয়ুথদের এবং ইয়ুথদের বাড়ীতে জারী রাখার প্রয়োজন রয়েছে, যারা অ্যানিমেটর এবং শিক্ষক হিসেবে কাজ করছে, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগসমূহের বিষয়ে যা মানুষের জীবনের সম্ভাবনাপূর্ণ বছরগুলির সঙ্গে আলোচনা করতে জড়িত। ধারণাগুলির বিষয়ে একটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাক্যালাপগুলি, যা ধর্মের বিষয়ে তাদের জ্ঞান গভীরতর করে, সেটি সমানভাবে প্রয়োজনীয়। সব মিলিয়ে সমাজে উদ্ভব হতে থাকা সৌহার্দ্যের সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলা এইরকম পরিদর্শনগুলিকে অতিমূল্যায়ন করা যাবে না।

পরিচ্ছেদ ২

এই ইউনিটের উদ্দেশ্যের জন্য, আমরা একটি কাল্পনিক প্রতিবেশীকূলের দিকে তাকাই। যেখানে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে, এবং আমরা একে প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করবো বাক্যালাপের ধরণ পরীক্ষা করার জন্য। যা একটি বাড়ি পরিদর্শনের সময় উঠে আসতে পারে।।

অ্যালেজান্দ্রা একটি কিশোরী মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে পাঠরত। সে এবং তার ভাইদের মধ্যে একজন, সেও একজন ছাত্র, তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে আমাদের ধারণা করা প্রতিবেশী অঞ্চলে একটি বাড়িতে থাকে, যেখানে ওরা জন্মগ্রহণ করেছিলো এবং বড় হয়েছিলো। তাদের মধ্যে চারজন এবং একটি কমবয়সী দম্পতি, যারা ওই প্রতিবেশী অঞ্চলে ইদানিং বাস করছে, প্রতি সপ্তাহে প্রার্থনা করতে এবং তাদের চারপাশে থাকা প্রায় ৮০০০ মানুষের মধ্যে স্থাপিত হওয়া কার্যকলাপগুলির অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করতে দেখা করতো। এছাড়া অন্য আরও তিনজন এই সাপ্তাহিক আলোচনায় অংশ নিতে সময়ে সময়ে আসতো, এবং তারা সুপরিকল্পিতভাবে শুধু নিজেদের সেবার কাজগুলির বিষয়ের জন্য নয়, এছাড়াও তারা সমগ্র সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করা শুরু করলো; এছাড়াও এই চিন্তা প্রক্রিয়ায় ছিলো, ছয় মাস আগে শুরু হওয়া একটি শিশুদের ক্লাসের শিক্ষক, এবং দু'জন সতেরো বছর বয়সী যুবক। যারা একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপের প্রচেষ্টাসমূহ পরিচালনা করছে অ্যালেজান্দ্রার একজন বড় ভাই-এর সাহায্য নিয়ে। যে ছিলো তাদের নিজেদের গ্রুপের একজন অ্যানিমেটর যখন তাদের কম বয়স ছিলো এবং যে নিয়মিত তার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে।

প্রথম সেটটিতে আমরা অ্যালেজান্দ্রা এবং সানচেজেসে'র মধ্যে বাক্যালাপ খতিয়ে দেখবো, যেই পরিবার প্রতিবেশীকূলে সুপরিচিত এবং সম্মানীয়। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই ষাট বছর বয়সী, এবং তাদের ছেলে এবং মেয়েরা রয়েছে, তারা নিজেরা অ্যালেজান্দ্রার কয়েকটি ব্লক পরে বসবাস করে। মিঃ এবং মিসেস সানচেজ স্বাক্ষর, কিন্তু প্রথানুযায়ী শিক্ষালাভ করেনি। যে ব্যাপক সম্মান তারা পায়, তার কারণ হলো জীবনের উদারতা এবং সৎ কার্যকলাপের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আহরণ করা প্রজ্ঞার কারণে। বেশ কিছুদিন ধরে তারা বাহাই শিক্ষাবলীর বিষয়ে সচেতন, কিন্তু সবেমাত্র তারা এইসব ঐকান্তিকভাবে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিলো। এক সপ্তাহ আগে, অ্যালেজান্দ্রার বাবা-মায়ের কাছে সমাজে যোগদান করার ইচ্ছা জানালো। তাদের স্বাগত জানাতে একটি সমাবেশের পরিকল্পনা

ইতিমধ্যে নেওয়া ছিলো, এবং এর অতিরিক্ত, ঠিক করা হলো যে, অ্যালেজান্দ্রা কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের সঙ্গে ধারণাগুলির একটি বিন্যাস বিনিময় করবে, যা ধর্ম বিষয়ে তাদের জ্ঞান গভীরতর করতে সাহায্য করবে। দেখা করার বিবরণ অনুসরণ করলে তোমরা এই ধারণাগুলি খতিয়ে দেখতে এবং একই সময়ে এইরকম ঘটনাগুলির উপর বাক্যালাপের গতিপথগুলি নিয়ে বিবেচনা করতে সক্ষম হবে।

পরিচ্ছেদ ৩

মিঃ এবং মিসেস সানচেজের সঙ্গে অ্যালেজান্দ্রার প্রথম বাক্যালাপের ভিত্তিকে নির্ভর করে ঈশ্বরের চিরন্তন ইচ্ছাপত্র, ধারণার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটি নীচে দেওয়া হলো।

সকল বস্তুগুলির সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, সেই একজন, যিনি অতুলনীয়, স্বঅস্তিত্বময়। বাহাউল্লা আমাদের শিক্ষা দেন যে, ঈশ্বরের মর্মার্থ মানব-মননের পক্ষে দুর্বোধ্য, কারণ সসীম অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাঁর সম্পর্কে যে কল্পমূর্তি মানুষ সামনে আনে, সেসব তাদের নিজেদের কল্পনাসমূহের ফলসমূহ। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি নন, এবং তিনি একজন নিছক শক্তি নন, যিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। আমাদের অস্তিত্বের উৎসের প্রতি আমাদের কথাগুলি অবশ্যই হতে হবে, যেমন স্বর্গীয় পিতা, স্বর্গীয় শক্তি, মহান চেতনার মতো, মানুষের জিহ্বায় যা তাঁর নামসকল এবং প্রকৃতিসমূহ প্রকাশ করে।

নিহিত বাণীতে আমরা পড়িঃ

''হে মানব পুত্র! তোমার সৃষ্টি আমার প্রিয় ছিল, সুতরাং আমি তোমাকে সৃষ্টি করলাম। অতএব, তুমি আমাকে ভালোবাস, যাহাতে আমি তোমার নাম উল্লেখ করিতে পারি এবং তোমার আত্মাকে জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ করতে পারি।''[১]

এই অনুচ্ছেদে, বাহাউল্লা আমাদের বলেছেন যে, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসার একমাত্র কারণ হলো আমাদের অস্তিত্বের জন্য। এই ভালোবাসায় আমাদের অবশ্যই সবসময় সজাগ থাকতে হবে, যা আমাদের রক্ষা করে, জিইয়ে রাখে, এবং জীবনের চেতনা দিয়ে আমাদের পূর্ণ করে। সমস্যার অথবা স্বস্তির, দুঃখের অথবা আনন্দের মুহূর্তগুলিতে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁর ভালোবাসা সবসময় আমাদের ব্যপ্ত করে রাখে।

বাহাই শিক্ষাসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করে, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে একটি ইচ্ছাপত্রে ব্যাপৃত হয়েছেন। ''ইচ্ছাপত্র'' শব্দটির অর্থ হলো দুই বা তার বেশী মানুষের মধ্যে চুক্তি। চিরন্তন চুক্তিপত্র অনুযায়ী, সর্ব-বদান্যময় সৃষ্টিকর্তা কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর অন্যতম একজন মহাপ্রকাশসমূহের মাধ্যমে জ্ঞাত করেন।

''প্রকাশ করা'' ক্রিয়াপদটির অর্থ উদঘাটন করা, কিছু দেখানো, যা আগে জানা ছিলো না। ঈশ্বরের মহাপ্রকাশসমূহ হলো সেইসব বিশেষ অস্তিত্বসমূহ যাঁরা ঈশ্বরের বাণী আমাদের কাছে উন্মোচিত করেন। তাঁরা হলেন সর্বজনীন শিক্ষকবৃন্দ, যাঁরা আমাদের শেখান কিভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে জীবনযাপন করতে হয় এবং কিভাবে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। এই মহাপ্রকাশদের মধ্যে আছেন, আব্রাহাম, কৃষ্ণ, মোজেস, জোরোস্টার, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ এবং অবশ্যই বাব্ এবং বাহাউল্লা, ঈশ্বরের যুগ্ম মহাপ্রকাশসমূহ মানব ইতিহাসে, এই যুগের উপযোগী।

এইভাবে, ঈশ্বরের চিরন্তন ইচ্ছাপত্রে, তাঁর ভূমিকা সবসময় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। একটি মূলগত প্রশ্ন, আমাদের অবশ্যই নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, তা হলো, ''কিভাবে আমি ইচ্ছাপত্রের প্রতি আমার ভূমিকা পূর্ণ করতে পারি?'' যে উত্তরটি আমরা সকল ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে পাই, তা হলো ঈশ্বরের মহাপ্রকাশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর উপদেশসমূহ মান্য করার মাধ্যমে। এই প্রতিক্রিয়া আমাদের জীবনসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যা হলো ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁর উপাসনা করা। সংক্ষিপ্ত অবশ্যপালনীয় প্রার্থনাতে আমরা ঘোষণা করিঃ

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি হে আমার ঈশ্বর যে তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ তোমাকে জানিবার জন্য এবং তোমাকে ভজনা করিবার জন্য। এই মুহূর্তে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি শক্তিহীন এবং তুমি শক্তিশালী, আমি দরিদ্র এবং তুমি ঐশ্বর্যশালী।

"তোমা ব্যতীত অপর কোনো ঈশ্বর নাই, তুমি সঙ্কোটমোচন, তুমি স্বয়ংসিদ্ধ।"[২]

পরবর্তীকালে আমাদের পক্ষে তাঁর মহাপ্রকাশসমূহ ছাড়া ঈশ্বরকে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, একমাত্র উপায় যার সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করতে পারি তাঁদের চিনতে পারা এবং তাদের শিক্ষাগুলি অনুসরণের সাহায্যে। আজকে, একটি সময়ে জীবনধারণের বদান্যতার জন্য আমাদের হৃদয়গুলি কৃতজ্ঞতায় উৎসারিত হয়েছে, যখন সকল পবিত্র পুস্তকসমূহে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, শান্তি এবং ন্যায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সেটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে, বাহাউল্লা ঘোষণা করেছেনঃ

"এই সেই যুগ যখন ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ মানবজাতির উপর বর্ষিত হইয়াছে, এই সেই যুগ যখন তাঁহার সবশক্তিশালী কৃপা সমগ্র জীবিত বস্তুর অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য ইহাই আবশ্যিক হইবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যগুলি দূর করিয়া লওয়া, এবং পূর্ণ একতা ও শান্তির সহিত তাঁহার যত্ন ও দয়াময়-ভালবাসার বৃক্ষছায়ায় বসবাস করা।"[৩]

আমাদের আখ্যান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে, তোমাদের উপরের ব্যাখ্যাটি পড়া উচিত এবং অনুচ্ছেদটির সর্বাংশে তোমাদের গ্রুপের অন্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। তোমরা ইচ্ছা করলে একে অন্যের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা এবং সকলে মিলে এর উত্তর দিতে পারো, যতক্ষণ না তোমরা প্রত্যেকে ধারণাগুলি স্বাভাবিকভাবে এবং অনায়াসে প্রকাশ করতে পারো। উপদেশাবলী থেকে এই ধরনের আলোচিত অনুচ্ছেদগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য উদ্ধৃতিগুলি ভালোভাবে শেখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। নীচের অনুশীলনীগুলি তোমাদের এই পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত ধারণাগুলি এবং উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলির অর্থ নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করবেঃ

১। কিভাবে কাউকে তুমি ব্যাখ্যা করবে যে, ঈশ্বর হলেন একজন অজ্ঞেয় অন্তঃসার? উপরের প্রথম অনুচ্ছেদটি তোমাদের জন্য এই সম্পর্কে সাহায্যকারী হবে।

____

____

____

____

২। ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? ____________________

____

৩। "ইচ্ছাপত্র" শব্দটির অর্থ কি? ____________________

____

৪। মানুষের সঙ্গে তাঁর চিরন্তন ইচ্ছাপত্রে ঈশ্বর কি অঙ্গীকার করেছেন? ____________________

____

৫। আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি? ____________________

____

৬। যদি আমরা কখনও ঈশ্বরের অন্তঃসার না জানতে পারি এর কি অর্থ হতে পারে যে, আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরকে জানা। ______________________________

____

৭। ‘‘প্রকাশ করা” শব্দটির অর্থ কি? ______________________________

____

৮। কিছু ঈশ্বরের প্রকাশদের নাম লেখ।

____

____

____

____

৯। যদি আমরা চুক্তিতে আমাদের অংশ পূরণ করতে চাই তাহলে আমাদের কি প্রয়োজন? ______________

____

১০। নীচের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করোঃ

(ক) আজকের দিনে, ঈশ্বরের ______________________ মানবজাতির উপর নির্গত হচ্ছে।

(খ) আজকের দিনে, ঈশ্বরের ______________________ সকল সৃষ্ট বস্তুসমূহে অর্ন্তনিবিষ্ট হচ্ছে।

(গ) আজকের দিনে, আমাদের ______________________ এবং যথাযথ একতা এবং শান্তি সহকারে ______________________।

১১। পৃথিবীর মানুষদের বাহাউল্লা কি করতে বলেছেন?

পরিচ্ছেদ ৪

অ্যালেজান্দ্রা মিঃ এবং মিসেস সানচেজের সঙ্গে শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর মূল ভাবনা ভাগ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করলো তা নয়, যা তার মনে ছিলো। সে ওই দম্পতির সঙ্গে বন্ধুত্বের একটি শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তোলার আশা করে। সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে, সে পূর্ব সংস্কারের এবং একটি সহায়তা দানের দৃষ্টিভঙ্গী উভয়ের অনিষ্টকারী প্রভাবসমূহ সম্পর্কে অবহিত। এইগুলি স্বভাবতই এড়িয়ে যাবে; ওর উচ্চশিক্ষাগুলি ওর নম্রতা কমাতে পারেনি। সানচেজদের জন্য প্রকৃত ভালোবাসা এবং সম্মান ছাড়া ওর মনে আর কিছু নেই। যখন সে ভাবছে কিভাবে সে প্রথম মূল ভাবনাটি ব্যাখ্যা করবে, তার মনে মনে চিন্তা করলো যে, এটা এক চলতে থাকা কথাবার্তার সূচনা হলো, যা অনেক সপ্তাহ ধরে সামনে উঠে আসবে। সে অবহিত যে, যদিও ধারণাগুলির বিন্যাস স্পষ্টভাবে সামনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, তাকে দম্পতির প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে থামতে হবে। ‘‘আমাকে বিচলিত হলে চলবে না,” নিজের মনে সে ভাবলো, ‘‘কারণ, তা হলো, যদি আমি ক্রমাগত কথা বলতে থাকি, এবং এর ফলে আলোচনা উপযোগী হয়ে উঠবে না”। অ্যালেজান্দ্রা তার দেখা করা নিয়ে বার বার এই কথাগুলি চিন্তা করতে

থাকলো। যদি ওর জায়গায় তোমরা থাকতে, তোমাদের ভাবনায় থাকা নীচের কোন বক্তব্যটি সঠিক হবে বলে তোমরা মনে করো?

—— আমার কাজ হলো সানচেজদের ধর্মের বিষয়ে জানানো এবং সবকিছু নিশ্চিত করা যে, যা কিছু আমি তাদের শেখাই সেটি জেনো তারা শেখে।

—— এই চমৎকার দম্পতির সঙ্গে সময় কাটাতে সক্ষম হওয়া এবং তাদের সঙ্গে উপদেশাবলীর অনুচ্ছেদগুলি ভাগ করে নেওয়া কতটা মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

—— আমি জানি এই সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ। এখন পর্যন্ত, আমি আশা করি এতে বেশী সময় লাগবে না, কারণ আমার অন্য কাজ আছে।

—— প্রশ্নগুলি ওদের পক্ষে খুব কঠিন হবে, আমার কিছু সহজ ধারণাসমূহ উল্লেখ করবো। যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ওদের ভালোবাসা দেখানো।

—— ওদের এই বয়সে, সানচেজরা খুব বেশী শিখতে পারবে না।

—— যখন আমরা ধারণাটি আলোচনা করছি এবং প্রশ্নগুলির উপর চিন্তা করছি, আমি সাক্ষাতের প্রতি এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টিগুলি শোনার আশা করে আছি।

—— ওরা পড়তে পারে। আমি শুধু বিষয়টির পরিচয় করিয়ে দেবো, এবং ওদের নিজেদের মধ্যে উদ্ধৃতিগুলি পড়ার জন্য দিয়ে যাবো।

—— ধারণাগুলি উপস্থাপন করার সময়, আমাকে মাঝে মাঝে থামতে হবে, যাতে আমরা একসঙ্গে উদ্ধৃতিগুলি পড়তে এবং এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

—— আমি আশা করি, আমি সমগ্র মূল ভাবনাটি না থেমে বলে যেতে পারি এবং শেষে যদি ওদের কোনও প্রশ্নসমূহ থাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

তোমরা কি অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গী/মনোভাব বিষয়ে, যা এই ধরনের সাক্ষাতের প্রস্তুতির আগে তোমরা ভেবে দেখতে বা না দেখতে পারো?

পরিচ্ছেদ ৫

সানচেজের বাড়িতে অ্যালেজান্দ্রার প্রথম সাক্ষাৎ ভালোভাবেই কাটলো। ওই দম্পতি ওর স্নায়ুচাপ লক্ষ্য করলো এবং তাদের উষ্ণ দয়াপূর্ণতায় ওর স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনলো। তারা সযত্নে সব শুনে পুরোপুরি আলোচনায় অংশ নিয়ে উদ্ধৃতিগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিলো। সমস্যার একমাত্র মুহূর্ত সবশেষে দেখা দিলো, যখন মিসেস সানচেজ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে অ্যালেজান্দ্রাকে অবাক করলো, ‘‘বাহাই সমাজে যোগ দিয়ে আমি কী খ্রীষ্টকে ভুলতে বসেছি?” উত্তরটা অ্যালেজান্দ্রা জানতো, কিন্তু সেটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে ওর কিছুটা সময় লাগলো। মিঃ সানচেজ মৃদু হেসে সাহায্যের জন্য বললোঃ ‘‘আমি মনে করি খ্রীষ্টের প্রতি আমার ভালোবাসা আসলে বেড়ে উঠেছিলো আমার বাহাই শিক্ষাবলী শোনার পরবর্তী সময়ে।” ‘‘এবং বিশ্বজুড়ে এত ক্ষেত্রসমূহে সেই একই পথ”, অ্যালেজান্দ্রা যোগ করলো, যে তার চিন্তাগুলি একত্রিত করতে পেরেছিলো। ‘‘মোজেস, খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জোরোষ্টার এবং মহম্মদের জন্য ভালোবাসা শক্তিলাভ করেছিলো। ঈশ্বরের একতা সম্পর্কে বাহাউল্লা যা উপদেশ দিয়েছিলেন, তার কারণে, যেমন ধর্মের একতা, এবং মানবজাতির একতা।”

অ্যালেজান্দ্রার সাক্ষাৎকার ফলপ্রসূ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ তার অবশ্যই ছিলো, বিষয়টি নিয়ে কিছু সময় তোমাদের গ্রুপে আলোচনা করা তোমাদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে। এর মধ্যে প্রধান কারণটি তোমাদের বিবেচনা করা জরুরী, যা হলো বিনম্রতা। সকল প্রকার বিনম্রতার ভিত্তিমূল হলো ঈশ্বরের প্রতি বিনম্রতা। এর থেকে বিনম্রতা তাঁর সৃষ্ট জীবদের মধ্যে উদ্গত হয়। কোনও সময়, বিনম্রতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়, যখন একজন ঈশ্বরের এবং তাঁর মহাপ্রকাশসমূহ বিষয়ে কথা বলে, তার চেয়ে। বাহাউল্লার নীচের উপদেশগুলি নিয়ে তোমাদের বিবেচনা এবং এগুলি মুখস্থ করার সকলরকম চেষ্টা করা উচিতঃ

''যাহারা ঈশ্বরের প্রিয়, তাহারা যে স্থানেই সমবেত হোক এবং যাহার সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করুক, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের মনোভাব এবং ঈশ্বরের প্রশংসা এবং মহিমার গুণকীর্তনের ধারা এইরূপ বিনীত ও বিনম্র হইবে যে, তাহাদের পদতলের প্রতিটি ধূলিকণা তাহাদের ভক্তির গভীরতার সাক্ষ্য দিবে। এই পবিত্র আত্মাগুলির মধ্যে কথোপকথন এইরূপ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া উচিৎ যে এই ধূলিকণাগুলি ইহার প্রভাবে শিহরিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের নিজেদের এই রূপ আচরণ করা উচিত যে তাহারা যে মৃত্তিকার উপর দিয়া মাড়াইয়া যায় তাহাদেরও তাহাদের প্রতি এই কথা বলিবার অবকাশ দিবে না যেঃ 'আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পাইব। প্রমাণস্বরূপ আমার উপর যে দায়ভার কৃষক স্থাপন করে তা গ্রহণ করিতে আমি কত ধৈর্যশীল। আমি হইতেছি উপায় যা নিরবচ্ছিন্নভাবে সমগ্র জীব জগৎকে আশীর্বাদের সেই অংশ প্রদান করিতেছে যাহা তিনি, যিনি সমস্ত অনুগ্রহের উৎস, আমার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আমার উপর ন্যস্ত এই সম্মান এবং সম্পদ যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রয়োজনগুলিকে যোগান দেয়, এইরূপ অসংখ্য সম্পদের নজির থাকা সত্ত্বেও আমার বিনম্রতার পরিমাণকে অবলোকন কর এবং কি চরম বাধ্যতার সহিত আমি নিজেকে মানুষের পদতলে পিষ্ট হইতে দিই তাহা প্রত্যক্ষ কর...''[৪]

যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে, আমাদের সহ মানুষদের প্রতি বিনম্রতা ঈশ্বরের প্রতি বিনম্রতা থেকে উদ্গত হয়। এই একই বিনম্রতায়, যা আমরা একটি প্রার্থনাপূর্ণ ভঙ্গীতে একজন বন্ধু অথবা প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার পর করে থাকি, নির্দিষ্টি বিষয়বস্তু একসঙ্গে আমাদের উপলব্ধি গভীরতর করার জন্য। আলোচনার সময়, আমরা আমাদের চিন্তাগুলি ঈশ্বরমুখী করি। আমাদের এবং সমবেত সকলের মনগুলি এবং হৃদয়গুলি দীপ্ত করতে প্রার্থনা জানাই। প্রার্থনাসমূহ থেকে অনেক শব্দগুচ্ছ এবং বাক্যসমূহ আছে, মনে এই উদ্দেশ্য নিয়ে যা আমরা মুখস্থ করতে পারি। নীচে এর কয়েকটি দেওয়া হলোঃ

''আমাদের হৃদয়গুলিকে আলোকিত কর, আমাদের উপলব্ধি করিবার চক্ষু দাও এবং মনোযোগী কর্ণ প্রদান কর।''[৫]

''হে ঈশ্বর! তোমার অসীম অনুগ্রহ প্রদান কর, এবং তোমার নির্দেশের আলো বিকীর্ণ হোক।''[৬]

''প্রকৃত বোধশক্তির দ্বারগুলিকে উন্মুক্ত কর এবং বিশ্বাসের আলো উজ্জ্বলভাবে বিকীর্ণ হইতে দাও।''[৭]

''হে প্রভু! আমাদের দৃষ্টিগুলি দীপ্ত করো, যাতে আমরা তোমার দীপ্তি দেখতে পাই।''[৮]

''সম্পূর্ণরূপে আমি তোমার দিকে মুখ ফেরাই, সেই সবকিছু থেকে আমাকে সুরক্ষা দিতে তোমাকে ঐকান্তিকভাবে সর্বান্তকরণে অনুনয় করি, আমার হৃদয় এবং জিহ্বা দিয়ে, যা তোমার ইচ্ছার প্রতি, তোমার দিব্য একতার আবর্তনে ধাবিত হয়...''[৯]

পরিচ্ছেদ ৬

সানচেজের বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাতের পর এবং চিরন্তন ইচ্ছাপত্রের ভাবনার উপর তাদের সঙ্গে আলোচনার পর অ্যালেজান্দ্রার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আছে। সে চিন্তা করলো, ''পরের সাক্ষাৎটিতে বাহাউল্লা'র জীবন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুগভীর করার এটি একটি ভালো সুযোগ তৈরি করবে।'' নীচে উপস্থাপনাটি দেওয়া হয়েছে, যার উপর সে মনোযোগ আকর্ষণ করাবেঃ

১৮১৭ সালের ১২ই নভেম্বর তেহরানের পার্সিয়া শহরে বাহাউল্লা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শিশুবয়স থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিলো অসামান্য গুণাবলী, এবং তাঁর পিতামাতা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মহত্ত্বতা প্রাপ্তি যেন পূর্ব-নির্ধারিত ছিলো। বাহাউল্লা'র পিতা, রাজার দরবারে একজন সম্মানিত মন্ত্রী ছিলেন, পুত্রের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। একদিন রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, বাহাউল্লা এক সীমাহীন মহাসাগরে সাঁতার দিচ্ছেন, তাঁর শরীর বিশাল সমুদ্রে আলোকোজ্জ্বল দীপ্তি বয়ে আনছে। তাঁর মাথার চারপাশের ঘন কালো চুল চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ছে। বিপুল সংখ্যায় মাছ তাঁর চারদিকে জড়ো হয়ে, প্রত্যেকে একটি চুলের শেষপ্রান্ত ধরে থেকে সবদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাছের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় থাকলেও একটি চুলও

বাহাউল্লা'র মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি অবাধে এবং বাধাবন্ধহীন হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। বাহাউল্লা'র পিতা একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে এই স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, সীমাহীন মহাসাগর হলো অস্তিত্বের বিশ্ব। একা এবং অন্যের সাহায্য ছাড়াই বাহাউল্লা সমস্ত জুড়ে সার্বভৌমত্ব লাভ করবেন। বিপুল সংখ্যার মাছ উত্তেজনা সূচীত করছে, যা তিনি বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন। তাঁর জন্য থাকবে সর্বশক্তিমানের অব্যর্থ সুরক্ষা, এই আলোড়ন তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না।

বাহাউল্লার বয়স যখন তেরো অথবা চোদ্দ বছর, তিনি রাজ দরবারে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন তাঁর প্রজ্ঞা এবং শিক্ষার কারণে। তাঁর বয়স তখন বাইশ বছর, যখন তাঁর পিতা মারা গেলেন, সরকার পিতার চাকরি বাহাউল্লা'কে দিতে চাইলো। কিন্তু পার্থিব বিষয়সমূহের পরিচালনে সময় ব্যয় করার কোনও অভিপ্রায় তাঁর ছিলো না। তিনি রাজ দরবার এবং এর মন্ত্রীদের ছেড়ে ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট পথ বেছে নিলেন। তিনি তাঁর সময় দুর্দশাগ্রস্ত, অসুস্থ এবং গরীবদের জন্য উৎসর্গ করলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি ন্যায়ের আদর্শবান প্রবক্তা হিসেবে খ্যাত হলেন।

সাতাশ বছর বয়সে, একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে বাহাউল্লা বাব্-এর কিছু লিখনাবলী হাতে পেলেন, যিনি একটি নতুন দিনের ঘোষণা করেছিলেন, সেই দিন, যখন ঈশ্বরের একটি নতুন মহাপ্রকাশ বিশ্বে শান্তি, একতা এবং ন্যায় নিয়ে আসবেন, মানবজাতি দীর্ঘদিন ধরে যার অপেক্ষারত ছিলো। বাহাউল্লা সঙ্গে সঙ্গে বাব্-এর বার্তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অত্যন্ত অন্যতম একজন উৎসাহী অনুগামী হয়ে পড়লেন। কিন্তু হায়! যারা পার্সিয়ার জনগণের শাসক ছিলেন, তাদের স্বার্থপর ইচ্ছাগুলির দ্বারা অন্ধ হয়ে, বাব্-এর অনুগামীদের নির্যাতনে উদ্যত হয়েছিলেন, বাহাউল্লা, যিনি তাঁর ন্যায়পরতার জন্য পরিচিত ছিলেন, তাঁকেও ছাড় দেওয়া হলো না, বাব্-এর ঘোষণার আট বছরের কিছু বেশী পরে এবং বাব্-এর শহীদত্বের দু'বছর পর। তাঁকে একটি অন্ধকারময় কারাকক্ষে বন্দী করা হয়েছিলো, যার নাম কালো নরককুণ্ড। তাঁর গলায় যে শৃঙ্খল জড়ানো হয়েছিল, সেটি ছিলো এত ভারী যে, তিনি তাঁর মাথা তুলতে পারতেন না। এখানে বাহাউল্লা ভয়ানক চারমাস নিদারুণ কষ্টে সময় কাটিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, সেই একই অন্ধকার কারাকক্ষে ঈশ্বরের চেতনা তার আত্মা পূর্ণ করেছিলো এবং সকল যুগসমূহের প্রতিশ্রুত একজন হিসেবে উদঘাটিত করেছিলো। এই অন্ধকার কারাগার থেকে, বাহাউল্লা'র সূর্য উঠে এসে সমগ্র সৃষ্টিকে আলোকোজ্জ্বল করেছিলো।

কালো নরককুণ্ডে চারমাস রাখার পর, বাহাউল্লা'র সকল অধিকৃত জিনিষপত্র থেকে বঞ্চিত করা এবং তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো। শীতের ভয়ানক ঠাণ্ডায়, তারা পার্সিয়ার পশ্চিমী পর্বতমালা ধরে বাগদাদের দিকে যাত্রা করেছিলেন যা ছিলো তখনকার ওটোমান শহর এবং এখন কোনো শব্দই তাদের এই দুর্দশা বর্ণনা করতে যথেষ্ট ছিলো না, যখন তাঁরা শতাধিক কিলোমিটার বরফে ঢাকা পথে ভাগ্যপীড়িত শহরে গিয়েছিলেন।

খুব তাড়াতাড়ি বাহাউল্লা'র খ্যাতি সমগ্র বাগদাদ এবং অন্যান্য শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং এই নির্বাসিত বন্দীর দরজায় অনেক অনেক মানুষ আশীর্বাদ লাভ করতে এসেছিলো। কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে ছিলো বাহাউল্লা'র নিজের বৈমাত্রেয় ভাই মির্জা ইয়াহিয়া যে তাঁরই ভালোবাসাপূর্ণ যত্নে বাস করতো। মির্জা ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র বাব্-এর অনুগামীদের মধ্যে অনৈক্য এবং বাহাউল্লা'র মনে বিরাট বিষণ্ণতা এনেছিলো। একদিন রাতে, কাউকে কিছু না বলে, বাহাউল্লা নিজের বাড়ি ছেড়ে কুর্দিস্তানের পাহাড়ে চলে যান। সেখানে তিনি নির্জন জীবনে প্রার্থনা এবং ধ্যানে আবদ্ধ থাকতেন। তিনি একটি ছোটো গুহায় অতি সাধারণ খাবার গ্রহণ করে দিনযাপন করা শুরু করলেন। ওই অঞ্চলের কেউই তাঁর পরিচয় এবং নাম জানতো না। কিন্তু, এরপর, ক্রমশ ওই অঞ্চলের মানুষেরা 'নামহীন একজন'-এর বিষয় আলোচনা করা শুরু করলো, একজন মহান ঋষি, যাঁর ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান ছিলো। যখন এই পবিত্র ব্যক্তির খবর বাহাউল্লা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদু'ল-বাহা'র কাছে পৌঁছালো, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রিয় পিতার চিহ্নগুলি শনাক্ত করলেন। একজন বিশেষ দূতের মাধ্যমে চিঠিপত্র পাঠিয়ে বাহাউল্লা'কে সনির্বন্ধ

অনুরোধ জানানো হলো বাগদাদে ফিরে আসার জন্য। চিঠি তিনি গ্রহণ করলেন, অবশেষে দু'বছর ব্যাপী দুঃখময় বিচ্ছেদ কালের অবসান ঘটলো।

বাহাউল্লা'র অনুপস্থিতির সময়, বাবী সমাজের অবস্থাসমূহ দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়লো। বাগদাদে থাকা এবং পাহাড় থেকে ফিরে আসার অনুবর্তী প্রায় সাত বছর সময়ের পর, বাহাউল্লা বাব্-এর নির্যাতিত এবং বিভ্রান্ত অনুগামীদের মধ্যে একটি নতুন মানসিকতা নিষিক্ত করলেন। যদিও তিনি তখনও তাঁর নিজের মহান লক্ষ্য ঘোষণা করেননি, তাঁর উপদেশাবলীর শক্তি এবং প্রজ্ঞা বিরাট সংখ্যায় বাবীদের আনুগত্য জয় করা এবং জীবনের সকল স্তরের মানুষদের প্রশংসা লাভ করা শুরু করলো। কিন্তু উগ্র মুসলমান যাজকেরা এতো বিরাট সংখ্যক আত্মাসমূহের উপর বিরাট প্রভাব তারা সহ্য করতে পারছিলো না। তারা একের পর এক অভিযোগ কর্তৃপক্ষদের কাছে জানাতে শুরু করলো, যতক্ষণ না পার্সিয়ার সরকার, অটোমান সাম্রাজ্যের কিছু আধিকারিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাহাউল্লা'কে নিজের দেশ থেকে আরও দূরে কনস্টান্টিনোপল শহরে সরিয়ে দেওয়া যায়।

বাগদাদের জনগণের জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসটি ছিলো অত্যন্ত বেদনার। সেইজন যাঁকে তারা ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলো, তিনি তাদের শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, যা ছিলো তাদের কাছে এক অজানা গন্তব্যস্থান। তাঁর চলে যাওয়ার ঠিক আগে, বাহাউল্লা শহরের প্রান্তবর্তী একটি বাগানে গেলেন। অস্থায়ী আস্তানার জন্য তাঁর তাবু খাটালেন এবং বারো দিন ধরে অজস্র দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনা জানালেন, যারা তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিলো। বাব্-এর অনুগামীবৃন্দ বিষাদমগ্ন হয়ে এই বাগানে এলো; এদের মধ্যে অনেকে বাহাউল্লা'র এই পরবর্তী পর্যায়ের নির্বাসনে তাঁর সঙ্গী হতে এসেছিলে, যদিও এর মধ্যে অনেককেই থেকে যেতে হয়েছিলো এবং তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা এরকম ছিলো না যে, এইরকম একটি ঘটনা বিষাদময় হয়ে উঠুক। তাঁর সীমাহীন বদান্যতায় দুয়ারগুলি বিরাট আকারে উন্মুক্ত হলো, এবং বাহাউল্লা তার চারপাশে সমবেত মানুষদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে বাব্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—তিনি যাঁকে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ গোচর করবেন। বিষাদ সীমাহীন আনন্দ এনে দিলো, হৃদয়গুলি উজ্জীবিত হলো এবং আত্মাগুলি তাঁর ভালোবাসার আগুনে প্রজ্জ্বলিত হলো। এপ্রিলের এই বারোদিন সময়কাল সর্বত্র রিজভান উৎসব হিসেবে পালিত হয়, বাহাউল্লা কর্তৃক তাঁর বিশ্বব্যাপ্ত মিশনের ঘোষণার বার্ষিক অনুষ্ঠান।

কনস্টান্টিনোপল ছিলো অটোমান সাম্রাজ্যের আসন। এখানে আবার, ঠিক চারমাস সময়কালের পর থেকে সমস্তটায়, বাহাউল্লাহ'র প্রজ্ঞা এবং ব্যক্তিগত মাধুর্য বর্ধিত সংখ্যায় মানুষকে আকর্ষণ করতে শুরু করলো। ''তাঁর আর বেশীদিন অবশ্যই থাকা ঠিক হবে না।" উগ্র মুসলিম যাজক চাপা ধ্বনি প্রকাশ করলো। এবং কর্তৃপক্ষদের বোঝাতে শুরু করলো তাঁকে আদ্রিয়ানোপোল শহরে নির্বাসনে পাঠাতে। আদ্রিয়ানোপোল, যেখানে তিনি সাড়ে চার বছর রয়ে গেলেন, বাহাউল্লা বিশ্বের রাজাদের এবং শাসকদের প্রতি ফলকলিপি লিখে পাঠালেন অত্যাচারের বিভিন্ন দিকগুলি বাতিল করতে এবং তাদের জনগণের মঙ্গলকার্যে নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানালেন। এরপর তাঁর শত্রুরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাস্তির কল্পনা করলো। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে আক্কায় পাঠাতে হবে, যা সেই সময় সমগ্র সাম্রাজ্যে নিকৃষ্টতম বন্দী শিবির হিসেবে পরিচিত ছিলো? ''নিশ্চিতভাবে ওই বন্দি-শহরের বেদরদী অবস্থাসমূহ শেষ হয়ে যাবে," ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা চিন্তা করলো, যারা ভেবেছিলো যে, এইভাবে তারা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত পরিকল্পনাকে রদ করবে।

যে কষ্টকর দিনগুলি বাহাউল্লা আক্কাতে ভোগ করেছিলেন, মনে হলে তা ছিল অগুনতি। সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো এবং দিনরাত তাঁকে শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে হতো। কিন্তু অবস্থাসমূহ ক্রমশ আক্কার অধিবাসীবৃন্দ এবং এখানকার সরকার অল্পসংখ্যক বাহাইদের নির্দোষিতার কথা বুঝতে পেরেছিলো, যারা ওই শহরে নির্বাসনে ছিলো। আর একবার, জনগণ, এই অসাধারণ ব্যক্তির প্রজ্ঞা এবং ভালোবাসায় আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, এমনকি যদিও, অধিকাংশ মানুষ তাঁর মহান লক্ষ্য বুঝতে অসমর্থ ছিলো। প্রায় নয় বছর পর, বন্দি-শহরের দরজাগুলি বাহাউল্লা এবং তাঁর অনুগামীদের জন্য উন্মুক্ত হলো। তাঁর প্রিয় পুত্র আবদু'ল-বাহা তাঁর পিতার জন্য শহরের প্রাচীরের বাইরে একটি সম্ভ্রান্ত জায়গায় পিতার বসবাসের ব্যবস্থা করলেন, এবং অবশেষে আবদু'ল-বাহা'র পক্ষে পল্লী অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব হলো। যেখানে

বাহাউল্লা তাঁর জীবনের শেষ তেরো বছর অপেক্ষাকৃত শান্তি এবং নিস্তরঙ্গতায় কাটাতে পেরেছিলেন। এখন আমরা বাড়িটিকে ম্যানসন অফ্ বাহজি হিসেবে জানি এবং সেখানে তাঁর মহিমাময় রূপের এবং গৌরবের উচ্চতায় ১৮৯২ সালের মে মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বাহাউল্লা সর্বজনীন শান্তি এবং সৌহার্দ্যের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের বাণী প্রকট করেছিলেন। যদিও তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের শক্তিগুলি একত্রিত করেছিলো। তিনি তাদের বিপক্ষে জয়লাভ করেছিলেন, কারণ ঈশ্বর তেহরানের অন্ধকূপে শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার সময় তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবনকালে, তাঁর বার্তা হাজার হাজার মানুষের হৃদয়গুলি সঞ্জীবিত করেছিলো। এবং আজ, তাঁর শিক্ষাবলী বিশ্বব্যাপী নিয়ত বিস্তার লাভ করছে। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে কোনোকিছু তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না, যা হলো মানবজাতিকে একটি সর্বজনীন ধর্মে একত্রিত করা।

বাহাউল্লা'র জীবন নিয়ে উপরের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। নীচের অনুশীলনীতে যাওয়ার আগে, তোমাদের নিজেদের গ্রুপে বর্ণনাটির অনুচ্ছেদ পর পর পড়া উচিত এবং একে অপরে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করতে হবে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিষয়বস্তু ভালোভাবে শিখতে এবং সেটি অনায়াসে উপস্থাপন করতে পারবে। নীচের মানচিত্র তোমাদের বাহাউল্লার নির্বাসনসমূহের যাত্রাপথ এবং সমস্ত পথ জুড়ে হওয়া ঘটনাগুলি মনে রাখতে সাহায্য করবে।

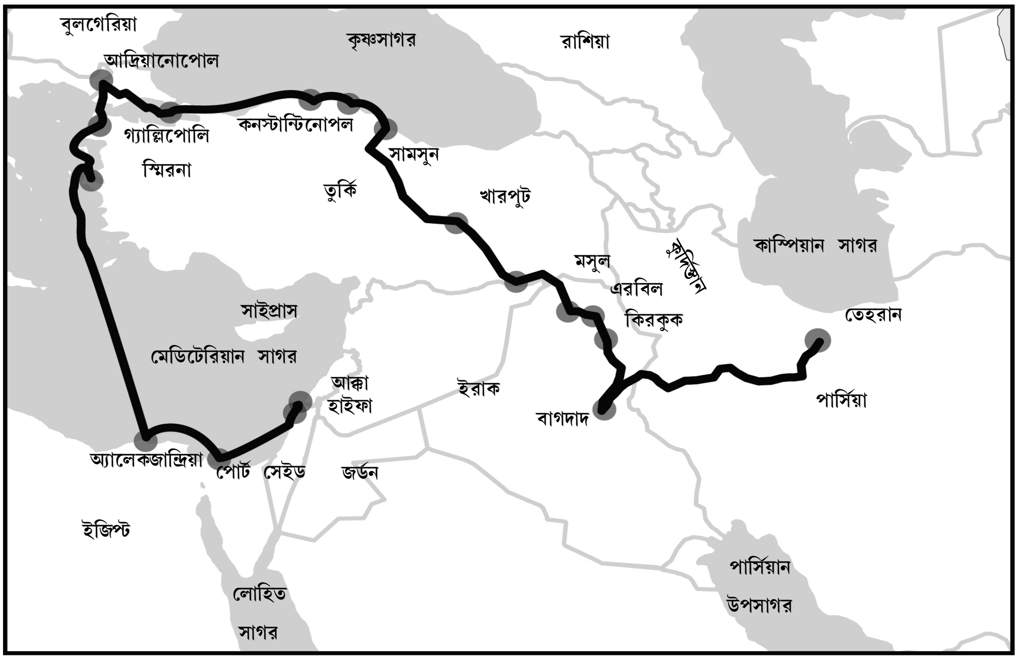

১। উপরের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে বাহাউল্লা'র জীবনের নীচের প্রধান ঘটনাগুলির বিবরণ নীচের শূন্যস্থানে লেখা তোমাদের পক্ষে সাহায্যকারী হতে পারে।

২। বাহাউল্লা'র জীবনের ভাবনা ঘিরে একটি অলোচনায়, অনেকরকম ধারণাসমূহ, যা নিম্নরেখাঙ্কিত করা প্রয়োজন, ঘটনাসমূহের বিন্যাসের বাইরে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, মানবজাতির জন্য ভালোবাসার কারণে তাঁর কষ্ট সহ্য করা এবং বিরুদ্ধতার মুখে তাঁর ধর্ম কর্তৃক অর্জিত অসাধারণ বিজয়লাভের উপর চিন্তা করা। যেন এই কথাগুলি আমাদের হৃদয় এবং মনে খোদাই করে লেখা থাকেঃ

"সুপ্রাচীন সৌন্দর্য মানবজাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে সম্মত হইয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্ব যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য এই দুর্ভেদ্য কারাগারে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদনার পাত্র হইতে তিনি তলদেশ পর্যন্ত পান করিয়াছেন যাহাতে এই পৃথিবীর সমস্ত স্থায়ী মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। ইহা তোমাদের প্রভুর অনুকম্পা, যিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও পরম করুণাময়; হে ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসীগণ, অপদস্থতা আমরা স্বীকার করেছি, যাহাতে তোমরা মর্যাদাপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং বহুবিধ যন্ত্রণা আমরা সহ্য করিয়াছি যাহাতে তোমরা উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার। তোমরা চেয়ে দেখ, যাহারা ঈশ্বরের সহচর হইয়াছে, তাহারা তাঁহাকে এই জনশূন্য নগরীতে নিক্ষেপ করিয়াছে, যিনি এই পৃথিবীকে নবরূপে নির্মাণ করিতে আসিয়াছেন।"[১০]

৩। যখন আমরা বাহাউল্লার কষ্টভোগের কথা আলোচনা করি, আমাদের তাঁকে তাঁর শত্রুদের সামনে একজন অসহায় শিকার হিসেবে উপস্থাপন করার বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তিনি স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন মানবজাতিকে মুক্ত করার বাসনায়। তাঁর জীবনের আখ্যান, যদিও বিরাট মাপের দুঃখভোগের বর্ণনায় তা ছিলো পরিপূর্ণ, যা ছিলো এক অর্থে জয়ের নিগলিতার্থ। তোমাদের গ্রুপের শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে, তোমাদের শিক্ষালাভের উপর ভিত্তি করে বাহাউল্লা'র দুঃখভোগের এবং বিজয়লাভের একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তৈরি করতে পারো? নীচের প্রশ্নগুলি তোমাদের সাহায্যকারী হতে পারে।

ক) কেন বাহাউল্লা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন? ______

খ) কেন বাহাউল্লা বন্দী হতে চেয়েছিলেন? ______________________________

____

গ) কেন বাহাউল্লা দুঃখের পেয়ালা পান করেছিলেন? ______________________________

____

ঘ) কেন বাহাউল্লা হেয় প্রতিপন্ন হতে চেয়েছিলেন? ______________________________

____

ঙ) কেন বাহাউল্লা এতো বেশি যন্ত্রণাসমূহ ভোগ করেছিলেন? ______________________________

____

চ) বাহাউল্লা কষ্টভোগ মেনে নিতে চেয়েছিলেন কারণ অন্যকিছু করার ব্যাপারে তিনি শক্তিহীন ছিলেন।

____

ছ) যদি বাহাউল্লা তাঁর শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তিহীন ছিলেন না, তাহলে কেন তিনি দুঃখভোগ গ্রহণ করেছিলেন? ______________________________

____

পরিচ্ছেদ ৭

সানচেজের বাড়িতে অ্যালেজান্দ্রার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ প্রথমবারের মতোই আনন্দপূর্ণ ছিলো। মিঃ এবং মিসেস সানচেজ ইতিমধ্যে বাহাউল্লা'র জীবনের ঘটনা বিষয়ে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন, অন্যদিকে তারা অ্যালেজান্দ্রার উপস্থাপনায় আরও জানতে পেরে আনন্দিত এবং তাঁর দুঃখভোগের বর্ণনায় স্পষ্টত ব্যথিত। ''মনে হয়", একটা সময়ে মিসেস সানচেজ ভাবলো ''ঈশ্বরের মহাপ্রকাশসমূহ সবসময় তাদের হাতে কষ্টভোগ করেছেন, যারা নেতৃত্বের জন্য এবং পার্থিব ক্ষমতাপিপাসু"। অ্যালেজান্দ্রার মনে হলো যে, তার মুখস্থ করা উদ্ধৃতিটি ওদের সামনে বলার এটা উপযুক্ত সময়—যা তোমরাও, আগেকার পরিচ্ছেদ থেকে পড়ে জানতে পেরেছো—যেখানে বাহাউল্লা মানবজাতির দুর্দশার কারণে তাঁর কষ্ট সহ্য করার কথা বলেছেন, যাতে আমরা নিপীড়ন থেকে মুক্ত হতে পারি এবং স্থায়ী সুখ অর্জন করতে পারি। ওই তিন বন্ধুরা সেই দিনের আলোচনায় উজ্জীবিত হলো।

পরবর্তী সাক্ষাৎ নিয়ে মনে মনে চিন্তা করতে করতে, অ্যালেজান্দ্রা তাড়াতাড়ি ইতি টেনে বললো যে, আবদু'ল-বাহা'র লক্ষ্যের ভাবনাটি স্বাভাবিকভাবে পরবর্তী আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। বিষয়গুলি হলো এই, যা সে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবেঃ

> বাহাউল্লা'র জ্যেষ্ঠপুত্র আবদু'ল-বাহা মানব ইতিহাসে একজন অত্যন্ত চমৎকার মাপের ব্যক্তি ছিলেন, এবং অন্য কোনও ধর্মে তাঁর মতো এইরকম বিশিষ্ট ব্যক্তি পাবো না। তিনি তাঁর পিতার দিব্য লক্ষ্য চিনতে পেরেছিলেন শৈশবাবস্থায়, এবং তাঁর নির্বাসন এবং কষ্টভোগের সময়। তাঁর চলে যাওয়ার পর বাহাই সমাজ আবদু'ল-বাহা'র দায়িত্বভারে এবং সুরক্ষায় বেড়ে উঠেছিলো। আমরা কোনওদিন সম্পূর্ণভাবে এই তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি যে, কি বিপুল বদান্যতা মানবজাতির উপর বাহাউল্লা আমাদের শুধু তাঁর অত্যন্ত সুমহান প্রকটীকরণ দিয়েই নয়, তাঁর পুত্রকেও প্রদান করেছিলেন, যাঁর জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, বিশ্বজগৎ সঠিক দিশাপ্রাপ্ত এবং দীপ্ত হয়ে উঠবে।
>
> যখন আমরা আবদু'ল বাহার জীবন এবং উক্তিগুলি অধ্যয়ন করি, আমরা চমকপ্রদ লক্ষ্যের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, যা তাঁর ন্যায়বিধানে ছড়িয়ে আছে। এই লক্ষ্যের তিনটি অভিব্যক্তিসমূহ আমাদের মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম হলো, আবদু'ল-বাহা হলেন বাহাউল্লা'র ইচ্ছাপত্রের কেন্দ্রবিন্দু। বাহাউল্লা তাঁর অনুগামীদের তাদের হৃদয়গুলি সেই কেন্দ্রের দিকে নিয়োজিত করতে এবং তাতে অনুগত হতে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছাপত্র এবং বিধানে আবদু'ল-বাহা শোঘী এফেন্দীকে ধর্মের অভিভাবক হিসেবে নামকরণ করেছিলেন, সেটি হবে কেন্দ্রবিন্দু, যার প্রতি সকলে তাঁর চলে যাওয়ার পর অনুগত থাকবে। আজ, এই কেন্দ্রীয় অংশ হলো সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয়, যা বাহাউল্লা'র সুস্পষ্ট আদেশ, এবং 'আবদু'ল-বাহার এবং অভিভাবকের স্পষ্ট পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থাপিত হয়েছে। ইচ্ছাপত্রের শক্তি বাহাই সমাজকে একত্রে ধরে রাখে এবং একে বিভক্তিকরণ এবং বিভাজন থেকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, 'আবদু'ল-বাহা হলেন বাহাউল্লা'র উপদেশের অভ্রান্ত ব্যাখ্যাতা। বাহাউল্লা'র প্রকটীকরণ এত মহান, এত সুগভীর তাঁর উচ্চারিত শব্দসমূহের অর্থগুলি, যে তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন একজন ব্যাখ্যাতা রেখে যাওয়ার। একজন যিনি স্বয়ং অনুপ্রেরণা জোগাবেন। এইভাবে, আসন্ন প্রজন্মসমূহে, মানবজাতি বাহাউল্লা'র শিক্ষাগুলি বুঝতে পারবে, অসংখ্য ফলকলিপিতে আবদু'ল-বাহা'র ব্যাখ্যাসমূহ এবং তাঁর উক্তিগুলির অকৃত্রিম অনুলিপিসমূহ অধ্যয়ন করবে। আবদু'ল-বাহা'র পর, অভিভাবক হলেন বাহাউল্লা'র শিক্ষাসমূহের ব্যাখ্যাতা; এবং তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং বাহাউল্লা'র উপদেশসমূহের ন্যায়বিধানের অবশিষ্টাংশের ব্যাখ্যা করার আইনসম্মত অধিকার অন্য কারোর নেই।

বিগত দিনে, সকল ধর্মে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে নেওয়া অনুচ্ছেদসমূহের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলিতে বিভাজনে ক্লিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই ন্যায়বিধানে, যখন বাহাউল্লা'র একটি উক্তির অর্থ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, সকলে আবদু'ল-বাহা এবং অভিভাবকের ব্যাখ্যাগুলির মুখাপেক্ষী হয়। যদি অনিশ্চয়তা থেকে যায়, যে কেউ সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয়ের মুখাপেক্ষী হতে পারে। এরপর, উপদেশাবলীর অর্থ বিষয়ে মতবিরোধের কোনও স্থান নেই, এবং ধর্মের একতা এইভাবে সুরক্ষিত রয়েছে।

তৃতীয়ত, আবদু'ল-বাহা হলেন তাঁর পিতার শিক্ষাবলীর নির্ভুল দৃষ্টান্ত। যদিও আমরা এই পর্যায়ের সঠিকতায় পৌঁছবার আশা করতে অক্ষম, আমাদের সবসময় আমাদের চোখের সামনে তাঁকে রাখতে হবে এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার প্রচেষ্টা করতে হবে। যখন আমরা রচনাসমূহে ভালোবাসা বিষয়ে পড়ি, আমরা আবদু'ল-বাহা'র দিকে তাকাই। আমরা দেখবো ভালোবাসা এবং দয়ার সঠিক মর্মার্থ। যখন আমরা পবিত্রতা, ন্যায়, যথার্থতা এবং উদারতা বিষয়ে পড়ি, আমরা তাঁর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে তাঁর জীবন নিয়ে চিন্তা করি, আমরা দেখবো কিভাবে তিনি এইসব গুণাবলী চূড়ান্ত ত্রুটিহীনতায় প্রকাশ করেছিলেন।

অবশ্যই, আবদু'ল-বাহা'র জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁর বশ্যতা। আবদু'ল-বাহা'র নামের অর্থ হলো '''বাহা'র সেবক,'' এবং এইটি ছিল অন্য সবকিছু থেকে পছন্দের উপাধি, যা তাঁর প্রতি আরোপিত হয়েছিলো। আবদুল-বাহা'র নীচের উক্তিগুলি হলো সেবার প্রতি তাঁর আকুল বাসনাঃ

''আমার নাম আবদু'ল-বাহা। আমার যোগ্যতা আবদু'ল-বাহা। আমার সত্যতা আবদু'ল-বাহা। আমার প্রশংসা আবদু'ল-বাহা। আশীষপূতঃ উৎকর্ষের প্রতি ক্রীতদাসত্বই আমার মহিমান্বিত ও দীপ্তিমান রাজমুকুট, এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি গোলামীই আমার চিরস্থায়ী ধর্ম...। আবদু'ল-বাহা ব্যতিরেকে অন্য কোনো নাম, উপাধি, বর্ণনা, প্রশংসা না আমার আছে, না কোনোদিনও হবে। ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। ইহাই আমার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা, ইহাই আমার শাশ্বত জীবন। ইহাই আমার চিরস্থায়ী মহিমা।''[১১]

স্পষ্টতঃ অ্যালেজান্দ্রা যেই পরিকল্পনাগুলি তার পরবর্তী সাক্ষাতে সানচেজদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছে, সেটি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের বিষয়ে পরিচয় করানোর বেশী কিছু ছিলো না। এই ন্যায়বিধানে আবদু'ল-বাহা কর্তৃক অধিকার করা লক্ষ্যের প্রতি মর্যাদাদান, যা আগামী বছরগুলিতে নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে। তোমাদের জীবনে, যখন তোমরা সেবার পথে পদচারণা করবে, তোমাদের তাঁর দৃষ্টান্তগুলি মনে আনবার এবং তাঁর

উক্তিগুলি বিবেচনা করার সুযোগসমূহ আসবে। ইতিমধ্যে, বিগত ইউনিটে, তোমরা নিজেরা তাঁর উক্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছো, এবং সর্বসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং তাঁর ফলকলিপিসমূহে যেভাবে তিনি ভাবনাগুলি তুলে ধরেছিলেন সেইভাবে প্রকাশ করতে তোমাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখনকার জন্য, তাঁর লক্ষ্যের বিষয়ে তোমাদের বর্তমান উপলব্ধি দৃঢ় করতে, তোমাদের গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে উপরে উল্লিখিত প্রধান দিকগুলি পরামর্শ করা উচিত এবং সেগুলি ভালোভাবে বলার অভ্যাস করতে হবে। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের উপর বিবেচনা সেবার পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাগুলিতে তোমাদের অনুপ্রেরণা দেবে।

পরিচ্ছেদ ৮

একটি প্রশ্ন যা অ্যালেজান্দ্রার মনে রয়েছে সানচেজের বাড়িতে সাক্ষাৎ করবার পরবর্তী সময় জুড়ে, সেটি হলো, আলোচনার কোন বিষয়বস্তুগুলি তাদের সবথেকে বেশি প্রতিবেশীকুলে সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ার সুনিশ্চিত এবং কর্মঠ প্রবক্তা হতে সাহায্য করবে। একদিকে, বিষয়বস্তুসমূহ আছে, যেমন প্রার্থনা, আত্মার অমরত্ব এবং ঈশ্বরের ভালোবাসায় অবিচলতা, যা সে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার আশা রাখে, যাতে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তিগুলি অবশ্যই নিয়ত শক্তিশালী হতে থাকে। অন্যদিকে এই ধরনের সমাজের একটি কল্পদৃশ্য লাভ করা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, যার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে এবং জানা যে, এর উপলব্ধিতে তারা মূল্যবান অবদান রাখতে পারে। মিঃ এবং মিসেস সানচেজের সঙ্গে আবদু'ল-বাহা'র পদমর্যাদা বিষয়ে কথাবার্তার সময় অ্যালেজান্দ্রা ক্রমশ বুঝতে পারে, তার পরবর্তী সাক্ষাতের মূল-ভাবনাটি কিরকম হওয়া উচিত। ''মানুষকে একতাবদ্ধ করতে ধর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যথেষ্ট স্পষ্টতা আছে,'' সে মনে করলো। ''সেই কারণে, হয়তো যে মূল বিষয়বস্তু এখন আমাদের অন্বেষণ করতে হবে, তা হলো কিভাবে একটি একতাবদ্ধ সমাজ নির্মাণ করতে হবে এবং তা ধরে রাখতে হবে।''

অ্যালেজান্দ্রা তার চতুর্থ সাক্ষাৎকার ক্রিয়াকলাপগুলির বর্ণনা দিয়ে শুরু করলো, যা বর্তমানে প্রতিবেশী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ছোট দল হাতে নিয়েছে। ''যেভাবে আমাদের সংখ্যা বাড়ছে,'' সে ব্যাখ্যা করলো, ''আমাদের সকলের অবশ্যই সবথেকে চ্যালেঞ্জিং যে দায়িত্ব নিতে হবে, তা হলো আমাদের উক্তিসমূহে, আমাদের চিন্তাভাবনায় এবং ক্রিয়াকলাপসমূহে আরও বেশী একতাবদ্ধ হওয়া। এরপর, যদি আমরা সহমত হই, আজ আমরা একসঙ্গে একতার মূলভাবনা অন্বেষণ করতে পারি।''

''আমাদের সমাজের উন্নয়নে একতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ''মিসেস সানচেজ উত্তর দিলো।

''এবং আসলে সেটি বাহাউল্লা'র একতা বিষয়ক বার্তা, যা তাঁর শিক্ষাবলীর প্রতি আমাদের হৃদয়গুলিকে আকৃষ্ট করেছে,'' মিসেস সানচেজ বললো।

''আমি বেশ কিছু ভাবনাসমূহ পছন্দ করেছি এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি উদ্ধৃতি খুঁজে পেয়েছি'', অ্যালেজান্দ্রা বললো। ''তোমরা যদি কিছু না মনে করো, আমরা একটার পর একটা সেগুলি পড়ে আলোচনা করতে পারি।''

নীচে অ্যালেজান্দ্রার ভাবনাগুলি দেওয়া হলোঃ

- আমাদের সমাজকে প্রকৃত একতাবদ্ধ হতে, আমাদের সকলকে অবশ্যই দ্বন্দ্ব এবং বিতর্ক এড়িয়ে যেতে হবে। বাহাউল্লা উল্লেখ করেছেন।

''ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিচ্ছেদ ও অনীহা ব্যতীত অপর কিছুই নাই যাহা বর্তমান যুগে এই ধর্মের বড় ধরনের কোনো ক্ষতিসাধন করিতে পারে। ঈশ্বরের শক্তি ও তাঁহার সার্বভৌম সাহায্যের মাধ্যমে তাহাদের ত্যাগ কর এবং ঐক্যসাধনকারী, সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বরের নামে মানুষের হৃদয়গুলি তোমরা একত্রে সংযুক্ত করিতে কঠোরভাবে চেষ্টা কর।''[২]

- আমাদের সমাজের সকলের জন্য থাকবে ভালোবাসা, একটি ভালোবাসা যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসার প্রতিফলন, আবদু'ল-বাহা বলেনঃ

"পূর্ণাঙ্গভাবে ঐক্যবদ্ধ হও, একে অন্যের প্রতি কখনও রাগান্বিত হইও না ... ঈশ্বরের নিমিত্ত সৃষ্ট জীবগণকে ভালবাস তাহাদের নিজেদের জন্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বরের জন্য তাদের ভালোবাসো তবে তুমি কখনোই রাগান্বিত হবে না বা অধৈর্য হবে না। মানবজাতি পূর্ণ নহে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অপূর্ণতা আছে। তুমি যদি তাহাদের প্রতি তাকাও তাহা হইলে সকল সময়ে অসুখী হইবে। কিন্তু তুমি যদি ঈশ্বরের দিকে তাকাও তাহা হইলে তুমি তাহাদের ভালবাসিবে এবং তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইবে, কারণ ঈশ্বরের জগৎ হইল পূর্ণতার ও সম্পূর্ণ ক্ষমার জগৎ।"[১৩]

- যদি পরস্পরের জন্য সকল ভালোবাসা আমরা অনুভব করি, উদ্বেগসমূহ আমাদের মধ্যে দেখা দেয়, আমাদের তৎক্ষণাৎ আবদু'ল-বাহা'র পরামর্শ মনে করতে হবেঃ

  "আমি তোমাদের সকলকে আদেশ দিতেছি যে, প্রত্যেকে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের সকল চিন্তাগুলিকে ভালোবাসা ও ঐক্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত কর। যখন যুদ্ধের ভাবনা আসে তখন তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী শান্তির ভাবনা দ্বারা প্রতিরোধ কর। ঘৃণার মনোভাবকে অধিকতর শক্তিশালী ভালবাসার মনোভাব দ্বারা অবশ্যই ধ্বংস করিতে হইবে।

  "যুদ্ধের ভাবনা সমস্ত সমন্বয়, কল্যাণ, সন্তোষ ও প্রশান্তিকে ধ্বংস করে এবং ভালবাসার ভাবনা ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, শান্তি ও সুখ গঠনে সাহায্য করে।"[১৪]

- এবং যদি, সেটি নিয়ন্ত্রণ করার সকল চেষ্টার পর, আমরা দেখি আবেগসমূহ আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং নিজেদের অন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়, আমাদের আবদু'ল-বাহা'র এই কথাগুলি নিজেদের মনে করাতে হবেঃ

  "যদি তোমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্যের উদয় হয় আমাকে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিবে এবং আমার নিমিত্ত আমার আবির্ভাবের ও দীপ্তিমান ধর্মের প্রতি তোমার ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ একে অন্যের দোষ-ত্রুটিগুলিকে উপেক্ষা করিবে।"[১৫]

- অন্যদের দোষত্রুটিগুলি এড়িয়ে যাওয়ার আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা, তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলী দৃষ্টিগ্রাহ্য করা এবং আড়ালে নিন্দা করার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করা হলো অনৈক্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। আড়ালে নিন্দার প্রবৃত্তি অবদমিত করা সহজতর, যখন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাদের ত্রুটিগুলি দেখার চেষ্টা করি যাদের আমরা ভালোবাসি এবং আমাদের একটি পাপ-ঢাকার দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকাতে কোনও অসুবিধা হয় না, আবদু'ল-বাহা বলেছিলেন।

  "ত্রুটিপূর্ণ চক্ষু দোষ-ত্রুটি অবলোকন করে, যে চক্ষু দোষ ত্রুটি ঢাকিতে পারে সে আত্মাগুলি সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি তাহাদের সৃষ্টি করিলেন, প্রশিক্ষণ দেন এবং তাহাদের জন্য যোগান দেন। সামর্থ্য ও জীবন, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি প্রদান করেন; সুতরাং তাহারা হইতেছে তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন। তোমরা অবশ্যই সকলকে ভালবাসিবে এবং প্রত্যেকের প্রতি দয়ালু হইবে, দরিদ্রের প্রতি যত্ন লইবে, দুর্বলকে রক্ষা করিবে, অসুস্থকে নিরাময় করিবে। অজ্ঞানীকে শিখাইবে এবং শিক্ষিত করিয়া তুলিবে।"[১৬]

- বাহাউল্লা উপদেশ দিয়াছেনঃ

  "হে আমার সিংহাসনের সহচর! মন্দ শুনিও না এবং মন্দ দর্শন করিও না, নিজেকে হেয় করিও না, অথবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিও না বা রোদন করিও না, মন্দ কথা বলিও না যাহাতে তোমাকে শুনিতে না হয় ইহা তোমার প্রতিও বলা হইয়াছে; এবং অপরের দোষ-ত্রুটিকে অতিরঞ্জিত করিও না যাহাতে তোমার নিজ দোষ-ত্রুটি বৃহৎ হইয়া না উপস্থিত হয়। কাহারও অমর্যাদা কামনা করিও না যাহাতে তোমার অমর্যাদা না প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতঃপর, একটি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের কর্মজীবনের দিনগুলিতে তুমি নির্মল মন, পবিত্র চিন্তাধারা এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি লইয়া বসবাস কর যাহাতে বন্ধনহীন ও সন্তোষের সহিত পরিতৃপ্ত অবস্থায় তুমি এই নশ্বর কাঠামো পরিত্যাগ করিতে পারো এবং দুর্জ্ঞেয় স্বর্গোদ্যানের দিকে গমন করিতে পারো এবং চিরকাল শাশ্বত সাম্রাজ্যে অবস্থান করিতে পারো।"[১৭]

এবং তিনি আমাদের বলেছেনঃ

"আমার নাম উল্লেখের জন্যই আমি তোমাদের জিহ্বাকে মনোনীত করিয়াছি, ইহাকে নিন্দা দ্বারা অপবিত্র করিও না। যদি স্বার্থের অনল তোমাদিগকে বশীভূত করে, তাহা হইলে তোমাদের নিজ ত্রুটিসমূহ স্মরণ করিও এবং আমার সৃষ্ট জীবদের দোষ-ত্রুটি নহে, কারণ তোমাদের প্রত্যেকেই অপরের তুলনায় নিজ বিষয়ে অধিকতর সচেতন।"[১৮]

- একতা শুধুমাত্র দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য নয়; এবং ভালোবাসা শুধু কথায় প্রকাশ করলেই হবে না। আমরা শুধু দাবী করতে পারি যে, প্রকৃত একতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করে, যদি পরস্পরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সমাজের সেবায় রূপান্তরিত হয় এবং যদি আমাদের ক্রিয়াকলাপসমূহ একটি সহযোগিতার মানসিকতায় এবং পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আবদু'ল-বাহা আমাদের আহ্বান করে বলেনঃ

"বিশ্রাম নিও না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য, এবং আয়েস খুঁজতে চেও না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য, বরং মনে-প্রাণে পরিশ্রম করো, যাতে তোমরা কেবল বন্ধুদের মধ্যে একজনকে সেবা দিতে এবং কেবল একজন দীপ্ত হৃদয়কে আনন্দদানে সক্ষম হও। এটি হলো প্রকৃত বদান্যতা, এবং এর দ্বারা আবদু'ল-বাহা'র ললাট দীপ্ত হয়। তোমরা আমার সঙ্গী হও এবং এর মধ্যে নিজেকে সংযুক্ত করো।"[১৯]

এবং তিনি উল্লেখ করেনঃ

"মানবজাতির সর্বোচ্চ প্রয়োজনটি হল সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ। মানবের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ও সম্পর্ক যত দৃঢ় হইবে মানুষের কার্যকলাপের সর্বস্তরে নির্মাণ ও সম্পাদনের ক্ষমতা আরও বৃহৎ হইবে।"[২০]

- সফল সমাজে কর্মপ্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি হলো সকল বিষয়সমূহে সরল এবং ভালোবাসাপূর্ণ আলোচনা। আলোচনার মধ্য দিয়ে, আমরা প্রত্যেকে যখন একটি বিষয়কে দেখি, বিভিন্ন উপায়গুলি একত্রে মিলিত হয়, এবং আমরা খুঁজে পাই যে, আমাদের যৌথ প্রয়াসগুলিতে কোন পথ আমরা অনুসরণ করবো। আলোচনার মাধ্যমে, আমরা ভাবনার অভিন্নতা অর্জন করি এবং আমাদের ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি সহযোগে, আমরা আমাদের সমাজসমূহের অগ্রগতির জন্য আমরা কার্যকরী পরিকল্পনাসমূহ তৈরি করি। আবদু'ল-বাহা তাদের কথা বলেছেন, যারা পরামর্শ করেঃ

"তাদের জন্য প্রধান অত্যাবশকীয় হলো, মিলিতভাবে তারা যে পরামর্শ গ্রহণ করে, বন্ধুদের মধ্যে যেন সেটি উদ্দেশ্যের পবিত্রতায়, মানসিকতায় দীপ্তিময়, ঈশ্বর ব্যতিরেকে সবকিছু থেকে নির্লিপ্ত হয় তাঁর দিব্য সুবাসের প্রতি আকর্ষণে, তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে বিনম্র এবং বিনীত হয়, দুঃসময়ে ধৈর্য্যশীল দুঃখকষ্ট সহ্যশীল হয়, এবং তাঁর মহিমান্বিত চৌকাঠের প্রতি অধীনতা প্রদর্শন করা হয়। এইসব গুণাবলী অর্জন করা হলে, তাদের যদি উদারভাবে সাহায্য করা হয় বাহা'র অদৃশ্য সাম্রাজ্য থেকে তখন তাদের প্রতি অনুগ্রহ মঞ্জুর করা হবে।"[২১]

- ভাবনার একতা অপরিপূর্ণ থাকে, যদি সেটি কার্যকলাপের একতাতে রূপান্তরিত না হয়। একতাতে কাজ করা এই অর্থ নয় যে, আমরা সকলে একই জিনিষ করি। বিপরীতপক্ষে, একতাবদ্ধ কাজে একটি সমাজের নানাবিধ প্রতিভাগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের শক্তিগুলি বিশাল সংখ্যায় হাজির হয়, এবং এমনকি যখন আমাদের সদস্য সংখ্যা তখনও কম থাকে, আমরা তখন অর্জন করতে সমর্থ হই যা বিশ্বের অধিকাংশ বড় এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পাদন করতে অসমর্থ হয়। আবদুল-বাহা বলেনঃ

"যখনই পবিত্র আত্মাগুলি স্বর্গের শক্তি আহরণ করে, চেতনার এইরকম গুণাবলী উত্থিত হবে এবং সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাবে, সারিবদ্ধভাবে ওইসব আত্মাগুলির একজন এক হাজারের এবং ওই পরাক্রমী মহাসাগরের উত্তাল ঢেউগুলি উচ্চ সমাবেশের ঝাঁকের মতো সমান হবে।"[২২]

উপরের অংশগুলি সযত্নে পড়ার পর এবং বিষয়বস্তুটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তোমাদের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনা করার পর, তোমরা পরস্পরে ভাবনাটি উপস্থাপন করার অভ্যাসে সাহায্য করতে পারো, যা তোমরা আগেকার তিনটিতে প্রচেষ্টা করেছো।

১। নীচের অনুশীলনীগুলি তোমাদের প্রচেষ্টাতে সাহায্যকারী হতে পারেঃ

(ক) আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে ____________________ দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি আর অন্যকিছু প্রদান করতে পারে না।

(খ) আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য এবং ____________________ বিতর্ক, বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি আর অন্যকিছু প্রদান করতে পারে না।

(গ) আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি আর ____________________।

(ঘ) আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, বিচ্ছেদ এবং ____________________ থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি আর অন্যকিছু প্রদান করতে পারে না।

(ঙ) আজকের দিনে ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব, ____________________ বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি অন্যকিছু আর প্রদান করতে পারে না।

(চ) আজকের দিনে, ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক ____________________ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ধর্মের বেশি ক্ষতি অন্যকিছু আর করতে পারে না।

(ছ) আজকের দিনে, ঈশ্বরের প্রিয়জনদের মধ্যে মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক, বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যতার থেকে ____________________ বেশি ক্ষতি অন্য কিছু আর করতে পারে না।

২। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আবদু'ল-বাহা বলেনঃ

(ক) আমাদের অবশ্যই সঠিক ______________ বাস করতে হবে।

(খ) আমাদের অবশ্যই কখনও ______________ দ্বারা ______________।

(গ) আমাদের অবশ্যই ______________ এবং নিজেদের জন্য নয়।

(ঘ) আমরা কখনও ______________ অথবা ______________ যদি আমরা মানুষকে ______________।

(ঙ) মানবজাতি ______________ হয় না।

(চ) আমরা সবসময় ______________ হবো, যদি আমরা ______________ সামনের দিকে তাকাই।

(ছ) যদি আমরা সামনের দিকে তাকাই ______________ আমরা ______________ মানুষকে এবং তাদের প্রতি ______________।

৩। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে আবদু'ল-বাহা আমাদের বলেনঃ

(ক) আমাদের অবশ্যই প্রত্যেককে আমাদের হৃদয়ের সকল ভাবনাগুলি ______________ এবং ______________।

(খ) যখন যুদ্ধের চিন্তা সামনে আসে, আমাদের ______________ দ্বারা এর বিরুদ্ধতা করতে হবে।

(গ) ঘৃণার ভাবনাগুলি ______________, ______________ ধ্বংস করা যেতে পারে।

(ঘ) যুদ্ধের ভাবনাগুলি সকলের জন্য ______________ ______________ ______________ ______________ এবং ______________ ধ্বংস নিয়ে আসে।

(ঙ) ভালোবাসার ভাবনাগুলি ______________, ______________, ______________, এবং ______________ গঠনমূলক।

৪। যখন তোমরা সমাজে তোমাদের এবং অন্যদের মধ্যে মতানৈক্যসমূহ দেখতে পাও, সেইসময় তোমাদের কি করা উচিত? ____

____

____

____

৫। আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা বর্ণনা করো, যা তোমাদের সমাজে ঐক্যসাধনে অবদান রাখেঃ______________________

____

____

____

৬। নীচের কোনটি একতায় অবদান রাখে?

— অন্যদের দুর্বলতাগুলি দেখা

— অন্যদের ত্রুটিগুলি এড়িয়ে যাওয়া

— একজন বন্ধুকে অন্য একজনের দুর্বলতাগুলি নিয়ে মন্তব্য করা

— অন্য একজনকে খারাপ দেখাতে একটি গল্পকে অতিরঞ্জিত অথবা পরিবর্তন করা

— অন্যদের ত্রুটিগুলি নিয়ে চিন্তা করা

৭। কেন আমরা কিছু মানুষের সমালোচনা করি, যখন তারা ভুল করে, অথচ অন্যদের ক্ষেত্রে করি না একই ভুলের কারণে? ______

৮। একটি অবস্থায় একতা ধরে রাখা কী সম্ভব যেখানে মানুষ পরস্পরের আড়ালে নিন্দা করতে থাকে? কেন নয়?

৯। কারোর সম্পর্কে মিথ্যা বলা অন্যায়। কিন্তু কারো সম্পর্কে অন্যদের কাছে সমালোচনামূলক মন্তব্যসমূহ করা কী সঠিক, যা সে (পুরুষ/মহিলা) সত্যিই করেছে? ______

১০। খোশগল্প, আড়ালে নিন্দা এবং অন্যদের সমালোচনা করার মধ্যে পার্থক্য কি? ______

১১। সমাজের উপর খোশগল্প করা, আড়ালে পরনিন্দা করা এবং অনবরত অন্যদের সমালোচনা করা কি প্রভাব ফেলে? ______

১২। কিভাবে আমরা এই ত্রুটিগুলি দূর করতে পারি? ______

১৩। যেন তারা উপস্থিত রয়েছে তখন যদি আমরা সেই মানুষদের কথাই শুধু বলি, তাহলে কি হতে পারে?

১৪। শিশুদের সামনে আমরা যদি পরনিন্দা করি, তাদের উপর এর ফলে কি প্রভাব পড়বে? ______________

____

____

____

১৫। খোশগল্প করার এবং আড়ালে নিন্দা করার প্রবণতা কোথা থেকে আসে? ______________________

____

____

১৬। বাহাউল্লা আমাদের অনুরোধ করেছেন যেঃ ''যদি ব্যক্তিসত্তার আগুন তোমাকে বশীভূত করে__________ এবং যেহেতু তোমরা সকলে তার থেকে ______________________।

১৭। ভালোবাসা শুধু কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য আর কি প্রয়োজন? ______________________

____

১৮। ভালোবাসার একতা প্রসঙ্গে, আবদু'ল-বাহা আমাদের আহ্বান করেন যে, ''______________________ না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য, এবং ______________________ না, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য, বরং ______________________ যাতে তোমরা কেবল বন্ধুদের মধ্যে ______________________ এবং কেবল একজন দীপ্ত হৃদয়কে ______________________ হও।''

১৯। এবং তিনি আরও বলেন, ''তাদের জন্য প্রধান অত্যাবশ্যকীয় হলো, ______________________ সেটি উদ্দেশ্যে ______________, ______________, ______________ ঈশ্বর ব্যতিরেকে সবকিছু থেকে ______________ হয়, এবং তাঁর ______________ প্রতি ______________ করা হয়।

২০। সফল সমাজ ক্রিয়াকলাপে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি কি? ______________________________

____

২১। আবদু'ল-বাহা যারা পরামর্শ করে তাদের বলেনঃ ''তাদের জন্য প্রধান অত্যাবশ্যকীয় হলো যারা মিলিতভাবে পরামর্শ গ্রহণ করে ______________________, ______________________________ হয়, দুঃসময়ে ______________________ হয়, তাঁর মহিমান্বিত চৌকাঠের ______________________ হয়। এইসব গুণাবলী অর্জন করা হলে ______________________, ______________ হয়, বাহাই অদৃশ্য সাম্রাজ্য ______________________ করা হবে।

২২। একতার শক্তিতে কাজ করা প্রসঙ্গে, আবদু'ল-বাহা আমাদের বলেন—যখনই পবিত্র আত্মাগুলি ______________ ______________ করে, ______________ চেতনার ______________ উত্থিত হবে এবং ______________ সারিবদ্ধভাবে ওইসব ______________ এবং ওই পরাক্রমী মহাসাগরের ______________ উচ্চ সমাবেশের ______________ হবে।”

পরিচ্ছেদ ৯

মিঃ এবং মিসেস সানচেজের সঙ্গে চতুর্থবারের সাক্ষাতের সময়, অ্যালেজান্দ্রার খুব আনন্দ হলো ওদের নাতনী বিটরাইসের সঙ্গে দেখা হয়ে, যে ওদের সঙ্গে কাছাকাছি থাকা একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ওদের বাড়িতে থাকার জন্য এলো। বিটরাইস একতার বিষয়বস্তুতে খুব আগ্রহী হয়ে আলোচনায় অংশ নিলো। আলোচনার শেষ পর্যায়ে, মিসেস সানচেজ সবার জন্য কফি এবং কেক নিয়ে এলেন। এই সুযোগে অ্যালেজান্দ্রা বিটরাইস-এর সঙ্গে আরও ভালোভাবে কথাবার্তা বললো, এবং পরের দিন আবার মিলিত হয়ে প্রতিবেশী অঞ্চলে সমাজ-নির্মাণ প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিলো। ''সে হয়তো কোর্সগুলির প্রধান বিন্যাসটি পড়ার বিষয়ে আগ্রহী”, অ্যালেজান্দ্রা নিজের মনে ভাবলো। ''আমি প্রথম কিছু বই সমান তালে পড়ে যেতে সাহায্য করতে পারি। এরপর হয়তো সে একটি শিশুদের ক্লাস শুরু করতে অথবা প্রতিবেশীকূলে জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপ তৈরিতে আমাকে সাহায্য করতে চাইবে। সেইক্ষেত্রে, সে ক্রমশ গ্রুপের জন্য আরও দায়িত্ব নিতে পারবে, যেই সময়ে সে বই-৫ পড়ার জন্য সর্বতোভাবে এগিয়ে যাবে, যা ওকে একজন অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করার যোগ্য করে তুলবে।” অ্যালেজান্দ্রা ইয়ুথদের জন্য বেশ কিছু সমাবেশগুলিতে উপস্থিত থেকেছে, যা আলোচনার নির্দিষ্ট কিছু বিষয় তুলে ধরেছে, ইন্‌স্টিটিউট প্রক্রিয়ায় অনেকের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। সে ঠিক করলো, পরের দিন বিটরাইসের সঙ্গে আলোচনায় সে একই বিন্যাসের বিষয়বস্তুগুলি অনুসরণ করবে। যেভাবে আলোচনা শুরু হলোঃ

আমরা সকলেই পৃথিবীকে একটি সুন্দর স্থান হিসেবে দেখতে চাই। আমরা একটি ভবিষ্যৎ দেখতে আগ্রহী, যখন সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং মানব পরিবার সৌহার্দ্য বজায় রেখে বাস করছে। এইরকম একটি ভবিষ্যৎ একটি স্বপ্ন নয় এবং নির্মাণ করা সম্ভব, যখন আমরা আরও বেশী সংখ্যায় পৃথিবীর কল্যাণে আমাদের প্রচেষ্টা প্রয়োগে অবদান রাখবো। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়গুলির গভীরে সমাজসমূহকে সেবা করার ইচ্ছা আছে। সকলের মঙ্গলের জন্য সেবার নিঃস্বার্থ কাজগুলি হাতে নিতে যা প্রয়োজন, তা হলো আমাদের সামর্থ্যের উন্নতিসাধন।

মানবজাতির সেবায় আমরা সেবার একটি উপায় নিয়ে ভাবতে পারি যেখানে আমরা একসঙ্গে পথ চলবো। এই উপায় সকলের জন্য উন্মুক্ত। এতে প্রবেশ করতে আমরা প্রত্যেকে পছন্দ বাছাই করতে পারি এবং এই কাজে আমাদের নিজেদের গতিতে এগিয়ে যাই। আমরা এই পথে একা হাঁটি না; আমরা পাশাপাশি বন্ধুদের সেবা করি, একসঙ্গে শিখি এবং পরস্পরে সহযোগী হয়ে। আমাদের সকল পদক্ষেপগুলি আনন্দ এবং নিশ্চয়তা উৎপাদন করে, এবং আমাদের করা সকল প্রচেষ্টা দিব্য নিশ্চয়তা নিয়ে আসে।

শোনা কথাগুলি বিটরাইসের ভালো লাগছে, এবং একটি মনোরম আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার পর উঠে এলো। আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, এখানে থামা যাক এবং দুই নতুন বন্ধুদের মধ্যে হওয়া কথাবার্তা নিয়ে ভাবা যাক। অ্যালেজান্দ্রা বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যস্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিলো, যাতে ইনস্টিটিউট প্রক্রিয়াতে অংশ নিতে বিটরাইসকে আমন্ত্রণ করা যায়। ইনস্টিটিউট কর্তৃক কোর্সগুলির একটি বিন্যাস উপস্থাপিত করা হয়েছে, এবং এতে বিটরাইসকে যোগদান করার বিষয়ে সহজভাবে আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজনানুগ হবে না কেন?

____

____

পরিচ্ছেদ ১০

অ্যালেজান্দ্রা এবং বিটরাইসের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় দুই ঘন্টা অবধি চললো। নীচে উল্লেখ করা কিছু অতিরিক্ত ভাবনাসমূহ নিয়ে অ্যালেজান্দ্রার নতুন বন্ধু বিটরাইসের সঙ্গে মত বিনিময় করলো। অবশ্যই, আমরা জানি যে, সে দীর্ঘ বিরামহীন উপস্থাপনা করে না। ওই দুই ঘন্টা সময়ের বেশিরভাগটাই যে ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচিত হয়েছে, সেটি এই অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

আমরা তরুণ, আমাদের উদ্যম এবং বিশাল উদ্দীপনা আছে। মানুষ ধরে নেয় যে, আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আসলে এর উল্টো, আমরা মানবজাতির দুরাবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, এবং আমরা সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন দেখতে চাই। এবং আমাদের অবশ্যই নিজেদের জীবন নিয়েও চিন্তা করতে হবে—শিক্ষা, কাজ, বন্ধুবান্ধব, পরিবার ইত্যাদি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বছর আমরা ক্রমশ আরও দায়িত্বগুলি পালনে ব্যস্ত থাকি, আমাদের বাবা-মায়েরা আমাদের থেকে অনেক কিছু আশা করেন। কখনও কখনও, যখন আমি আমার সব দায়িত্বগুলির কথা চিন্তা করি, আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ি। সেখানে বাহাই রচনার একটি উদ্ধৃতি আমার মনে আসছে, যা আমি মুখস্থ করেছিঃ ''মানুষের জীবনে বসন্তকাল আছে এবং তা গৌরবে ভূষিত। শক্তি এবং সাহস দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যুবাকাল মানুষের জীবনে সবথেকে উৎকৃষ্ট সময় হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।"

যা আমি তোমাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে চাইছি তা হলো পৃথিবীর চারদিকের অনেক কমবয়সীরা যারা আমাদের মতো সমাজসমূহে আছে, তারা উপলব্ধি করেছে যে, তাদের জীবনীশক্তিসমূহ একটি দ্বিমুখী উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত করা যেতে পারেঃ তাদের নিজস্ব মেধাগত এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের ভার নেওয়া এবং সমাজের রূপান্তরে অবদান রাখা। আমাদের উদ্দেশ্যের এই দু'টি অভিব্যক্তিসমূহ আন্তঃসম্পর্কিত। যখন আমরা আমাদের নিজেদের সামর্থ্যগুলির উন্নতি করি। আমরা অন্যদের সেবা করতে এবং একে অন্যকে সাহায্য করতে আরও যোগ্য হয়েছি। আমরা ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছি এবং আমাদের থাকা গুণাবলীকে শক্তিশলী করেছি।

এই জায়গায়, যেখানে সেবার একটি পথের বিষয়ে আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম সেটি এসে পড়ে। এই পথচলা অনির্দিষ্ট কিছু নয়, যা আমরা শুধু আমাদের জীবনসমগ্রে যোগ করি, এটি আমরা যা করি তাতে অর্থ প্রদান করে। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের চিন্তাগুলি স্পষ্ট করতে, আমাদের পরিবারের মঙ্গলের প্রতি প্রয়োজনীয় গুণাবলী তৈরি করতে, সমাজের প্রতি সেবা আমাদের সাহায্য করে। এটি আমাদের বন্ধুত্ব শক্তিশালী করে। তুচ্ছ কিছু অর্জনের প্রয়াসগুলি দূর করে।

আমাদের আধ্যাত্মিক এবং মেধার উন্নতি সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে, আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে সজাগ থাকতে হবে, যা আমাদের প্রভাবিত করে। এর মধ্যে কিছু, যেমন জ্ঞানের, ন্যায়ের এবং ভালোবাসার শক্তিসমূহ, যা সঠিক পথে আমাদের চালনা করে, এবং আমাদের অবশ্যই এগুলির সঙ্গে নিজেদের একই সারিতে আনা শিখতে হবে। অন্যান্যগুলি, যেমন জড়বাদের এবং আত্ম-কেন্দ্রিকতার শক্তিসমূহ, বিপরীত কাজ করে এবং আমাদের এগুলিকে বাধা দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই উৎকৃষ্টতা অর্জন করতে হবে এবং আস্থা থাকতে হবে, যার ফলে আমাদের প্রচেষ্টাগুলি দিব্য নিশ্চয়তার আশীর্বাদ লাভ করবে।

এবং সমাজের রূপান্তরের প্রতি আমাদের অবদানগুলি সম্পর্কে চিন্তা করার সময়—হিংসার, দারিদ্র্যের এবং দুঃখভোগের একটি পৃথিবীকে শান্তির, সমৃদ্ধির এবং সংগতির আবহে রূপান্তরে—আমাদের অবশ্যই জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক অগ্রগতি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এছাড়াও সকল মানুষের জন্য জাগতিক অগ্রগতি অর্জিত

হবে না, যদি আমরা আধ্যাত্মিক অগ্রগতি না ঘটাতে পারি। শুধু যদি এই দু'টি হাতে হাত ধরে চলে, পৃথিবীর উন্নতি অর্জিত হবে। আর একটি উদ্ধৃতি আমি মুখস্থ করেছি, তা হলো, ''জাগতিক সভ্যতা একটি প্রদীপের মতো, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক সভ্যতা হলো, ওই প্রদীপের আলো। যদি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক সভ্যতা একত্রে মিলিত হয়, তাহলে আমরা আলো এবং প্রদীপ একসঙ্গে পাবো, এবং এর পরিণতি হবে নিঁখুত।"

সেবার পথে চলতে চলতে, আমরা ব্যক্তিবিশেষদের গ্রুপগুলির সঙ্গে কাজ করতে শিখি, বিশেষভাবে শিশু এবং যুবা, তাদের জ্ঞানার্জন, নৈপুণ্যগুলি এবং আধ্যাত্মিক গুণাবলী লাভে সাহায্য করতে। আমাদের সমাজের, ব্যক্তিবিশেষদের, পরিবারগুলির এবং সংগঠনগুলির একতার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টিও আমরা শিখতে পারি, যা একটি সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখতে চায়, তাকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। তাদের অবশ্যই একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদ্দেশ্য তৈরি করতে হবে এবং সংঘর্ষের পথগুলি ছেড়ে আসতে হবে।

পরবর্তীতে, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, যুবা হিসেবে আমরা অন্যদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তক্রিয়াসমূহের অভ্যাসসমূহ গড়ে তুলি। আমরা বন্ধু হতে চাইঃ আমাদের কাজে পরস্পরের সহযোগী হওয়া, একে অন্যের অবদানগুলি মেনে নেওয়া, একে অপরকে উৎসাহ এবং সমর্থন জানানো, প্রত্যেকের ক্ষমতাগুলি দেখা, একে অন্যকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া এবং পরস্পরের সম্পাদিত কাজগুলি নিয়ে আনন্দ উপভোগ করা। সেবার পথে চলতে গিয়ে, আমাদের অবশ্যই কাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে, আমাদের কাজগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে, একসঙ্গে পরামর্শ এবং মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে।

বিগত অল্প কিছু দশককালের আগাগোড়া; বাহাই সমাজ পৃথিবীর সব দেশে ব্যবহারিকভাবে একটি অত্যন্ত বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে সফল হয়েছে। এই ইন্স্টিটিউটসমূহ, বিভিন্ন কোর্সগুলি তুলে ধরে, যা সমাজকে সেবা করতে আমাদের সামর্থ্যগুলিকে শক্তিশালী করে। এই কোর্সগুলি পড়ার দ্বারা, আমরা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক নৈপুণ্যগুলি সেবার পথে একসাথে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে লাভ করি। যখন আমরা এদের মাধ্যমে এগিয়ে যাই, বাড়তে থাকা জটিল কাজগুলি করার জন্য আমাদের সামর্থ্য বাড়তে থাকে। সবটাতে, আমরা তাদের সঙ্গী হই, যারা আমাদের থেকে বেশী অভিজ্ঞ, এবং সময়মতো, আমরা স্বাভাবিকভাবে কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বন্ধুদের সহযোগী হই। শুরু থেকে, আমরা সবাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক রূপান্তরের প্রবক্তাসমূহ, যারা সাগ্রহে আমাদের নিজেদের শিক্ষার এবং সমাজের সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করি।

''একজন প্রবক্তা হওয়ার অর্থ চিন্তামগ্ন হয়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকা, আমাদের উদ্যোগগুলিতে নিয়ত সচেষ্ট হওয়া, এবং সকল পদক্ষেপে জ্ঞান লাভ এবং প্রয়োগ করা। সুফলগুলির শুধুমাত্র একজন নিরুদ্যম প্রবক্তা হওয়া নয়, বরং অগ্রগতিতে একজন উদ্যোগী সহায়ক হওয়া। একজন প্রবক্তা হতে, একজনকে অবশ্যই সৃষ্টিশীল এবং শৃঙ্খলাপরায়ন উদ্যোগ অভ্যাস করতে হবে। ইন্স্টিটিউট কোর্সগুলি সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রবক্তা হতে আমাদের সামর্থ্য বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

আমাদের উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে থাকা ভাবনাগুলি নিয়ে চিন্তা করতে কয়েক মুহূর্ত সময় নেওয়া উচিত। এই পরিচ্ছেদের শুরুতে যা উল্লিখিত হয়েছে, অ্যালেজান্দ্রা ভাবনাগুলি শুধু একটার পর একটা উপস্থাপন করবে না, বরং নিশ্চিত করবে যেখানে বিটরাইসের সেইসব বিষয়ে চিন্তা করার এবং আলোচনায় অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তোমাদের গ্রুপে প্রতিটি অনুচ্ছেদ আলোচনা করার সুযোগ আসার পর এবং নিজেরাই ভাবনাগুলি ভালোভাবে প্রকাশ করার বিষয়টি শেখার পর, যা তোমরা ভাবতে পারো তা হলো, বাক্যালাপ সেই বিন্দুতে পৌঁছেছে কিনা, যাতে অ্যালেজান্দ্রা রুহি ইনস্টিটিউটের কিছু কোর্সগুলির সম্পর্কে কিছু কথা আস্থা সহকারে সবাইকে বলতে পারে এবং বিটরাইসকে বই-১ এর অধ্যয়নে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। ওর জায়গায় তোমরা থাকলে কি বলতে? সেটি নীচের জায়গায় লেখো। বই-১ এবং বই-২ এর এবং সেবার যে দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে তা কিভাবে তোমরা বর্ণনা করবে? পরবর্তী বইগুলিতে আলোচিত সেবার দায়িত্বসমূহের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বিষয়ে—শিশুদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য ক্লাসে শিক্ষাদান এবং একজন জুনিয়র ইয়ুথকে অ্যানিমেটর হিসেবে দিশা নির্দেশ করার কাজটি—নিঃসন্দেহে বিটরাইসকে একটি দৃষ্টিশক্তি লাভ করতে সাহায্য করবে, ভবিষ্যতে সে কি ধরনের সেবা প্রদান করবে। এই দুটি সেবার কাজ বিষয়ে কিছু অনুচ্ছেদ লিখতে তোমাদের গ্রুপের শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন, যা অ্যালেজান্দ্রা বিটরাইসকে বই-১ পড়ার আমন্ত্রণ জানাবার সময় হয়তো বলেছিলো।

পরিচ্ছেদ ১১

দুই সপ্তাহ কেটে যাওয়ার আগে, অ্যালেজান্দ্রা সানচেজদের বাড়িতে পরবর্তী সাক্ষাৎকারে গেলো। সেই সময়, বিটরাইস একটি নিবিড় অভিযানে অংশ নিতে এবং বই-১ এর প্রথম দুটি ইউনিট পড়া শেষ করতে পারলো। সে এখন পাঁচজন বন্ধুদের একটি গ্রুপের সঙ্গে তৃতীয় ইউনিট পড়ছে, প্রতিবেশী অঞ্চলের যেখানে তারা সপ্তাহে দু'দিন মিলিত হয়। অ্যালেজান্দ্রা চিন্তা করলো যে, প্রার্থনার বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করার এটি একটি সুযোগ এবং বিটরাইসকে জিজ্ঞেস করলো সেও তাকে এই ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে কিনা। তুমি নিজে বই-১ এর দ্বিতীয় ইউনিটটি পড়েছো, সুতরাং তোমাদের কাছে ওই সাক্ষাতের সময় অ্যালেজান্দ্রা এবং বিটরাইস কর্তৃক আলোচিত বিষয়বস্তু নিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। ইউনিটটি পর্যালোচনা করার পর, তোমাদের প্রধান বিষয়গুলি শুরু করা উচিত, যা তোমাদের একটি বিষয়বস্তুকে ঘিরে আলোচনায় আলোকপাত করতে চেষ্টা করবে। নীচের অংশে তোমাদের ভাবনা লেখার জন্য দেওয়া হলো।

পরিচ্ছেদ ১২

আগামী কিছু সপ্তাহ ধরে সানচেজ পরিবারে অ্যালেজান্দ্রার যাওয়া-আসা চলতে থাকলো, এবং আরও কিছু ভাবনাগুলি আলোচনা করার একটা সুযোগ তৈরি হলো, যা স্বাভাবিকভাবে তাদের আলোচনাসমূহে প্রার্থনার তাৎপর্যের ওপর এগিয়ে চললো—যেমন আত্মার জীবন, আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উন্নয়ন, বিধিগুলির প্রতি মান্যতা এবং ঈশ্বরের অধ্যাদেশসমূহ এবং তাঁর ভালোবাসায় একনিষ্ঠ হওয়া। এক সময়, প্রশাসনিক বিন্যাসের প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়েও আলোচনা করলো, বিশেষত স্থানীয় এবং জাতীয় আধ্যাত্মিক সভাগুলি সম্পর্কে। এইসব সাক্ষাতের বিষয়বস্তুর বিষয়গুলি আমাদের এখন বিবেচনা করার দরকার নেই। তা সত্ত্বেও, দু'টি প্রশ্ন, যা চলমান আলোচনাগুলিতে প্রায়ই উঠে আসে, এরকম কিছু যার আমরা সম্মুখীন হয়েছি। প্রথমটি হলো সমাজ কর্তৃক আয়োজিত সভাগুলির প্রকৃতি এবং দ্বিতীয় হলো আর্থিক সম্পদসমূহ প্রসঙ্গে। এই পরিচ্ছেদে, আমরা সভাগুলি নিয়ে শুরু করবো। বিশেষভাবে ঊনিশ দিবসীয় সহভোজ প্রসঙ্গটি এবং পরে অর্থকরী বিষয়সমূহ।

এরপর নীচের বিষয়গুলি, ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের বিষয়বস্তুর উপর আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

- বাহাই সমাজে, সমাবেশগুলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন প্রার্থনা করা, অধ্যয়ন করা, বিশেষ উৎসবগুলি পালন করা, সমাজ বিষয়ক এবং সমাজের সেবা নিয়ে পরামর্শ করা, ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা আলোচনা করা ইত্যাদি। বাহাউল্লা নীচের অঙ্গীকারটি তুলে ধরেছেনঃ

  ''আমার জীবন ও ধর্মের শপথ! ঈশ্বরের বন্ধুগণ তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ যে-কোনো গৃহেই প্রবেশ করুন না কেন সেখান হইতে ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রশংসা বন্দনা করিবার সময় তাহাদের উচ্চারিত ধ্বনি প্রকৃত বিশ্বাসীজনে হৃদয় ও আত্মাগুলিকে এবং অনুগ্রহপ্রাপ্ত দেবদূতগণকে পরিবেষ্টন করিবে।''[২৩]

- সমাবেশগুলিতে বন্ধুদের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শোনা হৃদয়গুলিতে আনন্দ নিয়ে আসে এবং একতার বন্ধনগুলি দৃঢ় করে, তিনি এইভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। বাহাউল্লা আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঃ

  ''ইহা বন্ধুদের জন্য উপযুক্ত হইবে যে, তাহারা যে প্রদেশে বা স্থানেই থাকুক না কেন, সভাগুলিতে তাহারা বিচক্ষণতা ও বাগ্মিতার সহিত কথোপকথন করিতে এবং ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করিতে একত্রিত হইবে, কারণ ইহা ঈশ্বরের বাণী যাহা ভালবাসার আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে এবং ইহাকে বহ্নিমান রাখে।''[২৪]

  আবদুল-বাহা লিখেছেনঃ

  ''সভা-সমাবেশের আয়োজন কর এবং স্বর্গীয় রচনাবলী পাঠ কর এবং সুমধুর সুরে তাহা আবৃত্তি কর যাহাতে নগর সত্যের আলোতে প্রকাশিত হইতে পারে এবং দেশ পবিত্র আত্মার শক্তিতে সত্য স্বর্গে পরিণত হইতে পারে। কারণ এই যুগচক্র মহিমান্বিত ঈশ্বরের যুগচক্র, একত্ব এবং বিশ্ব মানবতার ঐক্যের সুর অবশ্যই পূর্ব ও পশ্চিমের কর্ণগুলিতে পৌঁছাইবে।''[২৫]

- বাহাইদের সকল সমাবেশের মধ্যে, ঊনিশ দিবসীয় সহভোজ বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাহাই ক্যালেণ্ডারে ঊনিশ মাস আছে, প্রতিটি ঊনিশ দিনের, এবং সকল অঞ্চলে, বাহাইরা একসঙ্গে মাসে একবার মিলিত হন এই সমাবেশের জন্য যা স্বয়ং বাহাউল্লা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছেঃ

  ''সত্যসত্যই ভোজ দেওয়ার নির্দেশ তোমাদের উপর দেওয়া হইয়াছে। এমনকি কেবল জল পরিবেশিত হইতে পারে; কারণ, তৎসত্ত্বেও ঈশ্বর স্বর্গীয় ও জাগতিক উভয়ের মাধ্যমে হৃদয়গুলিকে একত্রে বাঁধিতে চাহিয়াছেন।''[২৬]

- ঊনিশ দিবসীয় সহভোজে তিনটি অংশসমূহ আছে। প্রথমটি হলো ভক্তিমূলক অংশ, যখন প্রার্থনাসমূহ আবৃত্তি করা হয় এবং পবিত্র রচনাসমূহ থেকে পাঠ করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো প্রশাসনিক অংশ, যখন সমাজের বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। সামাজিক অংশ হলো তৃতীয়টি।

- আবদু'ল-বাহা'র নীচের উক্তিগুলি থেকে ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের গুরুত্বের একটি আভাষ আমরা পাইঃ

  ''হে সুপ্রাচীন সৌন্দর্যের বিশ্বস্ত সেবকগণ! প্রত্যেক যুগচক্রে এবং যুগ ধর্মে ভোজকে সুনজরে দেখা হইয়াছে এবং ভালবাসা হইয়াছে এবং ঈশ্বরের প্রেমিকজনদের জন্য টেবিল সাজানোকে প্রশংসনীয় কর্ম হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আজকের দিনে এই ধর্মের তুলনার ঊর্ধ্বে, সর্বাপেক্ষা এই উদার যুগে ব্যাপারটিকে উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে, কারণ ঈশ্বরকে আরাধনা ও মহিমান্বিত করিবার জন্য যে সমাবেশগুলি অনুষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে ইহাকে সত্যসত্যই গণ্য করা হয়। এখানে পবিত্র শ্লোক ও স্বর্গীয় গীত গাওয়া হয় এবং হৃদয় হয়ে ওঠে উজ্জীবিত ও আত্মহারা।''[২৭]

- সহভোজের প্রশাসনিক অংশের সময়ে, সমবেত বন্ধুরা নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সমাজসমূহের ক্রিয়াকলাপগুলির প্রতিবেদনসমূহ শোনে, তাদের নিজেদের সমাজে এবং সমাজের মঙ্গলসাধনে তাদের অবদান বিষয়ে এবং ধর্মের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে, সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় থেকে পাওয়া পথনির্দেশের সঙ্গে পরিচিত

হয়, তাদের পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিবেচনা করে, এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের পরামর্শগুলি নিবেদন করে। ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের সময় আলোচনাগুলি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এর উপায়ের মাধ্যমে, প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বব্যাপী বাহাই সমাজের বিষয়গুলিতে অংশ নিতে সক্ষম হয়।

- সহভোজের সামাজিক অংশ, অন্তরঙ্গতা এবং আতিথেয়তার কাল। সঙ্গীত বাজানো হয়, প্রেরণামূলক কথোপকথন চর্চিত হয়, এবং শিশুদের উপস্থাপনাসমূহ থাকে। সংক্ষেপে, সংস্কৃতির সযত্নে বাছাই করা অভিব্যক্তিসমূহ, যা তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভ্রম আনে, আনন্দপূর্ণ সহভোজের এই অংশকে সমৃদ্ধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- ঊনিশ দিবসীয় সহভোজ ধর্মের প্রশাসনিক বিন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এটি একসঙ্গে সমাজ জীবনের ভক্তিমূলক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক অভিব্যক্তি নিয়ে হাজির হয়। সব অভিব্যক্তিগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ সহভোজের সফলতা এই তিনটি উপকরণগুলির সঠিক ভারসাম্যতার উপর নির্ভর করে। ১৯৮৯ সালের অগাষ্ট মাসে লেখা একটি বার্তায়, সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় উল্লেখ করেছেনঃ

  ''বাহাউল্লা'র বিশ্বব্যবস্থা মানব সমাজের সকল শাখাকে বেষ্টন করে রেখেছে, সংঘবদ্ধ করেছে এর জীবনযাত্রার আধ্যাত্মিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহকে যা মানবের অভিব্যক্তিকে বিভিন্ন রূপে এক নতুন সভ্যতা নির্মাণের দিকে চালিত করে। ঊনিশ দিবসীয় সহভোজ এই সমস্ত দিকগুলিকে সমাজের ভিত্তিস্তরে অন্তর্ভুক্ত করে। গ্রাম, শহর ও নগরে ক্রিয়াশীল এটি এমনই একটি সংস্থা প্রতিটি বাহাইবন্ধুই যার সদস্য। একতা বর্ধিত করা, অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করা এবং আনন্দ বৃদ্ধি করাই ইহার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য।''[২৮]

- ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তাড়াহুড়ো করে করা সম্ভব নয়। প্রার্থনা এবং প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে সহভোজের জন্য তৈরি করতে হবে, এবং অনুষ্ঠানের সময় সকলকে হৃদয় এবং মন দিয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে, যে কোন অবস্থাতেই, ভক্তিমূলক লেখা পড়বার সময় অথবা উদ্ধৃতিগুলির আবৃত্তি, প্রতিবেদনগুলি পেশ করা, পথনির্দেশিকা লাভ করা অথবা পরামর্শসমূহ জানানো, যে কাজই হোক না কেন; নিমন্ত্রণকর্তার ভূমিকা অথবা সাধারণভাবে আনন্দের সঙ্গে এবং দীপ্তিতে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করা হোক না কেন। সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের উপর লেখা একই চিঠিতে উল্লেখ করেনঃ

  ''সহভোজ আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে পড়ে যথাযথভাবে পবিত্র বাণীগুলির নির্বাচন, ভাল পাঠকের উপর পূর্ব হইতে দায়িত্ব অর্পণ এবং আধ্যাত্মিক পর্বটির উপস্থাপনা ও সমাদর উভয়ের ব্যাপারে বিশিষ্ট সমাজের যোগ্য আচরণ। ঊনিশ দিবসীয় সহভোজ ঘরে বা বাইরে যেখানেই অনুষ্ঠিত হয় সেই পরিবেশের উপর মনোযোগলব্ধ অভিজ্ঞতার মনোভাবকে বৃহৎভাবে প্রভাবিত করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাস্তবসম্মত এবং শোভাপ্রদভাবে জায়গার ব্যবস্থাপনা করা, এই সবই এক মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ানুবর্তিতাও সুন্দর ব্যবস্থাপনার একটি পরিমাপ।''

  ''সহভোজের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এর ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ এবং ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের উপর। প্রিয়তম মাস্টার এই উপহরাটি দিয়েছেনঃ 'ঊনিশ দিবসীয় সমাবেশগুলির প্রতি তোমরা অতিশয় গুরুত্ব দিও যাহাতে এই উপলক্ষ্যগুলিতে ঈশ্বরের প্রেমিকজন এবং দয়ালু ঈশ্বরের সেবিকাগণ স্বর্গরাজ্যের প্রতি মুখ ফিরাইয়া মধুর সুরে প্রার্থনা করিতে পারে। ঈশ্বরের সাহায্য ভিক্ষা করিতে পারে, আনন্দিতভাবে একে অপরের অনুরক্ত হয়, এবং শুদ্ধতা ও পবিত্রতাতে, ঈশ্বর ভয়ে স্বার্থ ও আবেগের প্রতিরোধে বিকশিত হইয়া ওঠে। এইরূপে তাহারা এই পার্থিব জগৎ হইতে নিজেরাই নিজেদের পৃথক করিয়া লইবে এবং নিজেদেরকে চেতনার আবেগে মগ্ন করিবে।'''[২৯]

সবসময়ের মতো, তোমাদের বেশ কয়েকবার উপরের বিষয়বস্তুগুলি পড়া উচিত, এবং তোমাদের গ্রুপে সেগুলি আলোচনা করা উচিত, যাতে অনায়াসে তা বলা শিখতে পারো। নীচের অনুশীলনীগুলি তোমাদের ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের তাৎপর্যের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সাহায্য করবেঃ

১। বাহাউল্লা আমাদের কোন বিষয়ে আশ্বস্ত করেন, সকল বাসস্থান যেখানে বৈশিষ্ট্যসূচক হবে, যাতে আমরা প্রভুকে গৌরবান্বিত করতে মিলিত হই? ______________________________

____

২। উপরের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, বাহাউল্লা আমাদের বলেন যে, যখন আমরা আলোচনাসভাগুলিতে একত্রিত হই, আমাদের কথা বলতে হবে __________ এবং __________, এবং __________ পড়তে হবে; কারণ এটি ঈশ্বরের বাণী যা __________ এবং __________।

৩। উপরের উদ্ধৃতিতে, আবদু'ল-বাহা আমাদের সমাবেশগুলি করতে বলেন, এবং স্বর্গীয় উপদেশসমূহ আবৃত্তি এবং প্রার্থনা করার উপদেশ দেন যে,

— যে দেশে আমরা বাস করি হয়তো __________।

— যে মাটিতে আমরা বাস করি হয়তো __________

______________________________।

৪। বাহাই ক্যালেণ্ডারে কতগুলি মাস আছে? __________।

৫। প্রতিটি মাসে কতদিন আছে? __________।

৬। প্রতিমাসে একবার বাহাইদের মধ্যে কি ধরনের বিশেষ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়? __________।

৭। ঊনিশ দিবসীয় সহভোজে তিনটি অংশ কি কি? ______________________________

____

____

৮। ঊনিশ দিবসীয় সহভোজের অংশগুলি কি যে কোনও বিন্যাসে পালন করা হয়? __________।

৯। সহভোজের ভক্তিমূলক অংশের উদ্দেশ্য কি? ______________________________

____

____

____

____

১০। সহভোজের প্রশাসনিক অংশের উদ্দেশ্য কি? ______________________________

____

১১। সহভোজের সামাজিক অংশের উদ্দেশ্য কি? ______________________________

১২। সহভোজের প্রশাসনিক অংশের সময়ে আলোচনা করতে নীচের কোন বিষয়গুলি যথোপযুক্ত হবে?

— সামাজিক অধিগ্রহণের আর্থিক প্রয়োজনসমূহ

— জাতীয় ফুটবল দলের ফলাফলসমূহ

— সমাজের দু'জন সদস্যদের মধ্যে অনৈক্য কিভাবে সমাধান করা হবে

— সমাজে বাহাই শিক্ষার ক্লাসের অভ্যাস

— সমাজের সদস্যদের মধ্যে একজন এর আগের সপ্তাহে উপদেশাবলীর একটি অনুচ্ছেদের অর্থ পড়ছিলো

— সমাজে জুনিয়র ইয়ুথ কর্মসূচীর প্রাণোচ্ছলতা

— যুবাদের জন্য চাকরীতে স্থানীয় সুযোগসমূহ

— জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপগুলির জন্য সমাজের উৎসাহদান যাদের সেবা প্রকল্পগুলি জটিল হয়ে পড়েছে

— ইনস্টিটিউট কর্তৃক উন্নীত শিক্ষাগত কর্মসূচীগুলিতে শিশুদের এবং জুনিয়র ইয়ুথদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারসমূহ

— সমাজের ভক্তিমূলক নৈতিক বল দৃঢ় করা

— টেলিভিশনে প্রচার হওয়া শো-গুলির নির্ঘন্ট

— স্টাডি সার্কেলসমূহে একটি আনন্দময় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশকে উৎসাহ দিয়ে যে অন্তর্দৃষ্টিসমূহ অর্জিত হয়েছে

— আসন্ন পবিত্র দিনের উদ্‌যাপন

— সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়া থেকে উঠে আসা উদ্যোগসমূহ

১৩। নীচের প্রশ্নটি সম্পর্কে তোমাদের গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা কর। কেন সহভোজের তিনটি অংশগুলির মধ্যে ভারসাম্যতা এতো গুরুত্বপূর্ণ?

১৪। এখন নীচের দুটি প্রশ্নসমূহ আলোচনা করঃ

(ক) নিজে সহভোজের আয়োজন করতে তুমি কিভাবে তৈরি হবে?

(খ) সহভোজে শুধু অংশগ্রহণ করতে নিজেকে তুমি কিভাবে তৈরি করবে?

পরিচ্ছেদ ১৩

দ্বিতীয় প্রশ্নটি, যা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনাসমূহে প্রায়ই উঠে আসে, তা হলো, কিভাবে বাহাই সমাজ তার আর্থিক প্রয়োজনগুলির মোকাবিলা করে। এখানে কয়েকটি বিষয়সমূহ দেওয়া হলো, যা এই ধরনের প্রশ্নগুলির জবাব দিতে সাহায্য করতে পারেঃ

- যে উপকরণ, যা বাহাই সমাজের পার্থিব প্রয়োজনগুলি সামলাতে ব্যবহার করে, তা হলো বাহাই তহবিল। এটি ধর্মের প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা বিভিন্ন স্তরসমূহে তদারকি করা হয়, স্থানীয়, জাতীয়, অন্তর্দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক। বাহাইগণ বিশ্বাস করেন যে, তাদের নিজেদেরই তাদের ধর্মকে উন্নীত করতে প্রচেষ্টাসমূহের খরচগুলির দায়িত্ব নেওয়া উচিত, এবং সেই কারণে, সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে তহবিল দান গ্রহণ করে।

- তহবিলে দান করা হলো একটি স্বেচ্ছাপ্রসূত কাজ। এটি গোপনীয় এই অর্থে যে, এটি হলো ব্যক্তি এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বিষয়, দাতাদের নাম এবং অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করা হয় না। দান করার জন্য সমাজের সদস্যদের উপর কোনও চাপ দেওয়া হয় না। প্রতিষ্ঠান সাধারণভাবে সমাজকে আবেদন জানায়, তহবিলের গুরুত্ব সম্পর্কে মনে করিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনগুলির বিষয় উল্লেখ করে। একটি সমাজ নিজস্বভাবে একটি দান-বিষয়ক লক্ষ্যসীমা স্থির প্রায়ই করবে না। কিন্তু অর্থ পরিমাণ কখনও ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত হয় না, এবং টাকার জন্য মিনতি জানানো হয় না। এটি প্রত্যেক ব্যক্তির সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, মূল ভাবনার বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির ওপর, অর্থাৎ, কতটা দান করতে হবে।

- যে সভ্যতা আমরা তৈরি করতে চেষ্টা করছি, সেটি হবে একটি উন্নতিশীল সভ্যতা, পার্থিবভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে উভয়ই। সম্পদ গ্রহণযোগ্য কেবলমাত্র যদি কিছু শর্তাবলী মানা হয়। সৎ কর্মের মাধ্যমে আমাদের সেটি অর্জন করতে হবে। আমাদের মানবজাতির মঙ্গলকার্যে সেটি ব্যয় করা উচিত এবং সমগ্র সমাজকে উন্নত করতে হবে, অল্প কিছুজনের অত্যধিক ধনী হওয়া এবং অন্যদিকে বেশিরভাগ মানুষের প্রয়োজনগুলির অভাব থাকা গ্রহণযোগ্য হবে না, বাহাউল্লা আমাদের বলেছেনঃ

  "মানবের মধ্যে তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহারা তাহাদের পেশার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিয়া তারা নিজেদের জন্য এবং সর্বলোকের প্রভু ঈশ্বরের প্রেম লাভের আশায়, অন্যান্যদের জন্যও ব্যয় করে।"[৩০]

  "... তোমরা আমার উদ্যানের বৃক্ষরাজি; তোমরা অবশ্যই সুন্দর ও আশ্চর্য ফল উৎপাদন করিবে, যাহাতে তাহা হইতে তোমরা নিজেরা এবং অন্যান্যরা লাভবান হইতে পার। এইরূপে প্রত্যেকেরই হস্তশিল্প ও পেশাতে নিযুক্ত হওয়াকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, কারণ সম্পদের রহস্য তাহার ভিতরই নিহিত। হে সমঝদার ব্যক্তিগণ!"[৩১]

  এবং আবদুল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেনঃ

  "ধনসম্পদ প্রশংসনীয়, এই শর্তে যে, তার ফলে সমগ্র জনগণ সম্পদশালী হবে। তা সত্ত্বেও, যদি, অল্পকিছু মানুষের অপরিমিত ঐশ্বর্য থাকে, অন্যদিকে অবশিষ্টরা দরিদ্র, এবং ওই ধনসম্পদ থেকে তাদের কোনও পরিণতি অথবা উপকার না উৎপন্ন হয়, তাহলে সেটি এর অধিকারীর পক্ষে একটি বোঝা হবে মাত্র।"[৩২]

- একটি সমাজ গড়ে তুলতে, যা অন্যায় এবং দুর্গতিমুক্ত, আমাদের সকলকে অবশ্যই উদার এবং দানশীল হতে হবে। এমনকি যদি আর্থিক উৎসগুলি সামান্য হয়, আমাদের তাসত্ত্বেও মানবজাতির অগ্রগতিতে কিছু দিতে হবে, কারণ প্রকৃত উন্নতি দানের মাধ্যমে অর্জিত হতে বদান্যতা মানব আত্মার একটি বৈশিষ্ট্যতা, এর সঙ্গে আমাদের পার্থিব অবস্থাগুলির সম্পর্ক নেই। নিহিত বাণীতে, বাহাউল্লা বলেছেনঃ

  "দান করা এবং উদারতা আমারই আরোপিত গুণাবলী, তাহারই মঙ্গল যে আমার সদ্‌গুণ দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে।"[৩৩]

- আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের থাকা প্রকৃত যা কিছু সম্পদ হলো, ঈশ্বর যিনি সর্ব-বদান্যময়। তিনি আমাদের বেঁচে থাকার উপায়গুলি প্রদান করেন, তিনি আমাদের উন্নতি করার জন্য সবকিছু সম্ভব

করেন। এবং যখন আমরা তহবিলে দান করি, তখন আমরা তাঁর ধর্মের জন্য ব্যয় করি, যা তিনি আমাদের দিয়েছেন। এরপর বাহাইদের তহবিলে দেওয়া শুধুমাত্র বদান্যতার বিষয় থাকে না, এটি একটি আধ্যাত্মিক বদান্যতা এবং মহান ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে। অভিভাবক আমাদের পরামর্শ দিয়েছেনঃ

"আমাদের অবশ্যই ঝর্ণার মতো হতে হবে, যা নিয়ত নিজের থাকা সবকিছু উজাড় করে দিচ্ছে এবং অনবরত অদৃশ্য উৎস থেকে নিজেকে পূর্ণ করছে। দারিদ্রতার ভয় দ্বারা অপ্রতিহত হয়ে আমাদের সহকর্মীদের মঙ্গলের জন্য নিয়ত বিতরণ করা এবং সকল ঐশ্বর্যের মহান উৎসের এবং সকল মঙ্গলের অভ্রান্ত বদান্যতার উপর আস্থাশীল হওয়া—সঠিক জীবনযাপনের গোপন তথ্য।"[৩৪]

আরও বিশদে বিষয়বস্তুগুলির কিছু জিনিষ বিবেচনা করার একটি সুযোগ তোমাদের পরবর্তী কোর্সের বিন্যাসে আসবে, যা পার্থিব উপায়গুলিকে সম্বোধন করে। এখনকার জন্য, সবসময়ের মতো, তোমাদের উপরের বিষয়টি সর্বাংশে আলোচনা করতে এবং নীচের অনুশীলনীগুলি সম্পাদন করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তোমরা বিষয়বস্তুগুলি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা শিখতে পারোঃ

১। উদ্ধৃতিগুলির ভিত্তিতে, নীচের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ করোঃ

(ক) বাহাউল্লা আমাদের বলেন যে, আমাদের একটি ________________ অর্জন করা উচিত আমাদের জীবিকা দ্বারা এবং তা ব্যয় করতে হবে ________________।

(খ) আমাদের সকলের ________________ দিতে হবে ________________ এবং ____________ পরিণামসমূহ, যা আমরা অন্যরা ________________।

(গ) আমাদের সকলের ________________ এবং ____________ , কারণ তার মধ্যে রয়েছে ________________।

(ঘ) আবদু'ল-বাহা ব্যাখ্যা করেছেন যে ধনসম্পদ ________________ এই শর্তে ________________ সম্পদশালী হয়।

(ঙ) যদি ________________ অপরিমিত ________________ অন্যদিকে ________________ দরিদ্র এবং ________________ পরিণতি এবং উপকার না ________________ তাহলে সেটি ________________ একটি বোঝা মাত্র।

(চ) বাহাউল্লা বলেছেন যে, "________________ হতে এবং ________________ হওয়া আমার ________________ তার পক্ষে শুভ যে ________________ আমার ________________।

(ছ) এবং অভিভাবক আমাদের ________________ মতো হতে হবে, যা ________________ করে দিচ্ছে এবং অনবরত অদৃশ্য ________________ পূর্ণ করছে।

(জ) দারিদ্রতার ভয় দ্বারা ________________ আমাদের সহকর্মীদের মঙ্গলের জন্য ____________ এবং সকল ________________ ________________ মহান উৎসের এবং ________________ আস্থাশীল হওয়া সঠিক ________________।

২। উপরের উপস্থাপনাতে অনুসরণ করা বিষয়বস্তুগুলির বিন্যাসটি নীচে লেখো।

পরিচ্ছেদ ১৪

বিপুল ক্রিয়াকলাপে কর্মচঞ্চল হওয়া একটি গ্রাম অথবা প্রতিবেশীকুলে দৃশ্যমান হতে পারে; তার থেকে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে আমরা অ্যালেজান্দ্রার উদ্যোগ সমূহ লক্ষ্য করছি, যে নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা সাক্ষাতের বিন্যাস সমূহে সে মিঃ এবং মিসেস সানচেজের সঙ্গে বেশকিছু মূলভাবনাগুলি আলোচনা করেছে, যা সে আশা করে তাদের জ্ঞান গভীরতর করতে সাহায্য করবে এবং গ্রহণ করা শিক্ষাবলীর প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করবে। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে বিটরাইসের এবং সানচেজের নাতনীর আগমন আমাদের অন্য ধরনের আলোচনা পরীক্ষা করা সমর্থ করেছে। দু'জন যুবার মধ্যে এই একাত্মতা, যারা উভয়েই কিভাবে তারা তাদের সমাজকে সেবা করতে পারে তা শেখার জন্য আগ্রহী। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এবং অনুশীলনীগুলি সম্পাদন করার সময়, আমরা দেখেছি যে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বাড়তে থাকা জ্ঞানের অতিরিক্ত, কিছু আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ এবং নৈপুণ্য এখানে আমরা বিবেচনা করছি, যা আলোচনাগুলিকে পুষ্টি যোগাতে প্রয়োজন।

এখানে এবং ইউনিটের পরের পরিচ্ছেদে আমরা অন্যরকম মূল বিষয়গুলি অনুসন্ধান করবো—অর্থাৎ, পরিবারগুলিতে সাক্ষাতের সময় সাধারণভাবে তরুণদের সঙ্গে নিয়ে যে আলোচনা হাতে নেওয়া হয় যারা ইনস্টিটিউট দ্বারা উন্নীত শিক্ষাগত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে, যা বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষার ক্লাসগুলি এবং একজন অ্যানিমেটর হিসেবে একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপকে পরিচালনা করা হলো পরবর্তী কোর্সগুলিতে সেবার কাজগুলি সম্বোধন করা, যথাক্রমে বই-৩ এবং বই-৫-এ। অনুরূপ দু'টি কর্মসূচীসমূহের সঙ্গে তোমরা হয়তো পরিচিত হতেও অথবা না হতেও পারো, যা নির্ভর করছে তোমরা নিজেরা অল্পবয়সে এতে অংশগ্রহণ করেছিলে কিনা।

এখন আমরা প্রথমে বিষয়বস্তুটি দেখি, যা জুনিয়র ইয়ুথদের পরিবারগুলির সঙ্গে একটি চলতে থাকা আলোচনার কাজে প্রায়ই ভিত্তিমূল গঠন করে। আমরা কল্পনা করবো যে, গল্পটি আমরা ছেড়ে আসার পরবর্তীকালে কিছুটা সময় চলে গেছে, এবং বিটরাইস এখন বই-২ পড়ছে। অ্যালেজান্দ্রা ওর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, যদি সে কয়েকজন জুনিয়র ইয়ুথদের পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করার সময় ওর সহযোগী হতে চায়, যারা তার সহায়তায় একটি গ্রুপ তৈরি করতে চলেছে। সে আগ্রহী হয়ে রাজী হলো।

অ্যালেজান্দ্রা কি ভাবছে, সেটি বিটরাইসকে ব্যাখ্যা করে বললো। ''আমরা প্রতিটি সাক্ষাৎ শুরু করবো,'' সে বিটরাইসকে জানালো, ''শুরু করবো বাবা-মায়েদের কাছে কর্মসূচীকে, যাতে তাদের ছেলে অথবা মেয়ে যোগদান করতে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং উল্লেখ করেছে যে, এটি সমাজ-নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ, যা প্রতিবেশীকুলে এগিয়ে চলেছে। আমরা এরপর এগুলো তাদের সঙ্গে কর্মসূচীর কিছু কিছু মূল ভাবনা এবং ধারণাসমূহ অনুসন্ধান করবো। এটা হবে সাক্ষাতগুলির প্রথম একটি সিরিজ, এবং আমাদের আশা যে, সময়ের সঙ্গে যখন আলোচনা এগিয়ে যাবে, পরিবার কেবলমাত্র সক্রিয়ভাবে নানাভাবে গ্রুপকে সমর্থন করবে তা নয় বরং সমাজে জুনিয়র ইয়ুথদের আধ্যাত্মিক স্বশক্তিকরণের উদ্যোক্তাসমূহ হয়ে পড়বে।

অ্যালেজান্দ্রা এবং বিটরাইস দু'জনে প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবে নিজেরা আলোচনা করে নিলো। সব গুরুত্বপূর্ণ ভাবনাগুলি তারা লিখে নিলো এটা জেনে যে, প্রথম সাক্ষাতে হয়তো অল্প কিছু বিষয় আলোচিত হবে এবং বাকী ধারণাগুলি পরবর্তী সাক্ষাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এখানে পরপর সেই বিষয়বস্তুগুলি দেওয়া হলো, যা তারা জুনিয়র ইয়ুথদের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করেছে।

- একজন ব্যক্তির জীবনে, ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সগুলি হল গুরুত্বপূর্ণ সময়—শিশুকাল থেকে পরিপক্কতার দিকে অবস্থান্তরের স্তর।

- আমরা প্রায়ই এই বয়সের কাউকে ''জুনিয়র ইয়ুথ'' হিসেবে উল্লেখ করি। তারা আর শিশু থাকে না কিন্তু যুবা অবস্থার সম্পূর্ণতে পৌঁছায়নি।

- দুর্ভাগ্যবশতঃ, এতে ভুল আছে, এখনও আবেগতাড়িত, বিদ্রোহী, আত্ম-নিমগ্ন এবং অবিরাম সংকট প্রবণতা, এই হিসেবে জুনিয়র ইয়ুথদের প্রতিচ্ছবি ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যাই হোক না কেন, আমরা তাদের অন্য দৃষ্টিকোণে দেখি। এটি ঠিক যে, জীবনের এই সংক্ষিপ্ত কালে, আমরা সকলে শারীরিকভাবে, আবেগজনিতভাবে, এবং মানসিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই। এবং এটাও সত্য যে, এর ফলে আমরা প্রতিবাদী ভাব দেখাতে পারি। কিন্তু বাস্তবে, এই বয়স হলো বিরাট সম্ভাবনা এবং বিরাট উন্নতির লক্ষণযুক্ত।

- খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন আমরা নিজেরাই জুনিয়র ইয়ুথ ছিলাম এবং আমাদের মনে আছে যে, এই পরিবর্তনসমূহে আমরা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। কখনও কখনও আমরা সাহসী ছিলাম এবং আবার কোনো সময়ে ভীত। কোনো সময়ে আমরা যথেষ্ট সামাজিক ছিলাম এবং অন্য সময়ে অত্যন্ত লাজুক। আমরা প্রায়ই একা থাকার বাসনা প্রকাশ করেছিলাম, অন্যদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার সময়, আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি কোন জিনিষগুলিতে আমরা এবং কি ধরনের প্রতিভা এবং সেটি বিরাটভাবে আমাদের মনে হয়েছে যে, কিভাবে অন্য মানুষেরা আমাদের দেখেছে এবং আমাদের ধারণাগুলি সম্পর্কে কি চিন্তা করেছে।

- যা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো, এই ধরণের আচরণ কেবল সাময়িক। একজন মানুষের জীবনে, এই সময়গুলিতে মনের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতাসমূহ খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। আমরা বেঁচে থাকার বুনিয়াদী প্রশ্নগুলির উত্তরসমূহ খুঁজতে আরম্ভ করি। আমরা আমাদের চারদিকে যা ঘটছে তা বিশ্লেষণ করি এবং যা আমাদের শেখানো হয়েছে সে বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করি। আগেকার মতো অবধারিতভাবে অনুসরণ করার আগ্রহের অভাব দেখা যাচ্ছে, যা বড়রা আমাদের করতে বলেন, বিশেষত যখন আমাদের মধ্যে তাদের কথা এবং কাজগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে।

- যদি যুবাদের তাদের উদ্বুদ্ধ হওয়া ক্ষমতাসমূহ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য সহায়তা করতে হয়, তাদের শিক্ষা হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা এড়িয়ে যেতে হবে। এখানে আবদু'ল-বাহা যেরকম এই সময়কে বর্ণনা করেছেনঃ

"কিছু সময়ের পর, সে যুবা অবস্থায় প্রবেশ করে, যেখানে তার আগেকার অবস্থাগুলি এবং প্রয়োজনগুলি নতুন প্রয়োজনগুলি দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হয়, যা তার অবস্থানের অগ্রগমনে প্রযোজ্য। তার অর্জন করার দক্ষতাগুলি প্রশস্ত এবং গভীর হয়; তার বুদ্ধিমান সামর্থ্যগুলি প্রশিক্ষিত এবং জাগরিত হয়; শিশুকালের সীমাবদ্ধগুলি এবং পরিবেশ তার উদ্যমগুলিকে এবং অর্জিত গুণাবলীকে আর থামাতে পারে না।"[৩৫]

- বাহাই ধর্মের পরিচালনসভা, সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় জুনিয়র ইয়ুথদের সঙ্গে আমাদের কাজ করার অভিগমন সম্পর্কে বলেনঃ

  "অন্যদিকে তখন, এই বয়সের গ্রুপের গতিমুখগুলির একটি ছবি তুলে ধরে সংশয়াত্মক হিসেবে, বিশৃঙ্খল দৈহিক এবং আবেগময় পরিবর্তনের সংবেদনহীন এবং স্বনিঃশেষিত তীব্র যন্ত্রণায় যা হারিয়ে গেছে। জুনিয়র ইয়ুথদের মধ্যে পরার্থবাদের অভাব দেখে বাহাই সমাজের বিপরীতমুখী পরিভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গীসমূহ গ্রহণ করেছে, যেখানে রয়েছে ন্যায়ের তীব্র বোধ, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং একটি সুন্দর পৃথিবী গড়বার বাসনা।"[৩৬]

আলেজান্দ্রা এবং বিটরাইস এরপর আধ্যাত্মিক স্বশক্তিকরণ কর্মসূচীর দিকে মনোযোগ দিলো এবং এর কিছু বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করলোঃ

- ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী গ্রুপের বন্ধুদের মধ্যে, যাদের সঙ্গে তারা ভাবনাগুলি ভাগ করে নিতে পারে, প্রকল্পগুলির উপর কাজ করতে পারে, খেলতে পারে, তাদের বেছে নেওয়া হলো। এই কারণে, কর্মসূচীটি একটি জুনিয়র ইয়ুথ গ্রুপ ভাবনার উপর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ একজন "অ্যানিমেটর', যে বয়সে একটু বড় তার দ্বারা পরিচালিত হয়, সদস্যদের কাছে যে একজন প্রকৃত বন্ধু, সে তাদের সামর্থ্যগুলি তৈরি করতে সাহায্য করে।

- গ্রুপগুলি নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করে। তাদের আলোচনাতে সভাসমূহে, জুনিয়র ইয়ুথরা বিষয়বস্তুগুলি খুঁজতে এবং ধারণাগুলি প্রকাশ করতে বিবাচন অথবা পরিহাসের ভয় না করে শিখতে পারো। তাদের শুনতে, বলতে, চিন্তা করতে, বিশ্লেষণ করতে, সিদ্ধান্ত নিতে, এবং তার ওপর কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।

- আমরা একটি সময়ে বাস করি, যখন এতসব নেতিবাচক শক্তিগুলি জুনিয়র ইয়ুথদের চিন্তা এবং আচরণের পথে প্রভাব বিস্তার করে। এইসব শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র সমাজের নৈতিক অবক্ষয় থেকে নিজেদের রক্ষা করা নয়, এছাড়া পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাজ করতেও অ্যানিমেটরগণ সাহায্য করে।

- মানব আত্মায় অর্ন্তনিহিত শক্তিগুলি সযত্নে লালন করতে কর্মসূচী চেষ্টা করে। শক্তিগুলি যা বয়ঃসন্ধির শুরুর সময়ে নিজেদের বিরাটভাবে প্রকাশ করা শুরু করে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো চিন্তার এবং প্রকাশের শক্তিসমূহ। যুবাদের অবশ্যই বিশ্ব সম্পর্কে প্রগাঢ় ধারণাগুলি প্রকাশ করা এবং কিভাবে তারা এর পরিবর্তন দেখতে চায়, এই উভয়েই স্পষ্ট প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষার উন্নয়ন করতে হবে।

- একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের পথে মূল বিষয়বস্তুগুলির মৌলিক অর্থের উপর বিবেচনা করতে জুনিয়র ইয়ুথরা আগ্রহী। সুখ, আশা এবং উৎকৃষ্টতা হলো এর কিছু দৃষ্টান্তসমূহ। দুঃখের সঙ্গে মানুষ এই ধারণাগুলি সম্পর্কে অগভীরভাবে কথা বলার চেষ্টা করে। এই ধরনের ধারণাগুলির একটি গভীর উপলব্ধি লাভ করা, রোজকার জীবনে কিভাবে তারা অভিব্যক্তি খুঁজে পেতে পারে সেটি চিহ্নিত করা, নবীন মনগুলিকে একটি দৃঢ় নৈতিক কাঠামো নির্মাণ এবং সমাজের নেতিবাচক শক্তিগুলিকে প্রতিহত করতে সাহায্য করতে পারে।

- মেধাগত উন্নয়নে ধারণাগুলি বোঝা প্রয়োজনীয়। জুনিয়র ইয়ুথরা কখনও কখনও স্কুলে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, কারণ বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণে জানা তাদের থেকে আশা করা হয়, ধারণাগুলিতে অবস্থিত থাকা বিষয়গুলি আয়ত্ত করার পর্যাপ্ত সাহায্য ব্যতিরেকে। কর্মসূচী তাদের উৎসাহ দেয় ধারণাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাববার—নৈতিক, গাণিতিক, বিজ্ঞানসম্মত ইত্যাদি—এবং এটি অপরিবর্তনীয়ভাবে স্কুলে তাদের সম্পাদিত কাজের উন্নতি করে।

- জুনিয়র ইয়ুথদের কোন জিনিষের অর্থ উদ্ধারের ভীষণ আগ্রহ থাকে। তারা তাদের চারদিকে যা ঘটছে তার কারণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে চায়। এই বিষয়ে সফলতা পেতে হলে, তাদের অবশ্যই শুধু দৈহিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না, এছাড়া তাদের অন্তরাত্মার দৃষ্টি দিয়েও দেখতে হবে। কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো, আধ্যাত্মিক বোধশক্তি বাড়ানো; আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি সনাক্ত করার সামর্থ্য এবং সামনে আসা পরিস্থিতিসমূহে আধ্যাত্মিক মূলনীতি চিহ্নিত করা।

- কর্মসূচীর বিভিন্ন লক্ষ্যসমূহ—নৈতিকতাসমূহের উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক বোধশক্তি, এবং অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতাসমূহ, পাঠ্যপুস্তকের সিরিজের মাধ্যমে এইগুলি অর্জিত হয়েছে। পাঠ্যে সহজ গল্পসমূহ আছে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকা নবীনদের জীবন সম্পর্কে। একসঙ্গে রচনাবলী পড়া, এর বিষয়বস্তু আলোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনীগুলি শেষ করে, জুনিয়র ইয়ুথরা খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করে এবং কলা এবং কারুশিল্প সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

- অ্যানিমেটরদের সাহায্য নিয়ে, গ্রুপগুলি একের পর এক সেবা প্রকল্প সম্পন্ন করে এবং তার রূপরেখাও তৈরি করে, যা হলো কর্মসূচীর প্রধান উপকরণ। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে, জুনিয়র ইয়ুথরা সমাজ সম্পর্কে, এবং এর প্রয়োজনসমূহ নিয়ে চিন্তা করতে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে এবং সমাজের অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে।

- পাঠ্যাংশের বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরনের; প্রতিটি জুনিয়র ইয়ুথদের প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক স্বশক্তিকরণের ভাবনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম পাঠ্যাংশটি ''নিশ্চয়তার" ভাবনা বিবেচনা করে—অর্থাৎ ন্যায়সম্মত লক্ষ্যগুলি অর্জন করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাগুলিকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন। অন্য পাঠ্যাংশটি ''আশা" সম্পর্কীয়—কিভাবে আমাদের অবশ্যই আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে, এমনকি অত্যন্ত কঠিন সময়গুলিতে। অন্য আর একজন ''উৎকৃষ্টতা" ''আনন্দ" নিয়ে ভাবনাকে একটি গল্পের বিষয়বস্তু বলে বিশ্লেষণ করে, অন্যদিকে ''শব্দের শক্তি" অন্যের বিবেচনার বিষয় হয়। পাঠ্যাংশগুলির মধ্যে যা গাণিতিক ভাবনাগুলি সম্পর্কে বলে, আর একজন এতে একটি নিয়মবদ্ধ মনের সন্ধান পায়। বিজ্ঞানের বিষয়ে, একটি রচনাংশ আছে, যা একজনের স্বাস্থ্য নিয়ে যত্নের কথা বলে—দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক, সব বিষয়ে। এইভাবে কয়েক ডজন অথবা আরও বেশী রচনাংশ আছে, যা তিনবছর ধরে জুনিয়র ইয়ুথরা পড়ে।

অ্যালেজান্দ্রা এবং বিটরাইস কিছু পাঠ্যাংশ তাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলো, যদি কোনও কারণে বাবা-মায়েরা এক ঝলক পড়ে নিতে চায়। যদি তোমরা পাঠ্যাংশ বিষয়ে ভালোভাবে পরিচিত হতে চাও, তোমাদের পক্ষে কিছু সময় দিয়ে যত বেশী সম্ভব গল্পসমূহ পড়ে নিতে পারলে সাহায্য করা হবে—বিষয়টি তাহলে সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনাসমূহে তুলে ধরতে তোমাদের সমর্থ করবে। ইতিমধ্যে, তোমাদের স্টাডি গ্রুপের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে উপরের ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা বই-৫'য়ে আরও গভীরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদি, বইটি পড়ার পর, তোমরা একটি জুনিয়র গ্রুপের অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করতে চাও, তোমরা এর সদস্যদের পরিবারগুলিতে প্রণালীবদ্ধভাবে দেখা করবে এবং এইগুলি এবং একই ধরনের অনেক ধারণাগুলি ওদের সঙ্গে খতিয়ে দেখতে পারবে। কিন্তু এমনকি এখন, বিটরাইসের মতো, তোমাদের সমাজে জুনিয়র ইয়ুথদের পরিবারগুলিতে দেখা করতে আসা অভিজ্ঞ কারোর সহযোগী হতে পারো।

পরিচ্ছেদ ১৫

পরের দিন, অ্যালেজান্দ্রা এবং বিটরাইস তিনজন জুনিয়র ইয়ুথদের বাড়িতে দেখা করলো, যারা নতুন গ্রুপে যোগদান করবে প্রতিবেশীকূলে যা গঠন করা হয়েছে। যেভাবে বাবা-মায়েরা আধ্যাত্মিক স্বশক্তিকরণ কর্মসূচির ওপরে আলোচনায় নিজেদের বিজড়িত করেছেন, সেই উদ্দীপনা লক্ষ্য করে বিটরাইস খুব আনন্দিত। বিকেলের শেষলগ্নে, সে প্রত্যয়ী যে, সে জুনিয়র ইয়ুথদের সঙ্গে অ্যালেজান্দ্রাকে সাহায্য করতে পছন্দ করে এবং নিজে একটি নতুন গ্রুপের একজন অ্যানিমেটর হিসেবে, আশা করা যায়, সেবা করার পারদর্শিতা লাভ করবে। সে অবশ্যই অনুভব করে যে, তার কাছে থাকা কয়েকটি ইনস্টিটিউট বইগুলি এর মধ্যে সে পড়া শেষ করবে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, একই গতিতে পড়ার কাজে সে এগিয়ে যাবে, যা এই পর্যন্ত যেখানে সে আসতে পেরেছে।

আসলে বিষয়টি তাই, অ্যালেজান্দ্রার অবিচল সাহায্য নিয়ে, বিটরাইস সেবার কাজে এগিয়ে চলেছে। ওর গল্পটি আবার শুরু করা যাক, কয়েকমাস পর, যখন সে বই-৩ পড়া প্রায় শেষ করেছে, ওর স্টাডি সার্কেলের শিক্ষক, মারিবেলকে, একজন শিশুদের ক্লাস শিক্ষক, বিটরাইস এবং ওর সঙ্গী অংশগ্রহণকারীদের তার সঙ্গে যাওয়ার কথা বলতে বললেন, গ্রেড-১ এর জন্য নতুন করে তৈরি করা ক্লাসে নবীনদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে পালা করে দেখা করার জন্য। বিটরাইস অনুভব করলো বই-৩ পড়ার পর অনেক কিছু সে শিখতে পেরেছে। এবং অ্যালেজান্দ্রার থেকে বার বার শুনেছে যে, একজন অ্যানিমেটর হিসেবে কাজ করতে বই থেকে লাভ করা অন্তর্দৃষ্টিসমূহ তার সামর্থ্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

যখন ওরা একসঙ্গে মিলিত হয়, মারিবেল বিটরাইসকে বলে যে, তারা এন্মার মায়ের সঙ্গে দেখা করবে। ‘‘ও একটি আনন্দদায়ক ছোটো মেয়ে যে কিছু শিখতে চায়’’। মারিবেল জানালো, ‘‘আমি ইতিমধ্যে ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করেছি এবং ওদের কাছে বাহাই শিশুদের ক্লাসের ধরন বর্ণনা করেছি। তারা এন্মাকে অংশ নিতে অনুমতি দিয়ে খুশি হয়েছে। ওর মা ক্লাস সম্পর্কে আরও জানবার আগ্রহ দেখিয়েছে, এবং আমি ফিরে গিয়ে শিক্ষাগত ধারণাগুলির উপকরণ সম্বন্ধে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আসলে নিজের জন্য কিছু বিবরণী লিখেছিলাম। যদি তোমরা চাও, আমরা একসঙ্গে সেটি পড়ে শোনাতে পারি,’’ বিটরাইস সম্মত হলো। আলোচ্য বর্ণনাটি এখানে দেওয়া হলোঃ

- প্রথমে, আমি মিসেস মার্টিনেজকে বলবো যে, এন্মাকে ক্লাসে পেয়ে আমি কতটা খুশি এবং আমি ওর কিছু চমৎকার গুণাবলী উল্লেখ করবো।
- মনে হয়, আলোচনা শুরু করতে ওর সঙ্গে বাহাউল্লা'র এই উদ্ধৃতিটি পড়িঃ

‘‘মানুষকে অপরিমেয় মূল্যের মণিরত্নের একটি আকর হিসেবে গণ্য করো। একমাত্র শিক্ষা, এর সম্পদসমূহ উদ্‌ঘাটিত করতে পারে এবং মানবজাতিকে এর থেকে সুফল এনে দিতে পারে।’’[৩৭]

- এরপর একজন শিক্ষক হিসেবে কিভাবে এই উক্তিটি আমাকে প্রভাবিত করেছে এই সম্পর্কে কিছু ভাবনাসমূহ আমি জানাতে পারি। আমি বলবো, আমার হৃদয় আনন্দে উপচে পড়ছে, যখনই আমি ক্লাসে শিশুদের দেখি এবং ওদের অমূল্য মণিরত্নপূর্ণ আকর হিসেবে দেখতে পাই, চিন্তা করি। ওদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিভা আছে, যার আবিষ্কার এবং উন্নয়ন করা যায়। ওরা সকলেই সমাজের একজন মূল্যবান সদস্য হয়ে উঠতে পারে এবং পৃথিবীর মঙ্গলে অবদান রাখতে পারে।
- এরপর, মণিরত্নগুলির কিছু উদাহণ আমার হয়তো তুলে ধরা উচিত, শিক্ষা যা প্রত্যেক শিশুর মধ্যে উন্মোচিত করবে। আমি মনের কিছু ক্ষমতাসমূহ বিষয়ে উল্লেখ করতে পারি, যেমন, প্রকৃতির নিয়মগুলি খুঁজে বার করা, কলাবিদ্যার সুন্দর কাজগুলি সামনে আনা, এবং ন্যায়সম্মত চিন্তাগুলি প্রকাশ করা। আমি ব্যাখ্যা করে বলবো, শিশুরা এই সব ক্ষমতাগুলির উন্নয়ন করতে পারে, যখন তারা সঠিক শিক্ষালাভ করে। কিন্তু, এটা হতে গেলে, তাদের অল্প বয়স থেকে কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে, প্রয়োজনমত কঠোর কাজ করতে হবে, এবং তারা কি করছে, তা দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে হবে। নিজস্বত্তায় বেড়ে উঠতে হবে, যে অন্যদের কল্যাণ সম্পর্কে আগ্রহী হতে হবে এবং যে সমাজকে সেবা দিতে চায়। এই কারণে, অল্প বয়সে তাদের চরিত্রের উন্নতিতে সজাগ থাকা গুরুত্বপূর্ণ।
- এরপর, মিসেস মার্টিনেজকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি একটি ভালো জায়গা হতে পারে তার ইচ্ছায় তার মেয়ে কি ধরনের একজন হয়ে উঠতে চায় বলে তিনি মনে করেন, এবিষয়ে আমাদের মধ্যে তার মতামতগুলি জেনে নেওয়া কি কি ধরনের চরিত্রের লক্ষণগুলি এন্মার মধ্যে থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন?
- তার উল্লেখ করা গুণাবলীর মধ্যে নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে, পরবর্তী যে বিষয়টি আমি তুলে ধরবো। কিছু বৈশিষ্ট্যসমূহ আছে যা একজনের থাকা প্রয়োজন, আমি বলবো, যা মানব অস্তিত্বের

গোড়ার কথা। মানুষের আত্মার সেটি অধিকারভুক্ত। আমরা তাকে উন্নত করি, যখন আমরা হৃদয়ের আয়না ঘসামাজা করি, যাতে সেটি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিবিম্বিত করে। এগুলিকে আমরা আধ্যাত্মিক গুণাবলী হিসেবে উল্লেখ করি, এবং যে পাঠগুলি আমরা গ্রেড-১-এর জন্য ক্লাসে শেখাই, সেখানে এই গুণাবলীকে তুলে ধরে।

- আমার মনে হয়, আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বই-৩'য়ের গ্রেড-১-এ বর্ণিত কিছু আধ্যাত্মিক গুণাবলীর তালিকা তুলে ধরি এবং ওর সঙ্গে অনুরূপ উদ্ধৃতিগুলি আলোচনা করি। আমি সেটি ব্যাখ্যা করবো যাতে এম্মা এই উদ্ধৃতিগুলি মুখস্থ করে মেয়েকে সেটি আবৃত্তি করে তাকে শোনাতে বলতে পারে, এছাড়াও প্রার্থনাগুলিতে সে শিখবেঃ

  —ভালবাসা

  "হে বন্ধু! তোমার হৃদয় উদ্যানে প্রেমের গোলাপ ব্যতীত অন্যকিছু রোপণ করিও না..."[৩৮]

  —ন্যায়বিচার

  "ন্যায়বিচারের পথে হাঁটো, কারণ এটি সত্য সত্যই সরল পথ।"[৩৯]

  —সত্যনিষ্ঠা

  "সত্যবাদিতা সকল মানবিক গুণাবলীর আধার।"[৪০]

  —আনন্দ

  "হে মানব পুত্র! আপন হৃদয়ের আনন্দে আহ্লাদিত হও, যাহাতে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং আমার সৌন্দর্য প্রতিফলিত করিবার যোগ্য হইতে পারে।"[৪১]

মারিবেল এবং বিটরাইস মনে করে যে, উপরের ধারণাগুলি একটি সাক্ষাতের পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা নিজেরা এরপর, বই-৩-এর পড়ায় এগিয়ে যাবে এবং কিছু মূলনীতিসমূহ বিবেচনা করার সুযোগ পাবে, যা শিশুদের আধ্যাত্মিক গুণাবলীর জন্য রুহি ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ বর্ষীয় কর্মসূচীকে উপযোগী করে তোলে। অতএব, আগে যদি শিশুদের একজন ক্লাস শিক্ষককে নিয়ে বাবা-মায়েদের সঙ্গে দেখা করার পরিস্থিতি তোমাদের জন্য সামনে আসে, এখানে যে ধারণাগুলি শুরু করা হয়েছিলো, সেটি সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হবে, এবং তোমাদের এখন প্রতিটি স্তরে স্টাডি গ্রুপে সেটি আলোচনা করা উচিত।

পরিচ্ছেদ ১৬

এর আগে আমরা আবদু'ল-বাহা'র এই উক্তিগুলি পড়েছি। "মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যের এবং সংহতির বন্ধনগুলি যত শক্তিশালী হবে, মানব সমাজের সকল স্থানে সদর্থকতার এবং অর্জিত গুণাবলীর শক্তি ততো বিরাট হবে।" সর্বজনীন ন্যায় বিচারালয় আমাদের বলেছেন যে, গৃহগুলিতে পরিদর্শনে যাওয়া এবং আমাদের প্রতি আমন্ত্রণগুলি দীর্ঘতর করে। আমরা "আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার দিকে এগিয়ে যাই, যা সমাজের বোধ সযত্নে লালন করে।" অতএব, আমাদের বাড়তে থাকা সমাজের সংস্কৃতির ওপর এই অভ্যাসের প্রভাব আমাদের লঘু করে দেখা উচিত নয়।

আগেকার পরিচ্ছেদগুলিতে, আমরা বেশ কয়েকটি স্পষ্ট ধরনের আলোচনাসমূহ দেখেছি, যা আমাদের একে অপরের বাড়িতে দেখা করার সময় ঘটতে পারে। আমরা সকলেই, যখন সেবার পথে চলবো, আমরা আমাদের গ্রামে, শহরে অথবা প্রতিবেশীকুলে বাহাউল্লা'র উপদেশগুলি আমাদের ব্যক্তিগত এবং যৌথ জীবনসমূহে প্রয়োগ করা সম্পর্ক দীর্ঘতর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবো। কখনও কখনও, একটি পরস্পর সদৃশ সুনিয়মিত সাক্ষাৎগুলি বর্ধিত সংখ্যায় এইসব উপদেশগুলির গভীরতর জ্ঞানের দরজা খুলে দিতে সাহায্য করে। অসংখ্য অন্য সময়গুলিতে, ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কর্মসূচীসমূহ, এর লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজ নির্মাণ প্রক্রিয়াতে জড়িত করতে

আমন্ত্রণগুলি আরও বেশী প্রতিবেশী এবং বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রলম্বিত করা হবে। অতএব, যখন তোমরা ভবিষ্যতের দিকে, এবং সেবার পথের দিকে দৃষ্টি দাও, যা তোমাদের সামনে বিস্তৃত হয়, তোমাদের এই ইউনিটে উপস্থাপন করা বিষয়বস্তু জানতে। প্রতিটি আলোচ্য বিষয়ে বাক্যালাপে অভিজ্ঞতা লাভ করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত, এবং অবশ্যই, বাহাউল্লা'র উপদেশাবলীর নিজস্ব জ্ঞান গভীরতর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এটা তোমাদের পক্ষে অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বরের বাণী ভাগ করে নেওয়ার এক অনন্ত আনন্দ।

REFERENCES

1. Bahá'u'lláh, *The Hidden Words* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 2003, 2012 printing), Arabic no. 4, p. 4.

2. Bahá'u'lláh, in *Bahá'í Prayers*: *A Selection of Prayers Revealed by Bahá'u'lláh, the Báb, and 'Abdu'l-Bahá* (Wilmette: Bahá'ìi Publishing Trust, 2002, 2017 printing), p. 4.

3. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh* (Wilmette: Bahá'í Publishing Trust, 1983, 2017 printing), IV, par. 1, p. 5.

4. Ibid., V, par. 2, pp. 6–7.

5. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahá'í Prayers*, p. 81.

6. Ibid., p. 111.

7. Ibid.

8. From a talk given on 16 August 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by 'Abdu'l-Bahá during His Visit to the United States and Canada in 1912* (Wilmette: Bahá'ìi Publishing, 2012), par. 23, p. 364.

9. 'Abdu'l-Bahá, in *Bahá'í Prayers*, p. 130.

10. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, XLV, par. 1, pp. 111–12.

11. 'Abdu'l-Bahá, cited by Shoghi Effendi, *The World Order of Bahá'u'lláh: Selected Letters* (Wilmette: Bahá'ìi Publishing Trust, 1991, 2012 printing), p. 139.

12. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, V, par. 5, p. 8.

13. From a talk given by 'Abdu'l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 4, p. 128.

14. From a talk given on 21 October 1911, published in *Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá in 1911* (Wilmette: Bahá'ìi Publishing, 2006, 2016 printing), no. 6.7–8, p. 22.

15. *Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh*, CXLVI, par. 1, p. 357.

16. From a talk given by ‘Abdu’l-Bahá on 5 May 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 4, p. 128.

17. *The Hidden Words*, Persian no. 44, p. 37.

18. Ibid., Persian no. 66, p. 45.

19. From a Tablet of ‘Abdu’l-Bahá. (authorized translation)

20. From a talk given by ‘Abdu’l-Bahá on 25 September 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 2, pp. 478–79.

21. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá* (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2010, 2015 printing), no. 43.1, p. 125.

22. Ibid., no. 207.3, p. 360.

23. Bahá’u’lláh, in *Bahá’í Meetings: Extracts from the Writings of Bahá’u’lláh, ‘Abdu’lBahá, and Shoghi Effendi*, compiled by the Research Department of the Universal House of Justice (Wilmette: Bahá’ìì Publishing Trust, 1976, 1980 printing), p. 3.

24. Ibid.

25. *Tablets of Abdul-Baha Abbas* (New York: Bahá’ìì Publishing Committee, 1916, 1930 printing), vol. 3, p. 631. (authorized translation)

26. Bahá’u’lláh, in *The Kitáb-i-Aqdas: The Most Holy Book* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1993, 2013 printing), par. 57, p. 41.

27. *Selections from the Writings of ‘Abdu’l-Bahá*, no. 48.1, p. 130.

28. From a letter dated 27 August 1989, published in *Messages from the Universal House of Justice, 1986–2001: The Fourth Epoch of the Formative Age* (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2010), no. 69.2, pp. 132–33.

29. Ibid., no. 69.9–10, p. 135.

30. *The Hidden Words*, Persian no. 82, p. 51.

31. Ibid., Persian no. 80, p. 51.

32. ‘Abdu’l-Bahá, *The Secret of Divine Civilization* (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2007, 2016 printing), par. 46, p. 33.

33. *The Hidden Words*, Persian no. 49, p. 39.

34. Shoghi Effendi, cited in *Bahá’í News*, no. 13 (September 1926), p. 1.

35. From a talk given by ‘Abdu’l-Bahá on 17 November 1912, published in *The Promulgation of Universal Peace*, par. 3, p. 617.

36. From a message dated 21 April 2010, published in *Framework for Action: Selected Messages of the Universal House of Justice and Supplementary Material, 2006–2016* (West Palm Beach: Palabra Publications, 2017), no. 14.16, p. 82.

37. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CXXII, par. 1, p. 294.

38. *The Hidden Words*, Persian no. 3, p. 23.

39. *Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh*, CXVIII, par. 1, p. 283.

40. ‘Abdu’l-Bahá, cited by Shoghi Effendi, *The Advent of Divine Justice* (Wilmette: Bahá’ìi Publishing Trust, 2006, 2018 printing), par. 40, p. 39.

41. *The Hidden Words*, Arabic no. 36, p. 12.